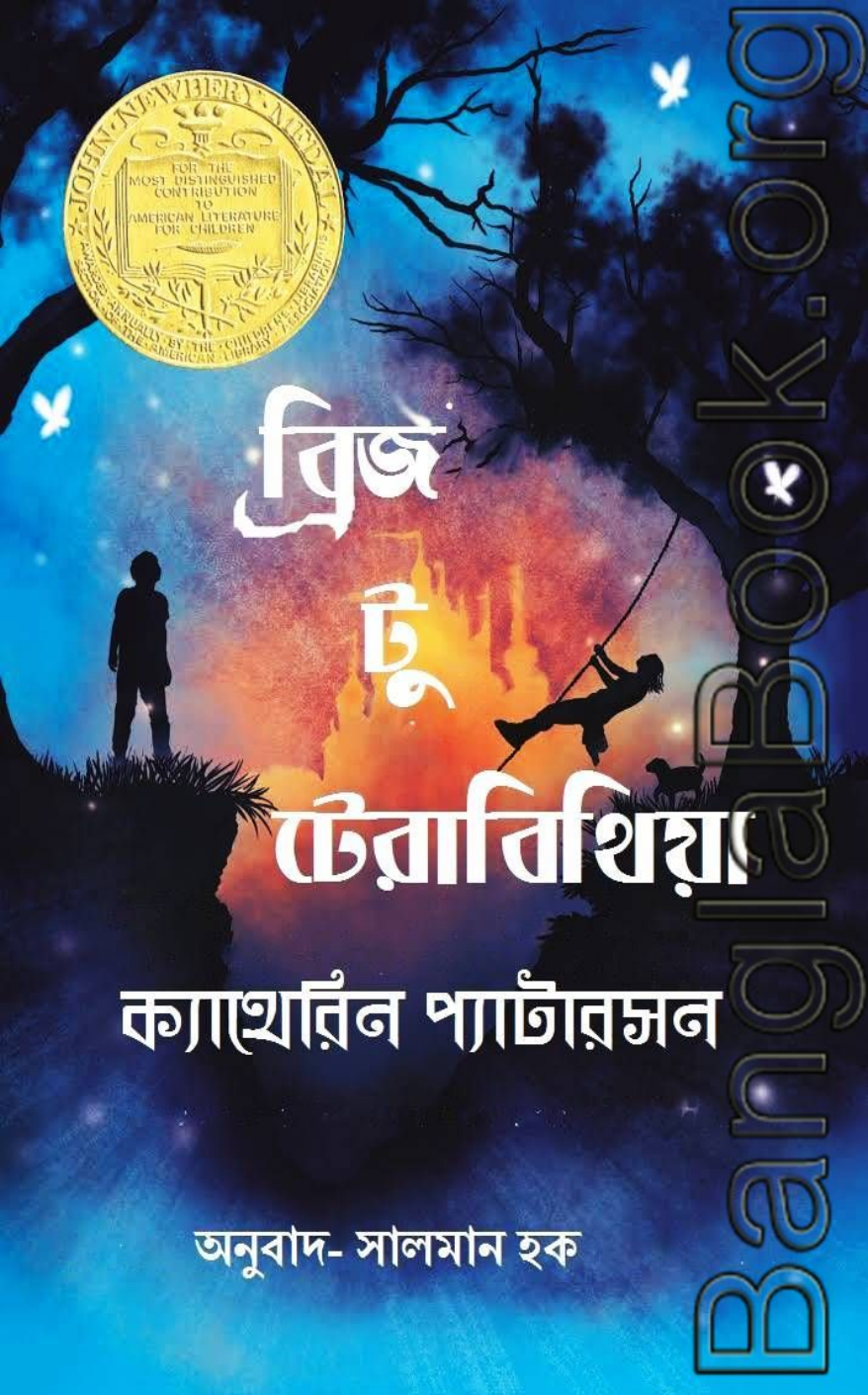
JOHN NEWBERY MEDAL
FOR THE MOST DISTINGUISHED CONTRIBUTION TO AMERICAN LITERATURE FOR CHILDREN
AWARDED ANNUALLY BY THE CHILDREN'S LIBRARY DIVISION OF THE AMERICAN LIBRARY ASSOCIATION
ব্রিজ টু টেরাবিথিয়া
ক্যাথেরিন প্যাটারসন
অনুবাদ- সালমান হক
BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ক্লাসের সবচেয়ে দ্রুততম বালক হতে চায় জেস অ্যারন, সেই লক্ষ্যে পুরো গ্রীষ্মের ছুটিতে ঘাম ঝরিয়েছে। কিন্তু স্কুলের প্রথম দিনেই ক্লাসের নতুন মেয়েটা দৌড়ে হারিয়ে দেয় সব ছেলেকে, এমনকি জেসকেও। কি মনে হচ্ছে? এর চেয়ে খারাপ সূচনা নিশ্চয়ই হতে পারত না কোন বন্ধুত্বের? কিন্তু সবাইকে অবাক করে দিয়ে গলায় গলায় ভাব হয়ে যায় জেস এবং লেসলির। দু'জনে মিলে পাশের বনে গড়ে তোলে টেরাবিথিয়া - এক মায়ানগরী, যেখানে উপস্থিত জাদুকরী সব সত্ত্বার। আর এই কল্পনার রাজ্যের রাজা এবং রাণীর আসন গ্রহণ করে ওরা, কিন্তু হঠাৎই এক ঝড় বয়ে যায় ওদের জীবনে... এরপর?

ISBN 9848729496

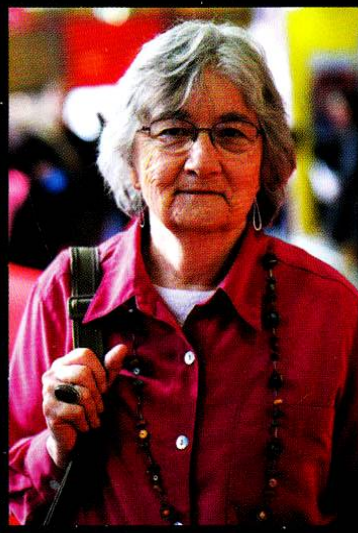

মার্কিন ঔপন্যাসিক ক্যাথেরিন প্যাটারসনের জন্ম ১৯৩২ সালে। এ পর্যন্ত লিখেছেন ৩০টির মতন উপন্যাস। যার মধ্যে ষোলটিই শিশুসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। সাহিত্যে অসামান্য অবদানের জন্য পেয়েছেন নিউবেরি মেডেল, হ্যান্স ক্রিশ্চিয়ান অ্যান্ডারসন অ্যাওয়ার্ড, লরা ইঙ্গলস ওয়াইল্ডার মেডেলের মত সম্মানজনক সব পুরস্কার। এ পর্যন্ত ৪৩টি ভাষায় অনূদিত হয়েছে তার বই। ২০০০ সালে কংগ্রেস লাইব্রেরি তাকে একজন জীবন্ত কিংবদন্তি হিসেবে ঘোষনা করে। 'ব্রিজ টু টেরাবিথিয়া' তার সবচেয়ে বিখ্যাত উপন্যাস। বর্তমানে চার সন্তান এবং সাত নাতি নাতনি নিয়ে ভারমন্টে বসবাস করছেন তিনি।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

ব্রিজ টু টেরাবিথিয়া

==========

ক্যাথেরিন প্যাটারসন

==========

অনুবাদ: সালমান হক

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

ব্রিজ টু টেরাবিথিয়া

ক্যাথেরিন প্যাটারসন

Bridge to Terabithia
by Katherin Patterson

অনুবাদ : সালমান হক

প্রকাশক: সৈয়দ মোহাম্মদ রেজওয়ান
বুক স্ট্রিট পাবলিশিং হাউজ
স্যুট - ১১, লেভেল - ৩,
সার্কেল আম্বিয়া পয়েন্ট শপিং মল,
পূর্ব রামপুরা, ঢাকা - ১২১৯

অনুবাদস্বত্ব বুকস্ট্রিট পাবলিশিং হাউজ

প্রথম প্রকাশ : **নভেম্বর ২০১৭**

প্রচ্ছদ : আসলাম ভাই

মুদ্রণ : একুশে প্রিন্টার্স, ১৮/২৩, গোপাল সাহা লেন,
শিংটোলা, সূত্রাপুর, ঢাকা।
গ্রাফিক্স : বুকস্ট্রিট

কম্পোজ অনুবাদক

পরিবেশক : বাতিঘর প্রকাশনী, ৩৭/১,
বর্ণমালা মার্কেট, বাংলাবাজার, ঢাকা।
অনলাইন পরিবেশক : www.rokomari.com,
www.facebook.com/bookstreetbd

মূল্য ২৪০ টাকা
Price : Tk. 240

উৎসর্গ :

নাবিলা ইউসুফ
আদীবা মাসনুন
সারাহ্ খুরশীদ'কে

অনুবাদকের কথা

"ব্রিজ টু টেরাবিথিয়া"! বের হচ্ছেই তাহলে! প্রথম যে বার পড়েছিলাম, টেরাবিথিয়া থেকে ঘুরে আসার ইচ্ছে হচ্ছিল খুব। তুলনামূলক কম বয়সীদের জন্যে আমাদের দেশে একসময় প্রচুর বই বের হত, কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে ইদানীং আশংকাজনক হারে কমে গেছে সেরকম বইয়ের সংখ্যা। পশ্চিমা বিশ্বে অবশ্য এখনও প্রতিদিন প্রকাশিত হয় বাচ্চাদের বই। "মিডল গ্রেড" বা "ইয়াং-অ্যাডাল্ট" আলাদা একটি জনরা সেখানে। সেরকমই একটা বই 'ব্রিজ টু টেরাবিথিয়া'- তবে বইটার বিশেষত্ব হচ্ছে, এটার জন্যে নিউবেরি মেডেলে ভূষিত করা হয় লেখিকা ক্যাথেরিন প্যাটারসনকে। শিশু সাহিত্যে অবদানের জন্যে সবচেয়ে বড় সম্মানগুলোর একটি। তাই খুব আগ্রহ নিয়ে করেছি কাজটা। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সকল বয়সী পাঠকদেরই ভালো লাগবে বইটি ।

সব কাজ শেষে একটি বই পাঠকের হাতে পৌঁছুনোর পেছনে বেশ কয়েকজনের অবদান থাকে। এক্ষেত্রেও তেমনটাই ঘটেছে, পর্দার পেছনের সবাইকে বিশেষ ধন্যবাদ। বুক স্ট্রিটের কর্ণধার রেজওয়ান ভাইকে ধন্যবাদ বইটি ছাপানোর উদ্যোগ নেয়ার জন্যে। তবে একজনকে ধন্যবাদ না জানালে কিছুটা অপূর্ণতা থেকে যাবে ভূমিকা। সে প্রিয় বন্ধু "নাবিলা ইউসুফ"। অনেক বছর আগে বইটি প্রথম তার প্ররোচনাতেই পড়া হয়েছিল (যখন দু'জন একসাথে পাল্লা দিয়ে বই পড়তাম!)। নাবিলাকে ধন্যবাদ টেরিবিথিয়ার জেস, লেসলি আর প্রিন্স টেরিয়েনের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্যে ।

সবাই ভালো থাকবেন।

– সালমান হক, ঢাকা।
নভেম্বর,২০১৭।

এক
জেস অলিভার অ্যারন্স

ক্রম-ক্রম-ক্রম-ক্রম। বাইরে থেকে ওর বাবার পিকআপটার ইঞ্জিন চালু হওয়ার আওয়াজ ভেসে আসল। এখন নির্দ্বিধায় উঠে পড়তে পারে ও। বিছানা থেকে নেমে ওভারঅলটা গায়ে চাপিয়ে নিল জেস। শার্ট পরল না ইচ্ছে করেই, কারণ একবার দৌড়ানো শুরু করলে পুরো শরীর ঘামে ভিজে যাবে। এই সময়ে বাইরে অবশ্য কিছুটা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব আছে। তবে জেস যেভাবে দৌড়ায়, সেই ঠাণ্ডা কাবু করতে পারে না ওকে। ঘেমে ওঠে কিছুক্ষণের মধ্যেই। জুতোও পরল না, কারণ ওর পায়ের তালু এখন জুতোর তলার মতই শক্ত হয়ে গেছে, অসুবিধে হয় না।

"কোথায় যাচ্ছ, ভাইয়া?" মেরি বিছানা থেকেই মাথা উঁচু করে জিজ্ঞেস করল। ডাবল বেডটায় তার পাশে শুয়ে এখনও নাক ডাকছে জয়েস।

"শসস!" ঠোঁটে আঙুল দিয়ে ওকে চুপ থাকার ইঙ্গিত দিল জেস। ওদের বাসার দেওয়ালগুলো অনেক পাতলা। একটু কান পাতলেই যে কেউ ওদের কথা শুনতে পারবে। তাছাড়া এখন যদি কথার আওয়াজে মার ঘুম ভেঙে যায় তাহলে আর দেখতে হবে না।

মেরির চুলে হাত বুলিয়ে চাঁদরটা তার চিবুক পর্যন্ত টেনে দিল ও, ফিসফিসিয়ে বলল, "মাঠের বাইরে যাব না।" মিষ্টি একটা হাসি দিয়ে আবার চাদরের তলায় ঢুকে গেল মেরি।

"দৌড়াবে?"

BanglaBook.org

"হয়ত।"

হয়ত না, অবশ্যই দৌড়াবে ও। এই গোটা গ্রীষ্মের ছুটিতে প্রতিদিন এত সকাল সকাল উঠেছে তো দৌড়ানোর জন্যই। এত কষ্ট করার একটা কারণও আছে অবশ্য। স্কুল খোলার পর বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় পঞ্চম শ্রেণীর সবচেয়ে দ্রুততম বালকের রেকর্ডটা ওর চাই-ই চাই। আর এজন্য শুধু জোরে দৌড়ালেই হবে না, অন্য সবার চাইতে এত জোরে দৌড়াতে হবে যাতে ওর ধারে কাছেও কেউ না থাকে।

পা টিপে টিপে বাসা থেকে বেরিয়ে এলো জেস। ওদের বাসাটা এতটাই নড়বড়ে যে একটু জোরে পা ফেললেই আর্তনাদ করে ওঠে। কিন্তু ও খেয়াল করে দেখেছে- যদি পা টিপে টিপে বের হয়, তাহলে আওয়াজ অনেক কমে যায়। আর মা কিংবা এলি, ব্রেন্ডা, জয়েস অ্যানের কারও ঘুমই ভাঙে না। মেরির কথা অবশ্য আলাদা। সবে সাতে পা দিয়েছে ও, ভাইয়ের একদম নেওটা। জেসও পছন্দ করে মেরিকে। তবে ওর বড় দুই বোন কেন যেন এখন একদমই সহ্য করতে পারে না জেসকে, বিশেষ করে যখন থেকে ওকে মেয়েদের ড্রেস পরিয়ে পুতুল ঘরের পাশে বসিয়ে রাখার ব্যাপারে বাঁধা দেওয়া শুরু করেছিল ও। আর একদম ছোট্টটার দিকে একটু চোখ পাকিয়ে তাকালেই ভ্যা ভ্যা করে কেঁদে দেয়। তাই বোনদের মধ্যে মেরিই সবচেয়ে প্রিয় ওর, তবে মাঝে মাঝে সব ব্যাপারে মেয়েটার অতিরিক্ত কৌতূহল কিছুটা বিরক্তির উদ্রেকও ঘটায়, কিন্তু সেটা সাময়িক।

উঠোনের মাঝ দিয়ে সামনে এগোতে লাগল ও। শ্বাস বের হওয়ার সাথে সাথে জমে যাচ্ছে। আগস্টের তুলনায় একটু বেশিই ঠাণ্ডা আবহাওয়া। দুপুর নাগাদ অবশ্য তাপমাত্রা চড়ে যাবে। কিন্তু তখনই বাইরে কাজ করতে হবে ওকে, মার ফরমায়েশ অনুযায়ী।

মিস বেসি ঘুমঘুম চোখে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। এক লাফে বেড়া ডিঙিয়ে গরু চরানোর মাঠটায় নেমে পড়ল জেস।"*হাম্বা-আ,*" এসময় ডেকে উঠল মিস বেসি, সকাল সকাল মেরিকে খুঁজছে।

BanglaBook.org

"কি খবর মিস বেসি?" শান্তস্বরে বলল জেস, "মেরি এখনও ওঠেনি, ঘুমিয়ে পড় আবার।"

সবুজ ঘাসের কাছে গিয়ে মুখ ডুবিয়ে দিল মিস বেসি। গোটা মাঠে এরকম সবুজ জায়গা অবশ্য কমই আছে। শুকনো খটখটে জমি বেশিরভাগ জুড়ে।

"হ্যাঁ, সকাল সকাল লক্ষ্মী মেয়ের মত নাস্তাটাও সেড়ে নিতে পার। আমার দিকে নজর দেওয়ার কোন দরকার নেই।"

সবসময় মাঠের উত্তর পাশ থেকে দৌড়ানো শুরু করে জেস। অলিম্পিক প্রতিযোগীরা যেভাবে ঝুঁকে সংকেতের জন্য অপেক্ষা করে সেভাবে নিচু হল ও।

"বুম," নিজেই বলে যতটা সম্ভব দ্রুত দৌড় শুরু করল মাঠের চারপাশ দিয়ে। মিস বেসি মাঝখানে চলে গেল। জাবড় কাটতে কাটতে ঘুমন্ত চোখে দেখতে লাগল ওকে। খুব একটা চালাক নয় মিস বেসি, অন্যান্য গরুদের তুলনায়। কিন্তু জেসের দৌড়ানোর পথ থেকে যে সরে যাওয়াটাই উচিত হবে এটা বুঝতে সমস্যা হল না তার।

দৌড়ানোর সাথে সাথে জেসের সোনালী চুল বাতাসে উড়ছে। শেষ চুল কেটেছিল বেশ ক'দিন আগে, লম্বা হয়ে গেছে এতদিনে। হাত পা যতটা সম্ভব টানটান রাখার চেষ্টা করছে। অবশ্য গড়ানুগতিক দশ বছর বয়সীদের তুলনায় এমনিতেও যথেষ্ট লম্বা সে। কীভাবে সঠিক উপায়ে দৌড়াতে হবে সেটা নিয়ে অবশ্য কখনও কারও কাছ থেকে উপদেশ পায়নি ও, কিন্তু নিজের সেরাটা দেবার চেষ্টা করে প্রতিবার দৌড়ানোর সময়ে। মনের জোরের কোন কমতি নেই জেসের।

লার্ক ক্রিক এলিমেন্টারি স্কুলে সবকিছুরই অপ্রতুলতা। বিশেষ করে খেলাধূলার সামগ্রীর। তাই টিফিনের পরে খেলার সময়টুকুতে সব বল চলে যায় বড় ক্লাসের ছাত্রছাত্রীদের দখলে। যদি শুরুতে পঞ্চম শ্রেণীর কারও হাতে বল দেখা যায় তবে নিশ্চিতভাবে সেটা একসময় চলে যাবে সপ্তম বা অষ্টম শ্রেণীর কারও কাছে। ছেলেরা মাঠের মাঝখানে শুকনো, বড় একটা

BanglaBook.org

অংশ জুড়ে ফুটবল কিংবা অন্যান্য খেলা খেলে। আর মেয়েরা পেছন দিকটায় স্কিপিং বা হপস্কচ খেলায় ব্যস্ত থাকে, অনেকে জটলা বেঁধে গল্প করেও কাটায় সময়টা। অল্প সময়ে পুরো মাঠই দখল হয়ে যায়। কিন্তু কিছু একটা তো করতে হবে ছোট ক্লাসের ছেলেদের, তাই ওরা মাঠের একদম কোনায় গিয়ে দৌড়ের পাল্লা দেয়। মাঠের সেই অংশটা একদম উঁচু-নিচু, জায়গায় জায়গায় কাঁদা। আর্ল ওয়াটসন নামের একটা ছেলে মুখ দিয়ে "বুম" বলে চিৎকার দিলেই সবাই দৌড়ানো শুরু করে। আর্ল নিজে অবশ্য দৌড়ায় না, আসলে দৌড়ে পেরে ওঠে না অন্যদের সাথে, তাই এই কাজ বেছে নিয়েছে।

গত বছর একবার জেস জিতেছিল সেই দৌড় প্রতিযোগিতায়। শুধু একবার। কিন্তু বিজয়ের সেই স্বাদ অন্যরকম এক অনুভূতির সাথে পরিচয় করিয়ে দেয় ওকে। প্রথম শ্রেণী থেকেই সবাই ওকে একটু অন্য চোখে দেখে। ওর ছবি আঁকা নিয়েও কম টিটকারি শুনতে হয়নি। কিন্তু একদিন এপ্রিল মাসের বাইশ তারিখে, সবাইকে পেছনে ফেলে দৌড়ে প্রথম হয় ও। ওর পায়ের লাল জীর্ণ স্নিকার্সটা মাখামাখি হয়ে গিয়েছিল কাঁদায়। কিছুটা

BanglaBook.org

ভেতরেও ঢুকেছে ছিদ্র দিয়ে, কিন্তু ওসবের সে তখন থোড়াই পরোয়া করে।

সেদিনের বাকি সময়টা এবং পরের দিন টিফিন অবধি সে-ই ছিল গোটা তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম শ্রেণীর দ্রুততম বালক। তখন চতুর্থ শ্রেণীতে ছিল ও। তবে পরদিন, তেইশ তারিখে আবার দৌড়ে জিতে যায় ওয়েন পেটিস, বরাবরের মতন। কিন্তু এই বছর ওয়েন পেটিস ষষ্ঠ শ্রেণীতে উঠে গেছে, টিফিনের পরের সময়টুকু বড়দের সাথে ফুটবল আর বেসবল খেলায় ব্যস্ত থাকবে সে। তাই যে কেউ এখন দ্রুততম বালকের খেতাবটা পেতে পারে।

এসব ভাবতে ভাবতে দৌড়াচ্ছে জেস। মাথা ঝুঁকিয়ে রেখেছে কিছুটা, লক্ষ্য দূরের বেড়া। কল্পনায় তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রদের উল্লাসধ্বনি শুনতে পাচ্ছে। দৌড়ে জিতে যাবার পর সিনেমার তারকাদের মতন ওর পেছন পেছন ঘুরবে ওরা। মেরি বেলেরও গর্বে মাটিতে পা পড়বে না। তার ভাই সবচেয়ে দ্রুততম বালক বলে কথা! প্রথম শ্রেণীর অন্য সবাই তখন অন্য চোখে দেখবে মেরিকে।

এমনকি ওর বাবাও নিশ্চয়ই অনেক খুশী হবেন। মাঠের ধার দিয়ে দৌড়েই চলেছে জেস। এখন অবশ্য শুরুর মত জোরে দৌড়াতে পারছে না, তবে যতটা সম্ভব গতি ধরে রাখা চেষ্টা করছে। আগেকার মত অল্পতেই এখন আর হাঁপিয়ে ওঠে না জেস। ওর বিজয়ের সংবাদটা বাবাকে মেরি বেল দেবে, তাহলে আর নিজের ঢোল ওকে নিজে পেটাতে হবে না। বাবা হয়ত এতটাই খুশি হবেন যে ওয়াশিংটন থেকে লম্বা পথ গাড়ি চালিয়ে আসার ক্লান্তিটা দূর হয়ে যাবে মুহূর্তে। আগের দিনগুলোর মতন ওর সাথে নিশ্চয়ই মেঝেতে কুস্তিও লড়বেন তিনি, অবাক হয়ে খেয়াল করবেন যে দুই বছরে গায়ের জোর কতটা বেড়েছে ওর।

এখন আর শরীর সায় দিচ্ছে না দৌড়ে, তবুও জোর করে দৌড়াচ্ছে জেস। ওর ফুসফুসকে এটা বুঝতে হবে যে জেসের ইচ্ছেমত সব হবে এখন থেকে।

BanglaBook.org

"জেস!" মেরি বেলের গলার আওয়াজ ভেসে আসল অন্য পাশ থেকে। "মা বলেছে তোমাকে ভেতরে এসে খেয়ে নিতে। দুধ পরে দোয়ালেও হবে।"

বেশি সময় দৌড়ে ফেলেছে ! এখন সবাই জেনে যাবে যে সকালে বেরিয়ে গেছেল ও। কথা শুনতে হবে অনেক।

"হ্যাঁ, আসছি," দৌড়াতে দৌড়াতেই মাথা ঘুরিয়ে বলল ও। কিছুক্ষণ পর বেড়া ডিঙিয়ে উঠোনে ঢুঁকে পড়ল। খড়ের গাদার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা মেরি বেলের মাথায় আলতো করে টোকা দিয়ে বাসার উদ্দেশ্যে পা বাড়াল।

"দেখ দেখ কে এসেছে!" দু'টো কাপ শব্দ করে টেবিলে নামিয়ে রেখে বলল এলি, "আমাদের অলিম্পিক তারকা! খচ্চরের মত ঘেমে গেছে এই সকাল সকাল।"

চেহারার ওপর এসে পড়া ঘামে ভেজা চুলগুলো হাত দিয়ে সরিয়ে কাঠের বেঞ্চে বসে পড়ল জেস। কফির কাপে দুই চামচ চিনি গুলিয়ে নিয়ে শব্দ করে চুমুক দিল।

"মা! ওর গা থেকে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে!" নাক চেপে ধরে বলল ব্রেন্ডা। "পরিষ্কার হতে বল।"

"হাতমুখ ধুয়ে আস সিঙ্ক থেকে, তাড়াতাড়ি।" চুলার দিক থেকে চোখ না সরিয়েই বললেন ওর মা। "নাস্তা প্রায় তৈরি।"

"আবারও গ্রিটস (ভুট্টার তৈরি একধরণের খাবার, সকালের নাস্তায় ব্যবহৃত)!" গুঙিয়ে উঠল ব্রেন্ডা।

অনেক ক্লান্ত লাগছে জেসের এখন। শরীরের প্রতিটা পেশি ব্যথা করছে যেন।

"মার কথা তোমার কানে ঢোকেনি?" এলি চেঁচিয়ে উঠল পেছন থেকে।

"আর সহ্য হচ্ছে না মা!" ব্রেন্ডা বলল আবারও, "ওকে এখান থেকে উঠতে বল।"

টেবিলের ওপর মাথা নামিয়ে বিশ্রাম নিতে শুরু করল জেস।

BanglaBook.org

"জেস!" এবার ওর দিকে তাকিয়ে বললেন মা, "যা বললাম কর, আর দয়া করে একটা কিছু গায়ে দাও।"

"জ্বি," বলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও সিঙ্কের সামনে গিয়ে দাঁড়াল ও। বরফের মত ঠাণ্ডা পানির ঝাপটা দিল চোখে মুখে।

রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছে মেরি বেল।

"মেরি, আমার একটা শার্ট নিয়ে আস যাও।"

মেরির চেহারা দেখে প্রথমে মনে হল না বলে দেবে, কিন্তু পরে সিদ্ধান্ত বদলাল। "আমাকে আর মাথায় মারবে না তুমি," এটুকু বলে বাধ্য মেয়ে মত শার্ট আনতে চলে গেল। এমনটাই আশা করেছিল জেস। ওর জায়গায় যদি জয়েস অ্যানের মাথায় হাতও ছোঁয়াতো ও তাহলে দুই ঘন্টা এক নাগাড়ে চিৎকার করত মেয়েটা। চার বছরের বাচ্চারা আসলেই যন্ত্রনার কারণ।

"আজকে অনেক কাজ আছে আমার, তোমাদেরও হাত লাগাতে হবে।" ওদের নাস্তা (গ্রিটস আর অমলেট) শেষ হবার আগেই ঘোষণার সুরে বললেন মা। জর্জিয়ায় জন্ম তার, তাই রান্নাও সেভাবেই করেন।

"না!" একসাথে নাকি সুরে বলল ব্রেন্ডা আর এলি। কাজে ফাঁকি দিতে ওস্তাদ এই দুই জন।

"মা, তুমি তো বলেছিলে আমাকে আর ব্রেন্ডাকে মিলসবার্গে কেনাকাটার জন্য যেতে দিবে," বলল এলি।

"কেনাকাটা করার মত টাকা নেই আমাদের হাতে!"

"তাহলে দোকানগুলো ঘুরে ঘুরে দেখব শুধু।"

বড় দুই বোনের প্রতিদিনের এই নাটক অসহ্য লাগে জেসের।

"তুমি তো আমাদের কোন মজানো করতে দাও না, মা।"

"হ্যাঁ," তাল মেলাল ব্রেন্ডা। "টিমন্স আমাদের নিতে আসবে কিছুক্ষণ পরে। ওকে গত রবিবারেই বলে রেখেছিলাম যে তুমি আমাদের যেতে দিবে। এখন যদি ফোন করে বলি তুমি মত পাল্টিয়েছ, তাহলে ব্যাপারটা একটু কেমন দেখায় না?"

BanglaBook.org

"ঠিক আছে!" হাত তুলে তাকে থামালেন মা। "কিন্তু তোমাদের দেওয়ার মত কোন টাকা নেই আমার কাছে।"

তার গলার স্বরটা একটু বিষণ্ন ঠেকল জেসের কাছে।

"জানি মা। আমরা শুধু পাঁচ ডলার নেব, বাবা যেটার কথা দিয়েছিল আমাদের। তার বেশি না।"

"কিসের পাঁচ ডলার?"

"ভুলে গেছ তুমি?" মিষ্টি স্বরে জিজ্ঞেস করল এলি, "গত সপ্তাহে বাবা তোমার সামনেই তো বলল, স্কুল শুরু হওয়া উপলক্ষে আমাদের কিছু কেনাকাটা করা উচিত।"

"আচ্ছা, দিচ্ছি," রাগতস্বরে এটুকু বলে রান্নাঘরের ওপরের তাক থেকে পার্স নামিয়ে পাঁচ ডলার গুণে দিলেন তিনি।

"মা," এলির চেয়েও মধুর কণ্ঠে বলল ব্রেন্ডা, "আরেক ডলার কি দেওয়া যায় না? তাহলে আমাদের দু'জনেরই তিন ডলার করে হবে।"

"না!"

"আড়াই ডলারে কি হয় এখন? ছোট একটা নোটবুকের দামই তো..."

"না!"

বিরক্ত ভঙ্গিতে টেবিল থেকে উঠে সবকিছু গোছাতে লাগল এলি। "আজকে তোমার বাসন ধোবার পালা, ব্রেন্ডা," ইচ্ছে করে জোরে জোরে বলল।

"পারব না!"

একটা চামচ দিয়ে ব্রেন্ডাকে খোঁচা দিল এলি। চিৎকার করে উঠতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল ব্রেন্ডা। এলির মত চালাক না হলেও, কখন চুপ থাকতে হবে সেটা জানা আছে তার।

অগত্যা জেসকেই করতে হল কাজটা। মেরিকে এখনও কিছু করতে দেন না মা, অবশ্য মাঝে মাঝে তাকে কাজে লাগায় ও। বাসন মাজার কাজ শেষে আবার টেবিলের ওপর মাথা রেখে বিশ্রাম নিতে শুরু করল জেস। এখনও ক্লান্তি দূর হয়নি পুরোপুরি। বাইরে থেকে টিমন্সদের পুরনো বুইক

BanglaBook.org

গাড়িটার আওয়াজ ভেসে আসল এই সময়। "তেল দিতে হবে," প্রতিবার তাদের গাড়ির আওয়াজ শোনার পরে এই কথাটাই বলেন বাবা। এলি আর ব্রেন্ডা দ্রুত বেরিয়ে গেল দরজা দিয়ে।

"অনেক হয়েছে জেস। এবার আলসামি না করে দয়া করে ওঠ বেঞ্চ থেকে। মিস বেসির কাছে যাও বালতি নিয়ে। আর শিমও তুলতে হবে তোমাকে আজকে, মনে আছে তো?" মা বললেন।

অলস। এত লোক থাকতে ওকেই কিনা এই অপবাদ শুনতে হল। আরও এক মিনিট টেবিল থেকে মাথা তুলল না ও।

"জেস!"

"জ্বি মা, যাচ্ছি এখনই।"

*

বাগানে শিম তুলছে এই সময় মেরি বেল এসে ওকে খবর দিল যে ওদের খামারের পাশের পার্কিন্সদের খামারটায় নতুন বাসিন্দা এসেছে। চোখের ওপর থেকে চুল সরিয়ে সেদিকে তাকাল জেস। বিশাল একটা ট্রাক চোখে পড়ল। সদর দরজার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। বোঝাই যাচ্ছে, যারা এসেছে তাদের অনেক জিনিসপত্র। কিন্তু এরাও নিশ্চয়ই বেশিদিন টিকবে না। পার্কিন্সদের এই বাড়িটায় সবাই আসে একদম নিরুপায় হয়ে, যখন যাওয়ার মত অন্য কোন ভালো জায়গা না পাওয়া যায়। যত দ্রুত সম্ভব অন্য কোথাও পাড়ি জমায় এরপর।

BanglaBook.org

ব্যাপারটাকে খুব একটা পাত্তা দিল না ও। অবশ্য এমন একটা সময় আসবে যখন ও বুঝতে পারবে যে সেখানেই ছিল তার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা অংশ।

বেলা বাড়ার সাথে সাথে গরমও পাল্লা দিয়ে বেড়েছে। ওর ঘর্মাক্ত চেহারার আশেপাশে শব্দ করে উড়ে বেড়াচ্ছে কয়েকটা মাছি। হাতের শিমগুলো পাশের গামলায় তুলে রাখল জেস।

"আমার শার্টটা দাও, মেরি।"

হেঁটে গিয়ে বাগানের বেড়ার ওপর থেকে শার্টটা হাতে নিল মেরি। দুই আঙুলে ওটাকে ধরে হেঁটে আসল ওর দিকে। "দুর্গন্ধ!" ব্রেন্ডার নকল করে বলল।

"চুপ!" ধমক দিয়ে তার হাত থেকে শার্টটা নিয়ে নিল জেস।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

দুই
লেসলি বার্ক

সাতটার মধ্যে ফেরার কথা থাকলেও ব্রেন্ডা আর এলির কোন হদিস নেই এখন পর্যন্ত। বাগান থেকে সবগুলো শিম তোলার পরে ওগুলো ক্যানে ভরে রাখতে মাকে সাহায্যও করেছে জেস। শিমগুলো সেদ্ধ করে একদম গরম অবস্থায় ক্যানে ভরেন মা, তাই গোটা রান্নাঘর এখন আগ্নেয়গিরির মতন তেতে আছে। সেই সাথে তাঁর মেজাজও চড়ে আছে সপ্তমে। সারাটা বিকেল জেসের ওপর চেচিয়েছেন তিনি আর এখন এতটাই ক্লান্ত বোধ করছেন যে রাতের খাবার বানানোর ইচ্ছেটাও চলে গেছে।

ছোট দুই বোন এবং নিজের জন্য পিনাট বাটার স্যান্ডউইচ বানিয়ে নিল জেস। রান্নাঘরের ভেতরটা প্রচণ্ড গরম এবং সেদ্ধ করা শিমের গন্ধের কারণে প্লেটগুলো নিয়ে বাইরে চলে আসল ওরা।

পার্কিন্সদের খামারের বাইরে এখনও ট্রাকটা দাঁড়িয়ে আছে। অবশ্য কাউকে বাইরে দেখা যাচ্ছে না এখন, মালপত্র নামানো শেষ নিশ্চয়ই।

"আশা করি ছয় বা সাত বছর বয়সী কোন মেয়ে আছে পরিবারটায়," বলল মেরি বেল। "তাহলে তার সাথে খেলতে পারব আমি।"

"জয়েস অ্যান তো আছেই তোমার সাথে খেলার জন্য।"

"ওকে ভালো লাগে না আমার। একদম পিচ্চি।"

কাঁপতে লাগল জয়েস অ্যানের ছোট্ট ঠোঁট জোড়া। চোখের কোণে পানি জমতে শুরু করেছে। মেরি আর জেস দু'জনেই চোখে আতংক নিয়ে

BanglaBook.org

দেখতে লাগল দৃশ্যটা। বড় একটা শ্বাস নিয়ে জোরে জোরে কাঁদতে শুরু করল জয়েস অ্যান।

"কে বিরক্ত করছে বাচ্চাটাকে?" ভেতর থেকে মা জিজ্ঞেস করলেন উচ্চস্বরে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বাকি স্যান্ডউইচটুকু জয়েস অ্যানের খোলা মুখে ঢুকিয়ে দিল জেস। চোখ বড় বড় হয়ে গেলে জয়েসের। অপ্রত্যাশিত উপহারটুকু পেয়ে অবাক হয়ে গেছে। মজা করে খেতে লাগল স্যান্ডউইচটা। এবার একটু শান্তি।

প্রায় নিঃশব্দে ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে মার পাশ দিয়ে হেঁটে গেল জেস। রানাঘরের পাশে রকিং চেয়ারে বসে টিভি দেখছেন তিনি এখন। ছোট দুই বোনের সাথে যে ঘরটাতে থাকে ও সেখানে এসে বিছানার নিচ থেকে প্যাড আর পেন্সিল বের করল জেস। এরপর বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে আঁকতে শুরু করল।

BanglaBook.org

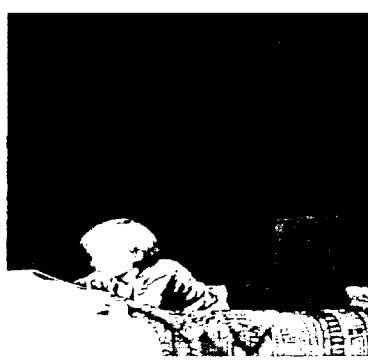

ছবি আঁকার সাথে জেসের সম্পর্কটা আত্মিক। এই পেন্সিল আর প্যাডের দুনিয়ায় হারিয়ে যেতে খুব বেশি সময় লাগে না ওর। ধীরে ধীরে প্রশান্ত হয়ে ওঠে মন। ছবি আঁকতে খুবই পছন্দ করে ও। বেশিরভাগ সময় বিভিন্ন

জীবজন্তুর ছবি আঁকে। অবশ্য মিস বেসি কিংবা অন্য গৃহপালিত পশুর ছবি নয়। বরং অদ্ভুত অদ্ভুত জায়গায় অদ্ভুত সব জন্তুর ছবি আঁকতেই ভালো লাগে ওর। যেমন এখন যে ছবিটা আঁকছে সেখানে একটা চশমা পরিহিত জলহস্তীকে বেলুনে চেপে সমুদ্রের ওপর দিয়ে ভেসে বেড়াতে দেখা যাচ্ছে। নিচ থেকে অবাক চোখে তাকিয়ে আছে কয়েকটা মাছ। তাদের উদ্দেশ্যে হাত (নাকি পা?) নাড়ছে জলহস্তীটা।

হাসতে শুরু করল জেস। এটা যদি মেরি বেলকে দেখায় ও এখন, তাহলে কিছুক্ষণ অবাক চোখে ছবিটার দিকে তাকিয়ে থাকবে সে। এরপর হাসতে শুরু করবে জোরে জোরে।

জেসের ইচ্ছা একদিন ওর বাবাকেও ছবিগুলো দেখাবে, কিন্তু সাহসে কুলায় না। প্রথম শ্রেণীতে থাকাকালীন একবার বাবাকে বলেছিলো যে বড় হয়ে চিত্রকর হতে চায় ও, ভেবেছিল তিনি হয়ত খুশী হবেন। কিন্তু তেমনটা হয়নি।

"স্কুলে আজকাল কি শেখাচ্ছে তোমাদের?" পাল্টা জিজ্ঞেস করেছিলেন বাবা। "এই বয়স্ক শিক্ষকদের দিয়ে কি আর স্কুল চলে। আমার একমাত্র ছেলেকে একটা " কথাটা শেষ করেননি তিনি, কিন্তু যা বোঝার বুঝে নেয় জেস। চার বছর আগের কথা সেটা, কিন্তু এখনও যেন স্পষ্ট মনে আছে ওর, হয়ত সারাজীবনই থাকবে।

কিন্তু সত্যি কথা বলতে ওদের স্কুলের কোন শিক্ষকই ওর আঁকাআঁকির ব্যাপারটা খুব একটা পছন্দ করেন না। ওকে ক্লাসের মধ্যে যদি কখনও ছবি আঁকতে দেখেন, ব্যস অমনি লেকচার শুরু হয়ে যায়- সময় নষ্ট করছে, পেন্সিলের আর নোটপ্যাডের অপচয় করছে, মেধার অপচয় করছে। শুধুমাত্র একজন ব্যাতিক্রম, ওদের গানের টিচার মিস এডমান্ডস। একমাত্র তাঁকেই নিজের আঁকা ছবিগুলো দেখানোর সাহস করে ও। অবশ্য খুব বেশি সময় তার সাহচর্য পায় না। মাত্র এক বছর ধরে এখানে এসেছেন তিন। ক্লাস নেন প্রতি শুক্রবার।

BanglaBook.org

আসলে মিস এডমান্ডসকে মনে মনে ভালোবাসে জেস। ওর জীবনের সবচেয়ে গোপন ব্যাপারগুলোর একটা এটা। তবে ওর ভালোবাসা ব্রেন্ডা কিংবা এলির মত ঠুনকো নয়। ফোনে কাদের সাথে যেন কথা বলে আর অনবরত হাসে তারা। বরং ওর অনুভূতি এতটাই গভীর যে খুব বেশীক্ষণ কথা বলা যায় না কিংবা ভাবা যায় না সেটা নিয়ে। লম্বা কালো চুল আর নীল চোখ মিস এডমান্ডসের। এত সুন্দর গীটার বাজানো যে মুগ্ধ হয়ে শুনতে বাধ্য হয় সবাই। তবে জেসের সবচেয়ে ভালো লাগে তার গানের গলা, ভেতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে যেন। ওকেও অনেক পছন্দ করেন তিনি।

গত বছরের শেষের দিকে ক্লাস শেষে তার হাতে একটা নিজের আঁকা ছবি গুঁজে দৌড়ে পালায় ও। এর পরের শুক্রবার ওকে ক্লাসের পর থাকতে বলেন তিনি। সবাই চলে গেলে বলেন যে জেসের ছবি আঁকার হাত খুবই ভালো। সে যেন কারও কথায় কান না দিয়ে চালিয়ে যায় সেটা। *এর অর্থ,* মনে মনে ভাবে সে- *জেস হচ্ছে তার দেখা সবচেয়ে ভালো ছবি আঁকিয়ে।* সচরাচর এরকম প্রতিভার দেখা নিশ্চয়ই পান না তিনি।

মন খারাপ থাকলে এই কথাটা ভাবলেই মন ভালো হয়ে যায় জেসের। কিন্তু এটা সম্পর্কে আজ পর্যন্ত কাউকে বলেনি ও। কিছু আনন্দের কথা গোপন রাখা ভালো, তাহলে সেগুলো ছিনিয়ে নিতে পারে না কেউ। জুলিয়া এডমান্ডস হচ্ছে ওর আনন্দের কারণ।

"শুনে তো মনে হচ্ছে না খুব একটা কাজের, কি শেখাবে বাচ্চাদের তিনি?" ব্রেন্ডার কাছ থেকে মিস এডমান্ডসের ব্যাপারে শুনে এই মন্তব্য করেছিলেন মা।

যা ইচ্ছে বলুক মা, কিছু আসে যায় না তাতে। তবে এরকম জীর্ণ, পুরনো একটা স্কুলে মিস এডমান্ডসের মত প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর একজনকে যে মানায় না সে ব্যাপারে একমত জেস। কিন্তু ও চায় না এখান থেকে চলে যান তিনি। সপ্তাহ জুড়ে স্কুলের একঘেয়ে ক্লাসগুলো সহ্য করে শুধুমাত্র শুক্রবারের বিকালবেলার ঐ আধাঘন্টার জন্য। টিচার্স রুমে একটা পুরনো কার্পেটের ওপর বসে ক্লাস নেন তিনি (গোটা স্কুলে এর চেয়ে বড় কোন

BanglaBook.org

রুম না থাকায় এখানেই বসতে হয় ওদেরকে)। বাদ্যযন্ত্রগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে তার চারপাশে। সুন্দর সুন্দর অনেক গান ওদের গেয়ে শোনান মিস এডমান্ডস। এর মধ্যে *'ফ্রি টু বি ইউ অ্যান্ড মি'* আর *'ব্লোয়িং ইন দা উইন্ড'* গান দু'টো সবচেয়ে বেশি পছন্দ করে জেস।

মিস এডমান্ডস গিটার বাজানো আর ছাত্রছাত্রীরা পালা করে সিম্বাল, ট্রায়াংগাল, ড্রাম আর ট্যামবুরিন বাজায়। স্কুলের অন্যান্য শিক্ষক শিক্ষিকারা শুক্রবারের এই সময়টুকু সহ্য করতে পারেন না। অনেক ছাত্রছাত্রীরাও তাল মেলায় তাদের সাথে।

কিন্তু জেস জানে যে ভেতরে ভেতরে আসলে সবাই ঈর্ষান্বিত মিস এডমান্ডসের প্রতি। আড়ালে অনেকে 'হিপ্পি' আর 'পিস-নিক' বলে ডাকে তাকে। কিন্তু ভিয়েতনামের যুদ্ধ তো শেষ হয়ে গেছে, এখন যদি কেউ শান্তির গান গায় তাকে 'হিপ্পি' বলার কোন মানে হয় না। কোন প্রকার মেকআপের বালাই নেই মিস এডমান্ডসের, জিন্সের প্যান্ট পড়েন সবসময়। এটা নিয়েও কথা বলে অনেকে। লার্ক ক্রিক এলিমেন্টারি স্কুলে তিনিই একমাত্র শিক্ষিকা যিনি কিনা এরকম প্যান্ট পড়েন। ওয়াশিংটন কিংবা অন্যান্য বড় বড় শহরেও এসব চলে, কিন্তু লার্ক ক্রিক এখনও বের হয়ে আসতে পারেনি রক্ষণশীলতা থেকে।

প্রতি শুক্রবার নিজেদের ক্লাসরুমের ডেস্কে বসে টিচার্স রুম থেকে ভেসে আসা সুরেলা কণ্ঠের গান উপভোগ করে সবাই ঠিকই, আধাঘন্টা করে তার ক্লাসও করে, কিন্তু সেখান থেকে বের হয়েই ভান ধরে যে ওসবই একজন হিপ্পির পাগলামী মাত্র।

দাঁতে দাঁত চেপে সব সহ্য করে জেস। চেষ্টা করলেও মিস এডমান্ডসকে তাদের তীর্যক মন্তব্য আর সমালোচনার হাত থেকে বাঁচাতে পারবে না ও, তাই চুপ থাকাই উত্তম। তাছাড়া কারও কোন মন্তব্য আমলে নেন না মিস এডমান্ডস। এসবের উর্ধ্বে তিনি। শুক্রবার বিকাল বেলাটা টিচার্স রুমে তার যতটা সম্ভব কাছে বসে গান উপভোগ করে জেস।

BanglaBook.org

আমি আর মিস এডমান্ডস, মনে মনে ভাবে জেস, *আমরা একই রকম।* তার গানের প্রতিটা শব্দ ওর মনের অন্ত্যঃস্থলে গিয়ে আঘাত করে। লার্ক ক্রিক আসলে ওদের জন্য উপযোগী নয়। "তুমি হচ্ছ খনির ভেতরে লুকিয়ে থাকা হীরার মতন।" একবার ওকে বলেছিলেন মিস এডমান্ডস। আলতো করে মাথায় হাতও বুলিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মিস এডমান্ডস হচ্ছে হীরার মতন, এই জীর্ণ পুরনো এলাকায় উজ্জ্বল এক নক্ষত্র।

"জেস!"

দ্রুত প্যাড আর পেন্সিলটা বিছানার নিচে লুকিয়ে ফেলল জেস। সটান হয়ে শুয়ে পড়ল বিছানায়। হৃৎস্পন্দন বেড়ে গেছে।

"দুধ এনেছ বাইরে থেকে?" দরজায় দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন মা।

লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নেমে পড়ল ও। "এখনই যাচ্ছিলাম," তার পাশ কাটিয়ে রান্নাঘরে চলে আসল দ্রুত, যাতে তিনি জিজ্ঞেস করতে না পারেন যে এতক্ষণ কি করছিল ও। সিঙ্কের নিচ থেকে বড় বালতি আর টুলটা নিয়ে বের হয়ে গেল বাইরে।

পার্কিন্সদের পুরনো তিন তলা ভবনের সবগুলো তলাতেই আলো জ্বলতে দেখা যাচ্ছে। অন্ধকার হয়ে এসেছে প্রায়। মিস বেসির কাছে এসে বুঝল যে আরও প্রায় দু'ঘন্টা আগে দুধ দোয়ানো উচিত ছিল ওর। টুলে বসে কাজে লেগে পড়ল জেস। রাস্তা থেকে হঠাৎ হঠাৎ ট্রাকের আওয়াজ ভেসে আসছে। বাবা খুব শিগ্রই ফিরবেন কাজ থেকে। ওর বড় দুই বোনও সারাদিনের হই হুল্লোড় শেষে ফিরবে যে কোন সময়। ওকে ছাড়াই সবসময় মজা করে তারা। আর মার সাথে সব কাজ করতে হয় জেসকে। টাকা দিয়ে কি কি কিনেছে ঈশ্বরই জানেন। কয়েকটা আর্ট পেপার আর মার্কিং পেনের জন্য যে কোন কিছু করতে রাজি এখন ও। তাহলে রঙিন ছবি আঁকতে পারবে ইচ্ছেমত। স্কুলের ক্রেয়নগুলো একদমই বাজে, কিছু রঙ করা যায় না শান্তিমতো। তাছাড়া যে রঙটা দরকার হয় সেটা অন্য কারও দখলে থাকে সে সময়।

BanglaBook.org

একটা গাড়িকে মোড় ঘুরতে দেখা গেল এ সময়। টিমন্সদের গাড়িটা। বাবার আগেই বাসায় পৌঁছে গেছে ব্রেন্ডা আর এলি। তাদের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর কানে আসল জেসের। মা নিশ্চয়ই তাদের খাবার তৈরি করে দেবেন এখন। দুধ দোয়ানো শেষ করে ভেতরে গিয়ে দেখবে যে হাসিমুখে গল্প করছে সবাই। মাঝে মাঝে ঘরের একমাত্র ছেলে হওয়াতে আক্ষেপ বোধ হয় ওর, একটা ভাই থাকলে তার সাথে খেলতে পারত। বাবাও সকাল বেলা বের হয়ে গিয়ে সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরেন। কার সাথে কথা বলবে ও? সাপ্তাহিক ছুটির দিনগুলোতেও যে পরিস্থিতির খুব একটা বদল হয় তা নয়। পুরো সপ্তাহ কাজ করে এতটাই ক্লান্ত থাকেন বাবা যে অবসর সময়গুলোতে বাড়ির কোন কাজ না থাকলে টিভির সামনে বসে বসে ঘুমান।

"জেস!" মেরি বেলের গলার স্বরে চিন্তার বাঁধন ছিন্ন হয়ে গেল ওর। এই মেয়েটা চুপচাপ বসে চিন্তাও করতে দেবে না ওকে।

"কি চাই এখন তোমার?"

একটু যেন দমে গেল মেরি বেল। "তোমাকে একটা কথা বলতে চাই," মাথা নিচু করে বলল।

"এতক্ষণে তো তোমার শুয়ে পড়ার কথা," একটু খারাপই লাগল জেসের।

"এলি আর ব্রেন্ডা বাসায় আসছে।"

" 'আসছে' না, বল এসেছে," মেয়েটাকে বকা উচিত হচ্ছে না।

কিন্তু মেরির কাছে যে খবরটা আছে সেটা বলার জন্য সে এতটাই উদগ্রীব যে জেসের বকুনিতে দমল না।"এলি নতুন একটা জামা কিনেছে, আর সেটা নিয়ে মা বকছে ওকে।"

ভালো হয়েছে, মনে মনে ভাবল জেস। "এটা নিয়ে খুশি হবার কি আছে?" মুখে বলল ও।

ক্রম-ক্রম-ক্রম!

"বাবা!" খুশি হয়ে বাইরের রাস্তার দিকে ছুট দিল মেরি বেল। বাবাকে পিকআপটা থামাতে দেখল জেস। দরজা খুলে দিলেন যাতে মেরি বেল

BanglaBook.org

ভেতরে ঢুকতে পারে। জোর করে অন্য দিকে চোখ ফেরাল ও। মেরিকে মাঝে মাঝে হিংসা হয় ওর। কি সুন্দর এখনও বাবাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে পারে গালে। বাবা যখন ওর ছোট দুই বোনকে আদর করেন, ভেতরে ভেতরে খারাপ লাগে জেসের। খুব বেশিদিন এরকম আদর পাবার সৌভাগ্য হয়নি ওর, কেন যেন একদম ছোট থেকেই ওর সাথে বড়দেও মত আচরণ করত সবাই।

বালতিটা দুধে পূর্ণ হয়ে গেলে মিস বেসিকে সরে দাঁড়ানোর নির্দেশ দিল ও। উঠে দাঁড়িয়ে বাম হাতে টুলটা আর ডানহাতে সাবধানে বালতিটা ওঠাল, যাতে একটুও দুধ না পড়ে যায় মাটিতে।

"এত দেরি করে দুধ দোয়াচ্ছ, জেস?" সেই সন্ধ্যায় এটাই ছিল ওর সাথে বাবার একমাত্র কথোপকথন।

*

পরদিন সকালে পিকআপের শব্দে ঘুম ভাঙলেও চোখ খোলা রাখা সম্ভব হচ্ছিল না জেসের পক্ষে। পুরোপুরি জেগে ওঠার আগেই বুঝতে পারল যে আগের দিনের ক্লান্তি এখনও দূর হয়নি। কিন্তু মেরি বেল ঠিকই উঠে গেছে। কনুইয়ে ভর দিয়ে উঁচু হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "দৌড়াবে না আজকে?"

"না," গায়ের চাদরটা সরিয়ে বলল জেস, "আজকে আমার ওড়ার দিন।"

আজকে যেহেতু ও বেশি ক্লান্ত তাই অন্যান্য দিনের মত হুট করে দৌড়ানো শুরু করলে হবে না। জেস কল্পনা করে নিল যে ওয়েন পেটিসের সাথে দৌড়ের পাল্লা দিতে যাচ্ছে ও। যে করেই হোক তার সামনে যেতেই হবে ওকে। শক্ত মাটির ওপর প্রাণপণে দৌড়ে চলল সে, মাথা নিচু করে। "আজ আর জিততে পারবে না, ওয়েন পেটিস," দাঁতে দাঁত চেপে বলল, "আমিই তোমার সামনে দিয়ে পালাব, তুমি খালি চেয়ে চেয়ে দেখবে।"

"তুমি যদি গরুটাকে এতই ভয় পাও, তাহলে বেড়ার এই পাশে আসছ না কেন?" একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এলো।

BanglaBook.org

দৌড়ের মাঝেই থামতে বাধ্য হল জেস, আরেকটু হলে ভারসাম্য হারিয়ে পড়েই যাচ্ছিল। কথাটা যে বলেছে সে এই মুহূর্তে পার্কিন্সদের বেড়ার ওপর পা ঝুলিয়ে বসে আছে। চুল একদম ছোট করে ছাটা। পরনে নীল রঙের জামা আর হাঁটু অবধি কাঁটা জিন্সের হাফ প্যান্ট। কণ্ঠস্বরের মালিক ছেলে নাকি মেয়ে, সেটা বুঝতে বেগ পেতে হল জেসকে।

"হ্যালো," মেয়েটা (অথবা ছেলেটা) বলল হাত নেড়ে। "আমরা এই বাসাটায় কালকেই উঠেছি," পার্কিন্সদের পুরনো বাড়িটা দেখিয়ে বলল সে।

যেখানে ছিল সেখান থেকেই অবাক চোখে তাকিয়ে থাকল জেস।

"আমরা কি বন্ধু হতে পারি? আশেপাশে অন্য কেউ নেইও অবশ্য।"

মেয়ে, এবার বুঝতে পারল জেস। কীভাবে নিশ্চিত হল এ ব্যাপারে, সেটা জিজ্ঞেস করলে অবশ্য কিছু বলতে পারবে না।

দূর থেকে মেয়েটাকে লম্বায় প্রায় ওর সমানই মনে হচ্ছে। কিন্তু তার কাছে গিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। জেসের চেয়ে বেশ খাটো সে।

BanglaBook.org

"আমার নাম লেসলি বার্ক।"

নাম শুনেও বোঝা যাচ্ছে না যে ছেলে নাকি মেয়ে। ঝামেলা! তবুও ওর এখনও মনে হচ্ছে যে মেয়েই হবে।

"কোন সমস্যা?"

"কি?"

"বললাম, কোন সমস্যা?"

"হ্যাঁ...মানে, না," নিজেদের বাসার দিকে এক আঙুল দিয়ে দেখাল জেস, এরপর চোখের ওপর থেকে চুল সরিয়ে বলল, "আমি জেস অ্যারন্স।" মেরি বেল খুশি হবে না, মেয়েটা ওর চেয়ে অনেক বড়, জেসের সমান। "পরে কথা হবে," বলে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিল জেস। আজ আর দৌড়ে কাজ নেই। এর চেয়ে বরং সকাল সকাল দুধ দোয়ানোর কাজটা সেরে ফেলাই ভালো হবে।

"অ্যাই!" কোমরে হাত দিয়ে মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে লেসলি, "কোথায় যাচ্ছ?"

"কাজ আছে আমার," ঘাড় ঘুরিয়ে বলল জেস। বালতি আর টুলটা নিয়ে বের হয়ে এসে দেখল চলে গেছে মেয়েটা।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

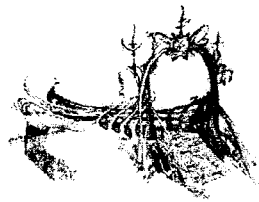

তিন
পঞ্চম শ্রেণীর দ্রুততম বালক (না বালিকা?)

এরপর বেশ কয়েকবার লেসলিকে দূর থেকে দেখলেও তার সাথে কোন কথা হয়নি জেসের। পরের মঙ্গলবার স্কুলের প্রথমদিনে মিস্টার টার্নার মেয়েটাকে লার্ক ক্রিক এলিমেন্টারির পঞ্চম শ্রেণীতে নিয়ে এলেন সবার সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য। এই বছর জেসদের ক্লাস টিচার হচ্ছেন মিস মেয়ার। তিনি এগিয়ে গেলেন তাদের স্বাগত জানাতে।

লেসলি গায়ে এখনও সেদিনের পোশাক। নীল রঙের জামা আর জিন্সের হাফ প্যান্ট, পায়ে মোজা ছাড়া স্নিকার্স। তাকে দেখেই একটা গুঞ্জন উঠল ক্লাসের সবার মধ্যে। উপস্থিত সবার পরনে তাদের সবচেয়ে সেরা পোশাক, রবিবার যেটা পরে চার্চে যায় তারা। এমনকি জেস নিজেও একটা ইস্ত্রি করা শার্ট আর কডের প্যান্ট পরে আছে।

অবশ্য কোনরকম প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না লেসলির চেহারায়। নির্মোহ ভঙ্গিতে সামনে দাঁড়িয়ে সবাইকে নিজের পরিচয় দিল সে। এতে মুখ আরও হা হয়ে গেল সবার। মিস মেয়ার চিন্তায় পড়ে গেলেন তাকে কোথায় বসতে দেবেন সেটা নিয়ে। রুমটা এমনিতেও অনেক ছোট। কোনমতে ত্রিশটা ডেস্ক গাদাগাদি করে ঢোকানো হয়েছে। ছয় সারিতে পাঁচটা করে ডেস্ক।

BanglaBook.org

"একত্রিশ জন!" নিজেকেই যেন শোনাচ্ছেন মিস মেয়ার, "একত্রিশ! অন্য কোন ক্লাসে এতজন ছাত্রছাত্রী নেই, আমারই যত ঝামেলা!" অবশেষে একদম সামনে দেওয়ালের সাথে একটা ডেস্ক বসানোর সিদ্ধান্ত নিলেন। "আপাতত ওখানেই বস, লেসলি। পরে অন্য কোন ব্যবস্থা করা যাবে। এই ক্লাসে এমনিতেও ছাত্র ছাত্রী অনেক বেশি," এটুকু বলে সরু চোখ করে মিস্টার টার্নারের দিকে তাকালেন তিনি।

কিছুক্ষণ পরে সপ্তম শ্রেণীর একজন ছাত্র এসে বাড়তি ডেস্কটা বসিয়ে দিয়ে গেল দেওয়াল ঘেঁষে। সে চলে গেলে ওটার কাছে গিয়ে সিটটা দেওয়াল থেকে কিছুটা দূরে সরিয়ে নিয়ে জানালার পাশে বসে পড়ল লেসলি। এরপর ক্লাসের সবার দিকে তাকাল সেখান থেকে।

ত্রিশ জোড়া চোখ সাথে সাথে অন্যদিকে ফিরিয়ে নিল দৃষ্টি।" জেস মাথা নিচু করে নিজের ডেস্কের দিকে তাকাল। সেখানে লেখা- স্যালি+বিলি। নিশ্চয়ই আগের ক্লাসের কোন মেয়ের কাজ। সপ্তম শ্রেণীর বিলি রাডকে অনেক মেয়েই পছন্দ করে, সেটা জানা আছে জেসের।

"জেস অ্যারন্স, ববি গ্রেগস। তোমরা দু'জন সামনের টেবিল থেকে অংক বইগুলো নিয়ে সবার মাঝে বিলিয়ে দাও," মৃদু হেসে বললেন মিস মেয়ার। ওপরের ক্লাসগুলোতে এই কথা প্রচলিত আছে যে কেবল মাত্র স্কুলের প্রথম এবং শেষ দিনেই হাসতে দেখা যায় মিস মেয়ারকে।

উঠে সামনে চলে গেল জেস। লেসলির ডেস্কের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ওকে দেখে হেসে আস্তে করে হাত নাড়ল মেয়েটা। জবাবে কেবল মাথা ঝাঁকাল জেস। বেচারির জন্য খারাপই লাগল ওর। এরকম অদ্ভুত পোশাক পরে কে এত সামনে বসতে চাইবে? কাউকে তো চেনেও না মেয়েটা।

মিস মেয়ারের কথা মত সবার ডেস্কে বই পৌঁছে দিল ও। গ্যারি ফালকার ওর হাত ধরে জিজ্ঞেস করল, "আজকে দৌড়াবে?" মাথা নেড়ে সায় জানাল জেস। বাঁকা একটা হাসি ফুটল গ্যারির মুখে। *ওর ধারণা হারাতে পারবে আমাকে, গাধা কোথাকার!* মনে মনে বলল ও। যদি গ্যারি

BanglaBook.org

এটা ধারণা করে থাকে এখনও আগের মতনই দৌড়ায় জেস, তাহলে বড় ভুল করবে। ওয়েন পেটিসের অনুপস্থিতিতে তার জায়গা দখলের চেষ্টা করবে গ্যারি, কিন্তু আজকে দুপুরে অন্য সবার মতন তার চোয়ালও ঝুলে যাবে জেসের দৌড় দেখে। আর তর সইছে না ওর।

এরপর ক্লাসের বেশ কিছুটা সময় ব্যয় হল কীভাবে স্কুল থেকে দেওয়া বইগুলোর যত্ন নিতে হবে সেটার ব্যাপারে মিস মেয়ারের লেকচার শুনে। কয়েক জায়গায় সইও করতে হল ওদের। আসলে প্রথম দিনে তেমন পড়ানোর ইচ্ছে নেই তার, তাই এসব কাজে সময় নষ্ট করছেন। বই বিতরণের ফাঁকে ফাঁকে যে সময়টুকু পেল ওটুকু নোটপ্যাডে ছবি একে কাটাল জেস। ওর ইচ্ছা একটা কমিক চরিত্র বানাবে। এরপর গোটা একটা নোটবুক জুড়ে সেই চরিত্রের বিভিন্ন কাহিনীর ছবি আঁকবে। আর চরিত্রটা অবশ্যই কোন প্রাণীর আদলে হবে। তবে সেটার জন্য প্রথমেই একটা

BanglaBook.org

ভালো নাম দরকার তার। *জলের রাজা জলহস্তি?* নাকি *কুমড়াখেকো কুমীর?* দু'টো নামই পছন্দ হল ওর।

"কি আঁকছ?" পেছনের ডেস্ক থেকে সামনে ঝুঁকে জিজ্ঞেস করল গ্যারি।

এক হাত দিয়ে নোটপ্যাডটা ঢেকে ফেলল জেস। "কিছু না।"

"আরে দেখাও না!"

মাথা ঝাঁকাল জেস।

জোর করে জেসের হাত সরানোর চেষ্টা করল গ্যারি। "কুমড়াখেকো... ধুর, জেস," ফিসফিস করে বলল সে, "কি হবে আমি দেখলে?" এবার আগের চেয়ে জোরে জেসের হাত ধরে টান দিল সে।

সর্বশক্তিতে দুই হাত ডেস্কের ওপর নামিয়ে আনল জেস। এক পা দিয়ে পাড়া দিল গ্যারির পায়ে।

"আহ!"

"এই কি করছ তোমরা?" মিস মেয়ারের মুখ থেকে হাসি মুছে গেছে।

"আমার পায়ে পাড়া দিয়েছে ও।"

"সিটে বস, গ্যারি।"

"কিন্তু, ও-"

"বসতে বললাম না!"

টিচারের কথামতো মুখ ভার করে জায়গামত বসে পড়ল গ্যারি।

"জেস অ্যারন্স। আর একবার যদি কোন আওয়াজ পাই তাহলে পুরো টিফিন পিরিয়ড এখানে বসে কাটাতে হবে তোমাকে। ডিকশনারি দেখে দেখে একশ শব্দ লেখতে হবে খাতায়।"

লজ্জায় লাল হয়ে উঠল জেসের চেহারা। নোটপ্যাডের কাগজটা ডেস্কের নিচে নামিয়ে রাখল সে, এরপর মাথা নিচু করে বসে থাকল। পুরো একটা বছর সহ্য করতে এসব। এখনই বিরক্ত লাগছে, তাহলে সামনের আট বছর কীভাবে কাটবে ভাবতেই শিউরে উঠল মনে মনে। পারবে তো সবকিছু সহ্য করতে?

*

BanglaBook.org

লার্ক ক্রিক এলিমেন্টারি স্কুলের শিক্ষার্থীরা তাদের টিফিন ক্লাসরুমে বসেই সেরে নেয়। সরকার থেকে গত বিশ বছর ধরে একটা ক্যাফেটেরিয়া করে দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে আসা হলেও এখনও আলোর মুখ দেখেনি সেটা। দ্রুত মাঠে যাওয়ার জন্য টিফিন হিসেবে নিয়ে আসা স্যান্ডউইচটা মুখে নিয়ে পাগলের মত চিবোচ্ছে জেস। চারিদিকে সবাই হই হুল্লোড়ে মত্ত। খাবারের সময়ের কথা বলা অবশ্য নিষেধ, কিন্তু স্কুলের প্রথম দিন হওয়াতে মিস মেয়ার কাউকে কিছু বলছেন না।

"ক্ল্যাবার (দুধ থেকে বানানো দই সদৃশ এক ধরণের টক খাবার) খাচ্ছে নতুন মেয়েটা," জেসের দুই সিট সামনে থেকে বলল ম্যারি লু। ক্লাসের সবচেয়ে দুষ্টুদের তালিকায় ওপরের দিকে থাকবে তার নাম।

"ক্ল্যাবার না দই, বোকা। টিভি দেখ নাকি তুমি?" এই কথাটা বলল ওয়েন্ডা মুর, জেসের ঠিক সামনের সিটেই বসে সে।

"ইয়াক!"

ঈশ্বর! এরা কাউকে শান্তিমত খাবারটাও খেতে দেবে না। লেসলি বার্কের যা ইচ্ছা সেটা খাবে সে, এতে এদের কি সমস্যা?

কিছুক্ষণের জন্য জেস ভুলে গেল যে যতটা সম্ভব নীরবে খাওয়ার চেষ্টা করছিল সে, শব্দ করে চুমুক দিল দুধের বোতলে।

ওয়েন্ডা মুর ঘুরে তাকাল তার দিকে। "জেসন অ্যারন্স, এরকম চাষার মত শব্দ করে দুধ খাচ্ছ কেন?"

তার দিকে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আবার শব্দ করে দুধে চুমুক দিল জেস।

"খ্যাত কোথাকার!"

এসময় মাঠে যাবার ঘন্টা বেজে উঠল। সাথে সাথে ছেলেরা দৌড় দিল দরজার দিকে।

"থামো সবাই!" গর্জে উঠলেন মিস মেয়ার। "ছেলেরা যে যার সিটে বস। আগে সব মেয়েরা যাবে মাঠে, এরপর ছেলেরা।"

ঈশ্বর!

BanglaBook.org

অনিচ্ছাসত্ত্বেও নিজেদের সিটে এসে বসল সবাই। চেহারায় সংশয় সবার, আসলেও তাদের মাঠে যেতে দেবেন তো তিনি?

ধীরে ধীরে মেয়েরা বের হয়ে গেল ক্লাস থেকে। "ঠিক আছে, এবার চাইলে তোমরা যেতে..." তিনি বাক্যটা শেষ করার আগেই দৌড়ে প্রায় মাঝমাঠে পৌঁছে গেল সবাই।

যে দু'জন প্রথমে বের হয়েছে তারা পায়ের আঙুল দিয়ে বালির মধ্যে একটা ফিনিশিং লাইন আঁকার চেষ্টা করল। জুন জুলাইয়ের টানা বর্ষণে একদম কাঁদা কাঁদা হয়ে গেছে মাঠটা, কিন্তু পরের কয়েকদিন টানা রোদ পড়ায় এখন শক্ত হয়ে গেছে মাটি। তাই আঙুল দিয়ে কাজ হবে না বুঝে একটা লাঠি খুঁজে নিয়ে সেটা দিয়ে লাইন টেনে দিল তারা। পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্ররা ছোটদের এটা সেটা নির্দেশ দিচ্ছে, এর আগে যে নির্দেশগুলো পালন করতে হত তাদের নিজেদের। আজকে থেকে আগামী এক বছর তারাই নিয়ন্ত্রণ করবে সব কিছু।

"তোমাদের মধ্যে কতজন দৌড়াবে আজকে?" জিজ্ঞেস করল গ্যারি।

"আমি- আমি- আমি!" সবাই বলে উঠল একসাথে।

"এতজন একসাথে তো সম্ভব না। প্রথম, দ্বিতীয় আর তৃতীয় শ্রেণীর কেউ দৌড়াতে পারবে না আজকে, বুচার আর টিমি ভন বাদে। অন্যরা পাশে থেকে দেখবে।"

মন খারাপ হয়ে গেল ছোটদের, কিন্তু সবাই মেনে নিল গ্যারির কথা।

"ঠিক আছে। ছাব্বিশ জন হচ্ছে তাহলে, নাকি সাতাশ? গ্রেগ, তুই গুণে দেখ তো।" গ্রেগ হচ্ছে গ্যারির সবচেয়ে কাছে বন্ধু। অবশ্য বন্ধু না বলে শিষ্য বললেও ভুল হবে না।

"আটাশ জন।"

"বেশ। প্রতি রাউন্ড থেকে একজন বিজয়ী নির্ধারণ করা হবে। শেষ রাউন্ডে সব বিজয়ীরা একসাথে দৌড়াবে। এভাবে-"

BanglaBook.org

"জানি, জানি," গ্যারি বাদে সবাই অধৈর্য হয়ে উঠছে। সে চেষ্টা করছে ওয়েন পেটিসের মত আচরণ করতে। এভাবেই দৌড় শুরুর আগে নিয়ম কানুন ঘোষণা করত ওয়েন।

জেস দৌড়াবে চার নম্বর দলের সাথে। ভালোই হল, সবাইকে চমকে দেওয়ার আগে দেখে নিতে পারবে অন্যদের কি অবস্থা। গ্যারি প্রথম দলে দৌড়াবে, সেটা জানাই ছিল, সবকিছুতেই নিজেকে প্রথমে দেখতে পছন্দ করে বদটা। মাঠের পেছনে পকেটে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আনমনে হাসতে লাগল জেস।

প্রথম দৌড়টা সহজেই জিতে গেল গ্যারি। এরপর দ্বিতীয় দৌড়ের জন্য সবাইকে নির্দেশ দিতে লাগল জোরে জোরে। ছোট ক্লাসের কয়েকটা ছেলে মাঠের মাঝখানে চলে গেল চোর পুলিশ খেলতে। এসময় জেস খেয়াল করল মেয়েদের খেলার জায়গার দিক থেকে কেউ আসছে এদিকে। সেদিকে না তাকিয়ে মনোযোগ দিয়ে গ্যারির নির্দেশ শোনার ভান করতে লাগল সে।

"হ্যালো!" সেদিনের মতই ওর কাছে এসে বলল লেসলি বার্ক।

একটু দূরে সরে গেল জেস, বলল, "হুম।"

"দৌড়াবে না তুমি?"

"পরে," যদি মেয়েটার দিকে না তাকায় ও, তাহলে হয়ত চলে যাবে সে।

আর্ল ওয়াটসনকে দৌড় শুরু হবার নির্দেশ দিতে বলল গ্যারি। চুপচাপ দেখতে লাগল জেস। এবার যারা দৌড়াল তাদের সবার গতিই মাঝারি মানের। যে পথটা দিয়ে দৌড়াতে হবে সেদিকে মনোযোগ দিল ও এবার। মনে মনে গেঁথে নিল কোন জায়গাগুলো এড়িয়ে যেতে হবে।

দৌড় শেষে মারামারি লেগে গেল জিমি মিচেল আর ক্লাইড ডিলের মধ্যে। সবাই দৌড়ে গেল সেই মারামারি উপভোগ করতে। জেস খেয়াল করল লেসলি বার্ক এখনও ওর পাশে পাশেই হাঁটছে। কিন্তু ভুলেও তার দিকে তাকাল না সে।

BanglaBook.org

"ক্লাইড," ঘোষণার স্বরে বলল গ্যারি। "ক্লাইড জিতেছে।"

"দু'জন একসাথে ফিনিশিং লাইন পার করেছে," চতুর্থ শ্রেণীর একজন বলল, "আমি এখানে দাঁড়িয়ে দেখেছি স্পষ্ট।"

"ক্লাইড ডিল।"

"আমি জিতেছি, গ্যারি। অত পেছন থেকে তোমার দেখার কথা না," চোখ মুখ শক্ত করে বলল জিমি মিচেল।

"বললাম তো ক্লাইড জিতেছে," তার কথা আমলেই নিল না গ্যারি। "আর সময় নষ্ট করার মানে হয় না। তৃতীয় দৌড়ের দলে যারা ছিলে সবাই জায়গামত চলে যাও, এখনই।"

"এটা ঠিক না," প্রতিবাদের স্বরে বলল জিমি।

ঘুরে দৌড় শুরুর জায়গার উদ্দেশ্যে হাঁটা দিল গ্যারি।

"ওদের দু'জনকেই শেষ রাউন্ডে দৌড়াতে দিলে কি এমন ক্ষতি হবে?" বলল জেস।

হাঁটা থামিয়ে ওর দিকে আর লেসলির দিকে ঘুরে তাকাল গ্যারি।"কিছুক্ষণ পরে বলবে," ব্যঙ্গাত্মক স্বরে বলল সে, "একটা মেয়েকেও আমাদের সাথে দৌড়াতে দেওয়া উচিত।"

লাল হয়ে গেল জেসের চেহারা। "বলব," সমান তালে জবাব দিল সে। "কি এমন সমস্যা?" এটুকু বলে ইচ্ছে করে লেসলির দিকে তাকাল সে, "দৌড়াতে চাও?" জিজ্ঞেস করল।

"অবশ্যই," হেসে বলল মেয়েটা। "কেন না?"

"একটা মেয়ের সাথে পাল্লা দিতে তোমার ভয় করবে না তো, গ্যারি?"

কিছুক্ষণের জন্য জেসের মনে হল এই বুঝি গ্যারি তেড়ে আসবে তার দিকে। আসলে মারামারি পছন্দ করে না ও। কিন্তু তেমনটা না করে ঘুরে আবার তৃতীয় রাউন্ডের দৌড়ের জন্য সবাইকে আদেশ দেওয়া শুরু কলো গ্যারি।

"চার নম্বর রাউন্ডে অন্যদের সাথে দৌড়াতে পার তুমি, লেসলি," ইচ্ছে করে জোরে জোরে বলল জেস, যাতে সবাই শুনতে পায়। এবারও কোন

BanglaBook.org

প্রতিক্রিয়া দেখাল না গ্যারি। কর্তৃত্ব ফলানোর জন্য শুধু ষাঁড়ের মত চেঁচালেই কাজ হয় না, ঘটে বুদ্ধিও থাকা চাই।

খুব সহজেই অন্যদের পিছে ফেলে ববি মিলার জিতে গেল তৃতীয় রাউন্ড। চতুর্থ শ্রেণীর আর সবার চাইতে জোরে দৌড়ায় ছেলেটা, প্রায় গ্যারির মতনই দ্রুত। *কিন্তু আমার ধারে কাছেও না-* মনে মনে ভাবল জেস। ভেতরে ভেতরে বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠেছে সে এখন। চতুর্থ রাউন্ডে যারা দৌড়াবে তাদের মধ্যে সেরকম ভালো কাউকে চোখে পড়ছে না। গ্যারিকে কিঞ্চিৎ চমকে দেওয়া যাবে আগেভাগেই।

দৌড় শুরুর নির্ধারিত স্থানে গিয়ে দাঁড়াল সে। লেসলি দাঁড়িয়েছে ওর ডান পাশে। ইচ্ছে করে একটু বামে সরে গেল ও, কিন্তু ব্যাপারটা খেয়াল করল না মেয়েটা।

আর্ল শব্দ করার সাথে সাথে তীরবেগে দৌড়াতে শুরু করল জেস। ব্যাপারটা উপভোগ করছে ও। গ্যারি ফালকার যে ওর দৌড়ের উন্নতি দেখে অবাক হচ্ছে সেটা বুঝতে কোন সমস্যা হল না। আশেপাশের সবাই হই হই করছে, আগের চেয়ে বেশি। বোধহয় সবাই ওর দৌড় খেয়াল করছে। একবার ভাবল পেছনে ঘুরে দেখবে অন্যদের কি অবস্থা, কিন্তু কষ্ট করে সামলালো নিজেকে। একটু অহংকারী দেখাবে ব্যাপারটা। সামনের ফিনিশিং লাইনের দিকে মনোযোগ দিল ও। "মিস রেসি, এখন যদি দেখতে পারতে আমাকে!"

তবে খুব বেশীক্ষণ এই রেশ থাকল না। অনুভব করল, কেউ একজন ওর প্রায় পাশাপাশি দৌড়াচ্ছে এখন। গতি বাড়িয়ে দিল, শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে, তবুও। কিন্তু কাজ হল না, ওকে ছাড়িয়ে সামনে এগিয়ে গেল..... মেয়েটা। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না জেস। কিন্তু এই নীল জামা আর জিন্সের হাফপ্যান্ট পরা একজনকেই চেনে ও। লেসলি বার্ক। ওর প্রায় তিন সেকেন্ড আগে ফিনিশিং লাইনে পৌঁছে গেল মেয়েটা।

মুখে আন্তরিক একটা হাসি নিয়ে ওর দিকে তাকাল লেসলি। কিন্তু কিছু না বলে মাথা নিচু করে ঘুরে হাঁটা শুরু করল জেস। কি হল এটা? আজকে

BanglaBook.org

সবার দেখার কথা ছিল যে চতুর্থ আর পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের মধ্যে সবচেয়ে জোরে দৌড়ায় ও, কিন্তু প্রাথমিক রাউন্ডটাও জিততে পারল না? মাঠের দু'পাশে পিন পতন নীরবতা। অন্য সবাই হতবাক হয়ে গেছে ওর মতনই। কিছুক্ষণের মধ্যেই শুরু হয়ে যাবে কথার হুল ফোটানো।

"ঠিক আছে তাহলে," গ্যারি আবার পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণ নেয়ার চেষ্টা করল, "যারা যারা জিতেছ সবাই এখানে এসো, সময় বেশি বাকি নেই," এটুকু বলে লেসলির কাছে আসল সে, "অনেক হয়েছে, এবার হপস্কচ খেলায় ফিরে যাও।"

"কিন্তু আমি তো জিতেছি," বলল লেসলি।

গোঁয়ারের মত মাথা নাড়ল গ্যারি, "মেয়েদের মাঠের এদিকটায় আসা নিষেধ। কোন টিচার দেখে ফেলার আগেই চলে যাও।"

"আমি দৌড়াতে চাই," শান্তস্বরে বলল মেয়েটা।

"দৌড়িয়েছ তো একবার।"

"কি হল, গ্যারি?" এতক্ষণে ভেতরে জমা হওয়া আক্ষেপ ঝেরে ফেলার একটা পথ দেখতে পেল জেস, "ভয় লাগছে? একটা মেয়ের কাছে হেরে যাবার ভয়?"

মুঠো হয়ে গেল গ্যারির হাত। কিন্তু কিছু ঘটার আগেই সেখান থেকে সরে আসল জেস। জানে, এবার লেসলিকে দৌড়াতে দিতেই হবে তাকে। হলও তাই।

গ্যারিকে খুব সহজেই হারিয়ে দিল লেসলি। জেতার পর উজ্জ্বল চোখে সবার দিকে তাকাল সে। অন্য সবাই চোখ নিচু করে রেখেছে পরাজয়ের গ্লানিতে। দেখার মত হয়েছে একেকজনের চেহারা। বেল পড়ল এই সময়। পকেটে হাত ঢুকিয়ে ক্লাসের উদ্দেশ্যে হাঁটা শুরু করল জেস। ওর পেছন পেছন আসতে লাগল লেসলি। হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিল ও, আজকের মত যথেষ্ঠ বিপদে ফেলেছে মেয়েটা ওকে। কিন্তু পিছু ছোটাতে পারল না লেসলির।

"ধন্যবাদ," বলল সে।

BanglaBook.org

"কেন?" অবাক স্বরে জিজ্ঞেস করল ও।

"তুমি বাদে গোটা স্কুলে আর একজনও স্বাভাবিক মানুষের মত আচরণ করেনি আমার সাথে," কেন যেন জেসের মনে হল যে কাঁপছে লেসলির গলা, কিন্তু এই মেয়েটার জন্য এখন খারাপ লাগলে চলবে না, তার জন্য ওকেও অপমানিত হতে হয়েছে অন্যদের সামনে।

"হুম," শুধু এটুকুই বলল সে।

বিকেলে বাসে করে বাড়ি ফেরার সময় এমন একটা কাজ করল জেস, যেটা আগে কখনও করেনি। মেরি বেলের পাশে বসল ইচ্ছা করে, যাতে লেসলি না বসতে পারে ওর পাশে। কখন কি করে বসে মেয়েটা কে জানে। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকল, কিন্তু কিছুক্ষণ পর চোখের কোণ দিয়ে খেয়াল করল ওদের ঠিক পাশের সারিতেই বসেছে লেসলি।

একবার "জেস" বলে ক্ষীণস্বরে ডাকও দিল, কিন্তু বাসের ভেতরে হই হুল্লোড়ের আওয়াজ বেশি হওয়াতে জেস ভান করল শুনতে পায়নি সে ডাক। বাসার সামনে পৌঁছানর সাথে সাথে মেরি বেলের হাত ধরে গটগট করে বাস থেকে নেমে গেল। টের পেল যে লেসলি ঠিক ওদের পেছনেই আছে। কিন্তু ওর সাথে আর কথা বলার চেষ্টা করল না মেয়েটা। দৌড় দিল পার্কিন্সদের বাড়িটার দিকে। এবার আর না তাকিয়ে পারল না জেস। লেসলির দৌড়ানোর ভঙ্গি দেখেই বোঝা যাচ্ছে এটা অনেকদিনের অভ্যাস তার। বনের মধ্যে বুনো হরিণ দৌড়ালে যেরকম লাগে, অনেকটা সেরকম দেখাচ্ছে দৃশ্যটা। 'অপূর্ব' কথাটা মনের এক কোণে উঁকি দিলেও জোর করে সেটা দূরে সরিয়ে দিল জেস। ঘুরে হাঁটতে শুরু করল বাসার দিকে।

BanglaBook.org

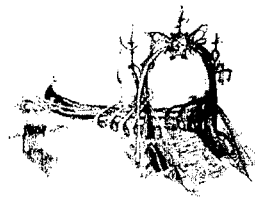

চার
টেরাবিথিয়া

মঙ্গলবার থেকে ক্লাস শুরু হওয়ায় খুব দ্রুতই শেষ হয়ে গেল সপ্তাহটা। এক দিক দিয়ে ব্যাপারটা ভালোই হয়েছে, কারণ প্রতিটা দিন এর আগেরটার চেয়ে খারাপ যাচ্ছিল। লেসলি প্রতিদিনই ছেলেদের সাথে দৌড়ের পাল্লা দিয়েছে এবং প্রতিবারই সবাইকে হারিয়েছে। শুক্রবার নাগাদ চতুর্থ আর পঞ্চম শ্রেণীর বেশীরভাগ ছেলেই বুঝে গেল যে লেসলিকে থামানো সম্ভব না দৌড়ে, তাই অন্য কিছু খেলল তারা। সেদিন শুধু এক রাউন্ড দৌড় হল। কে জিতবে সেই উত্তেজনা না থাকায় পুরো খেলার মজা নষ্ট হয়ে গেছে। আর এসবের জন্য দায়ি একজনই। লেসলি।

জেস এটা আরও আগেই বুঝে গেছে যে চতুর্থ আর পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের মধ্যে সবচেয়ে দ্রুততম দৌড়বিদ হবার ওর স্বপ্নটা পূরণ হচ্ছে না। শুধু একটাই স্বান্তনা, গ্যারি ফার্লিকারও ওর মতনই অসহায়। শুক্রবারের পর সবাই নিশ্চিত হয়ে গেল যে ভবিষ্যতে আর দৌড় প্রতিযোগিতা হবার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

শুক্রবারে যদি মিস এডমান্ডসের ক্লাসটা না থাকত তাহলে হয়ত স্কুলে যাবার আগ্রহটা চিরকালের মত হারিয়েই ফেলত জেস। পঞ্চম শ্রেণীর গানের ক্লাসটা টিফিনের পরপরই। অবশ্য এর আগের দিন হলরুমে তার

BanglaBook.org

সাথে একবার কথা হয়েছে ওর। "ছুটিতে ছবি এঁকেছ তো?" ওকে থামিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন তিনি।

"জ্বি, ম্যাম।"

"আমি কি দেখতে পারি ছবিগুলো? নাকি কাউকে দেখাবে না?"

"অবশ্যই দেখাব ম্যাম," লাল হয়ে যাওয়া চেহারা থেকে চুল সরিয়ে বলল জেস।

জবাবে চমৎকার একটা হাসি দিলেন মিসেস এডমান্ডস। আলতো করে একবার হাত বুলিয়ে দিলেন ওর চুলে, হৃৎস্পন্দন বেড়ে গেল জেসের, রীতিমত ঘামছে। "বেশ, তাহলে কাল দেখা হচ্ছে," বললেন তিনি।

হেসে মাথা নেড়ে সায় জানাল জেস। গোটা সপ্তাহের এটাই সবচেয়ে আনন্দের মুহূর্ত ওর জন্য।

*

টিচার্স রুমের কার্পেটের ওপর বসে এই মুহূর্তে ঠিক কালকের অনুভূতিটাই হচ্ছে ওর। মাথায় ঘুরছে মিস এডমান্ডসের কণ্ঠস্বর। তার সাধারণ কথাবার্তা শুনতেও খুব ভালো লাগে, পেটের ভেতর শুরু হয়ে যায় প্রজাপতির নাচন।

কিছুক্ষণ নিজের গিটারটা নিয়ে টুংটাং করলেন মিস এডমান্ডস। তারগুলো টিউন করতে করতে কথা বললেন ছাত্রছাত্রীদের সাথে। তার হাতের ব্রেসলেটগুলো একটা আরেকটার সাথে বাড়ি খেয়ে শব্দ করছে- এই ব্যাপারটাও ভালো লাগে জেসের। পোশাকের মতনই জিন্সের প্যান্ট পড়ে এসেছেন তিনি। পা ভাঁজ করে তার বসার ভঙ্গিটা দেখলে মনে হবে এভাবেই বসা উচিত সব শিক্ষকের, কোনরকম জড়তা নেই। কয়েকজনকে জিজ্ঞেস করলেন গ্রীষ্মের ছুটিতে কি করেছে তারা। দায়সারা ভাবে সেই প্রশ্নের উত্তর দিল সবাই। জেসের সাথে সরাসরি কোন কথা না বললেও কয়েকবার চোখাচোখি হল তাদের। তার নীল চোখ জোড়ায় খেলা করছে সরলতা।

BanglaBook.org

লেসলিকে নতুন দেখে তার পরিচয় জিজ্ঞেস করলেন তিনি। কিন্তু সে কিছু বলার আগেই অন্য একজন মেয়ে যেচে পড়ে তার ব্যাপারে সব জানাল মিস এডমান্ডসকে। শুনে মিষ্টি একটা হাসি দিলেন তিনি লেসলির দিকে তাকিয়ে। লেসলিও পাল্টা হাসি দিল। মঙ্গলবারের পর এই প্রথম তাকে হাসতে দেখল জেস। "কিরকম গান তোমার ভালো লাগে, লেসলি?"

"যে কোন গান।"

আরো কিছুক্ষণ টুকটাক কথা বলে গান শুরু করলেন মিস এডমান্ডস। একদম শান্তস্বরে গাইছেন গানটা-

লিখছি আমার আর তোমার গল্প,
বুনছি তোমার আর আমার ছন্দ...

উপস্থিত সবাই ধীরে ধীরে গলা মেলাল। প্রথমে ধীর লয়ে, এরপর চড়তে শুরু করল সুর। *'তোমার আর আমার গন্তব্যে'* বলে শেষ হল গানটা। এতক্ষণে পুরো স্কুলের সবাই শুনতে পাচ্ছে গান। এসময় লেসলির সাথে একবার চোখাচোখি হলে জেসের। হেসে হাত নাড়ল ও। এটা কি হল? অবশ্য একবার হাত নাড়লে নিশ্চয়ই মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না। তাছাড়া অন্যরা কি ভাববে সেটা নিয়ে না চিন্তা করলেও চলবে। মাঝে মাঝে এখানকার অন্য সবার মতনই মানসিক সংকীর্ণতার পরিচয় দেয় ও নিজে, ভেবে লজ্জাই লাগল জেসের। এই টিচার্স রুমে আজ থেকে ওর জীবনের নতুন একটা অধ্যায়ের, নতুন একটা বন্ধুত্বের শুরু হতে যাচ্ছে হয়ত, পিছু হটা চলবে না।

লেসলির প্রতি ওর দৃষ্টিভঙ্গির বদলটা ব্যাখ্যা করতে হল না জেসকে। মেয়েটা নিজে থেকেই বুঝতে পারল। সেদিন বিকেলে বাসে ওর পাশে বসল লেসলি। ইচ্ছা করে কাছে চেপে আসল যাতে মেরি বেলও বসতে পারে ওদের সাথে। তারা আগে যেখানে থাকত সেখানকার ব্যাপারে গল্প করল পথে। আর্লিংটন শহরের বড় একটা স্কুলে পড়ত লেসলি। অনেক বড়

BanglaBook.org

একটা সঙ্গীতের ক্লাসরুম ছিল সেখানে, কিন্তু মিস এডমান্ডসের মত ভালো কোন সঙ্গীত টিচার ছিল না।

"তোমাদের ওখানে জিমনেশিয়াম ছিল?"

"হ্যাঁ। আমি তো ভেবেছিলাম সব স্কুলেই বুঝি থাকে একটা করে," দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল লেসলি। "জিমন্যাস্টিকসে খুব ভালো ছিলাম আমি।"

"এখানকার স্কুলটা নিশ্চয়ই খুবই বিরক্তিকর লাগে তোমার?"

"সত্যি কথা বলতে, হ্যাঁ।"

এরপর কিছুক্ষণ চুপ থাকল লেসলি। হয়ত আগের স্কুলের কথা ভাবছে। সেখানকার বড় বড় ক্লাসরুম আর ফেলে আসা বন্ধুদের স্মৃতিচারণ করছে।

"সেখানে অনেক বন্ধুও ছিল তোমার, তাই না?"

"হ্যাঁ।"

"তাহলে এরকম একটা জায়গায় এসেছ কেন তোমরা?"

"জীবনটাকে অন্যভাবে দেখতে চায় বাবা আর মা।"

"কি?" কথাটার আগামাথা কিছুই বুঝল না জেস।

"ওখানে আমাদের কোন কিছুর অভাব ছিল না। কিন্তু হঠাৎই বাবা আর মার মনে হয় যে বেশি আরামে কাটছে তাদের জীবন, সফলতায় গা ভাসিয়ে দিয়েছে। তাই এখানকার খামারটা কিনে নিয়ে চাষাবাদ চালানোর সিদ্ধান্ত নেয় তারা। হয়ত এভাবে জীবনকে নতুন আলোয় আবিষ্কার করা সম্ভব হবে। জীবনে কি কি জিনিস গুরুত্বপূর্ণ, সেটারও একটা ধারণা পাওয়া যাবে।"

হা করে তার দিকে তাকিয়ে আছে জেস। নিজেও বুঝতে পারছে যে এভাবে হা করে থাকাটা শোভন দেখাচ্ছে না, তবুও। এরকম অদ্ভুত কোন কিছু আগে কখনও শোনেনি ও।

"কিন্তু সেটার মূল্য তো তোমাকে চুকাতে হচ্ছে," অবশেষে বলল সে।

"হ্যাঁ।"

"তাহলে তোমার দিকটা ভাবা উচিত ছিল না তাদের?"

BanglaBook.org

"সেটা নিয়ে কথা হয়েছে আমাদের মাঝে," ধৈর্য সহকারে জবাব দিল লেসলি। "তাছাড়া আমারও আসার ইচ্ছে ছিল," জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বলল সে। "ভবিষ্যতে কখন কি ঘটবে সেটা নিয়ে তো আর আগেভাগে নিশ্চিত করে বলা যায় না কিছু।"

থেমে গেল বাসটা। মেরি বেলের হাত ধরে বাস থেকে নামল লেসলি। তাদের পেছন পেছন হাঁটছে জেস। দু'জন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ, লেসলির মতন বুদ্ধিমতী একটা মেয়েকে নিয়ে শহরের আরাম আয়েশ ছেড়ে কেন এরকম একটা জায়গায় আসবে সেটা কিছুতেই মাথায় ঢুকছে না ওর।

বাসটা চলে গেল শব্দ করতে করতে।

"খামার থেকে খুব বেশি একটা আয় হয় না ইদানীং," বলল জেস। "আমার বাবাকে প্রতিদিন ওয়াশিংটনে যেতে হয় কাজ করতে, নাহলে কিছুতেই পর্যাপ্ত টাকা-"

"টাকা পয়সা কোন সমস্যা না।"

"অবশ্যই এটা একটা সমস্যার কারণ।"

"আমি বলতে চাচ্ছি," একটু দ্বিধান্বিত স্বরে বলল লেসলি, "আমাদের জন্য সেটা কোন সমস্যা না।"

জেসের বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগল কথাটা হজম করতে। আজ পর্যন্ত ও এমন কাউকে দেখেনি যাদের জন্য টাকা পয়সা কোন সমস্যা না। "ওহ," এটুকুই বলল ও। সিদ্ধান্ত নিল এরপরে আর কখনও টাকা পয়সার ব্যাপারে কথা বলবে না।

টাকা পয়সার কোন সমস্যা না থাকলেও লার্ক ক্রিকে লেসলির অন্য অনেক ব্যাপারে সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে, সেগুলো নিয়ে সবাই নিজেদের মধ্যে আলোচনাও করে নিয়মিত। এই যেমন টেলিভিশনের ব্যাপারটা।

ব্যাপারটার শুরু মিস মেয়ারের লেসলির লেখা একটা রচনা সবাইকে পড়ে শোনানোর মাধ্যমে। রচনার বিষয় ছিল 'আমার শখ'। সবাইকে এক পাতা করে নিজেদের শখ সম্পর্কে লিখে আনতে বলেছিলেন মিস মেয়ার।

BanglaBook.org

ফুটবল খেলা নিয়ে লিখেছিল জেস। কারণ ও জানোত, যদি ছবি আঁকা নিয়ে লিখত তাহলে সবাই হাসাহাসি করবে ওকে নিয়ে। ক্লাসের বেশিরভাগ ছেলে লিখেছিল যে টিভিতে ওয়াশিংটন রেডস্কিন্সের খেলা দেখা তাদের সবচেয়ে পছন্দের কাজ। মেয়েরা আবার দুই দলে বিভক্ত, একদল লিখেছে টিভি দেখার কথা। আরেক দল নম্বর বেশি পাবার জন্য 'বই পড়া' আর 'বাগান করা'- এসব বিষয় নিয়ে লেখেছে, জানে যে মিসেস মেয়ার এই ধরণের রচনা পছন্দ করেন। কিন্তু লেসলি বাদে অন্য কারও রচনা ক্লাসে পড়ে শোনাননি তিনি।

"দুটো কারণে এই রচনাটা তোমাদের সবাইকে পড়ে শোনাতে চাই আমি। প্রথমত, খুবই দারুণভাবে লেখা হয়েছে এটা। আর দ্বিতীয়ত, আর সবার চাইতে একদম ব্যতিক্রমী রচনাটা," এটুকু বলে আন্তরিক ভঙ্গিতে লেসলির দিকে তাকিয়ে একবার হাসলেন তিনি, যেমনটা হেসেছিলেন স্কুলের প্রথম দিনে। লেসলি মাথা নিচু করে ডেস্কের দিকে তাকিয়ে আছে। টিচাররা যাদের পছন্দ করে তাদের কেউ ভালো চোখে দেখে না লার্ক ক্রিক এলিমেন্টারিতে। লেসলির শখ হচ্ছে "স্কুবা ডাইভিং, পানির নিচে ঘুরে বেড়ানো।"

মিসেস মেয়ারের পড়ার ভঙ্গিটা কিঞ্চিৎ হাস্যকর হলেও, লেসলির চমৎকার লেখনী উপভোগ করল জেস। ওর মনে হতে লাগল যেন লেসলির সাথে পানির নিচে ঘুরে বেড়াচ্ছে ও নিজে। একটু ভয় ভয়ও হতে লাগল, হঠাৎই যদি হেলমেটটা পানিতে ভরে ওঠে, তখন কি করবে? যদি সময় মত ওপরে উঠতে না পারে? জোর করে ভয়টা দূরে সরিয়ে দিল সে। লেসলি যে স্কুবা ডাইভিঙের ব্যাপারে বানিয়ে লেখেনি সে ব্যাপারে নিশ্চিত ও, কারণ এত কিছু থাকতে কেউ এরকম একটা বিষয় বেছে নেবে না রচনা লেখার জন্য। এর অর্থ কাজটা অনেক বার করেছে লেসলি, ওর মত ভীতু না সে। পানির নিচে ঘুরে বেড়াতে ভয় লাগে না তার। আসলেও একটা কাপুরুষ ও, নাহলে শুধু স্কুবা ডাইভিঙের ব্যাপারে শোনার সাথে সাথে ভয় পেতে যেত না। চার বছরের জয়েস অ্যান ওর চাইতে বেশি সাহসী। ওর

BanglaBook.org

বাবা সবসময় বলে যে পুরুষদের কিছুতে ভয় পেতে নেই। আর এখানে ও কিনা দশ বছর বয়সী একটা মেয়ের লেখা পানির নিচে ঘুরে বেড়ানোর শখের কথা শুনে ভয়ে কাঁপছে। একদম খাঁটি কাপুরুষ।

"আমি নিশ্চিত," পড়া শেষ হলে বললেন মিসেস মেয়ার, "তোমরাও নিশ্চয়ই আমার মতনই অভিভূত লেসলির রচনাটা শুনে।"

অভিভূত তো বটেই, সেই সাথে ভয়ও পেয়েছে জেস।

অন্য সবাই আমতা আমতা করে কিছু বলল মিস মেয়ারের উদ্দেশ্যে। বোঝাই যাচ্ছে যে তারাও অস্বস্তিবোধ করছে।

"নতুন একটা বাড়ির কাজ দিতে চাই আমি," সবাই গুঙিয়ে উঠল এটুকু শুনেই, "তোমাদের অবশ্যই ভালো লাগবে সেটা," আবারও একই প্রতিক্রিয়া। "আজ রাত সাতটা থেকে আটটা পর্যন্ত টিভিতে বিখ্যাত নৌ পর্যটক জ্যাকস কলিন্সকে নিয়ে একটা অনুষ্ঠান দেখাবে। সবাই দেখবে, আর সেটা নিয়ে এক পাতা লিখে আনবে আগামী ক্লাসে।"

"পুরো এক পাতা?"

"হ্যাঁ।"

"বানান দেখা হবে?"

"বানান তো সবসময়ই দেখি আমি, তাইনা গ্যাবি?"

"পাতার দুই দিকেই লিখতে হবে?"

"একদিকে লেখলেই হবে, ওয়েন্ডা। কিন্তু যারা বেশি লেখবে তারা নম্বরও অবশ্যই বেশিই পাবে।"

একটা তৃপ্তির হাসি ফুটল ওয়েন্ডার মুখে। অন্তত দশ পাতার কম লিখবে না সে।

"মিসেস মেয়ার?"

"হ্যাঁ, লেসলি?" এখনও হাসছেন তিনি।

"যদি কেউ অনুষ্ঠানটা না দেখতে পারে?"

"তোমার বাবা মাকে বলবে একটা অ্যাসাইনমেন্টের জন্য টিভি দেখতে হবে," বললেন মিসেস মেয়ার, "তাহলেই রাজি হবেন তারা।"

BanglaBook.org

"যদি-," লেসলির গলার কাঁপুনিটা টের পেল জেস। একবার কেশে গলা পরিষ্কার করে নিল মেয়েটা, "যদি টেলিভিশন না থাকে বাসায়?"

এটা কি ক্লাসে সবার সামনে বলার মত কথা? আমার বাসায় দেখলেই তো পারে? ভাবল জেস। কিন্তু যা হবার তা হয়ে গেছে। অবিশ্বাসের দৃষ্টি নিয়ে লেসলির দিকে তাকিয়ে আছে সবাই।

মিসেস মেয়ারও কিছুক্ষণের জন্য খেই হারিয়ে ফেললেন। "বেশ," বোঝাই যাচ্ছে যে তিনিও চেষ্টা করছেন লেসলিকে এই পরিস্থিতি থেকে বাঁচাতে। "তাহলে তুমি অন্য কোন বিষয়ে এক পাতা লিখে এনো, লেসলি," আবারও হাসার চেষ্টা করলেন তিনি, কিন্তু কাজ হল না। সবাই এতক্ষণে হইচই শুরু করে দিয়েছে। ডাস্টার দিয়ে টেবিলে দুইবার বাড়ি দিলেন তিনি। "চুপ কর সবাই!" মুখের হাসিটা খুব দ্রুত মুছে গেল তার।

অঙ্কের ক্লাস পরীক্ষার প্রশ্ন সবার মাঝে বিলিয়ে দিলেন তিনি। একবার লেসলির দিকে তাকাল জেস। টকটকে লাল হয়ে আছে বেচারির মুখটা, লজ্জা পাচ্ছে সেটা বোঝাই যাচ্ছে।

চোর পুলিশ খেলার সময় জেস খেয়াল করল যে লেসলিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে ওয়েন্ডা সহ ক্লাসের আরও কয়েকটা মেয়ে। তারা কি বলছিল সেটা বুঝতে না পারলেও এটা বুঝতে অসুবিধে হল না যে লেসলিকে কথা শুনতে হচ্ছিল কিছুক্ষন আগের ঘটনার জন্য। এই সময় গ্রেগ উইলিয়ামস এসে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দিল ওকে, বলল, "এবার তুমি পুলিশ," কিন্তু তাকে শরীরের ওপর থেকে সরিয়ে দিল ও। "কাজ আছে আমার," এটুকু বলে চলে এলো ওখান থেকে।

মেয়েদের ওয়াশরুমের বাইরে এসে ঘোরাফেরা করতে লাগল। কিছুক্ষণ পর লেসলি বের হয়ে আসল ভেতর থেকে। কাঁদছিল সেটা চোখ দেখে বোঝা যাচ্ছে।

"লেসলি," নরম স্বরে ডাক দিল ও।

"যাও এখান থেকে!" অন্যদিকে হাঁটা শুরু করে বলল লেসলি। অফিসের দরজার দিকে একবার তাকিয়ে তার পিছু নিল জেস। খেলার সময়টা স্কুলের

BanglaBook.org

হলরুমে ঘুরে বেড়ানো একদম নিষেধ। "কি হয়েছে লেসলি?" জিজ্ঞেস করল সে।

"তুমি ভালমতোই জানো কি হয়েছে, জেস অ্যারন্স।"

"হ্যাঁ, সেটা অবশ্য জানি," চোখের ওপর থেকে চুল সরিয়ে বলল জেস, "কিন্তু তুমি যদি তখন কিছু না বলতে, তাহলেই আর কোন সমস্যা ছিল না। আমাদে বাসায় এসে..."

আবারও ঘুরে হাঁটা শুরু করল লেসলি। জেস তার পাশে যাবার আগেই মেয়েদের ওয়াশরুমে ঢুকে গেল। চুপচাপ বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে এলো ও। যদি মিস্টার টার্নার দেখে ফেলেন যে মেয়েদের বাথরুমের পাশে ঘোরাফেরা করছে ও, তাহলে কপালে খারাবি আছে।

স্কুল শেষে জেসের আগেই বাসে উঠে পড়ল লেসলি। একদম পেছনের সিটে গিয়ে বসল মুখ ভার করে, যেখানে সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রীরা বসে। মাথা নেড়ে তাকে সতর্ক করার চেষ্টা করল জেস, যাতে সামনে এসে ওর সাথে বসে সে, কিন্তু একবারের জন্য ওর দিকে তাকালও না মেয়েটা। এই সময় সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদেও বাসের দিকে আসতে দেখল ও। তাদের দেখলেই ভয় লাগে ওর, কারও স্বভাবই ভালো না। দৌড়ে পিছে গিয়ে লেসলির হাত ধরে টান দিল ও, "সামনে বসতে হবে তোমাকে, লেসলি।"

কিন্তু কথা বলার সময়ই ও বুঝতে পারল যে বড্ড দেরি হয়ে গেছে। জেনিস এভারি নামের বিশালদেহী একটা মেয়ে এসে দাঁড়িয়েছে পেছনে। সপ্তম শ্রেণীর এই মেয়েটার অভ্যাসই হচ্ছে তার চেয়ে ছোট যে কাউকে জ্বালাতন করা। সেই লক্ষ্যে কাজ করে এসেছে সারা জীবন ধরে। "এই ছোকরা, সরো রাস্তা থেকে," ওর উদ্দেশ্যে বলল সে।

জেনিসের দিকে তাকিয়ে বড় করে একটা ঢোঁকও গিলল। তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখল একবার। "চলে আস লেসলি," বলে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল জেস, এরপর জেনিসের একদম চোখে চোখ রেখে গলা যতটা সম্ভব স্বাভাবিক রেখে বলল, "এখানে তোমার আর জেনিসের মত 'স্বাস্থ্যবান' কারও জায়গা হবে বলে মনে হয় না।"

BanglaBook.org

পেছন থেকে হাসির রোল উঠল। "তোমার ওজন আসলেই বেশি হয়ে যাচ্ছে, জেনিস," কেউ একজন বলল।

রাগে বড় বড় হয়ে গেছে জেনিসের চোখ। কিন্তু সরে দাঁড়িয়ে জেস আর লেসলিকে তাদের আগের সিটে ফিরে যাবার জায়গা করে দিল সে।

বসার পর পেছনে একবার তাকিয়ে জেসের কানের কাছে এসে ফিসফিস করে বলল লেসলি, "এর জন্য তোমাকে পস্তাতে হতে পারে, জেস। ভীষণ রেগে গেছে ও," তার গলায় মুগ্ধতা খেলা করছে।

লেসলির কথা বলার ভঙ্গিতে স্বস্তি পেল জেস, কিন্তু পেছনে ফিরে তাকাবার সাহস করল না। "ওরকম একটা গাধাকে ভয় পাব আমি? আমাকে চেনই না তাহলে তুমি।"

অবশেষে বাস থেকে নামার পর একটু স্বাভাবিক হল জেস। মুখে যা-ই বলুক না কেন, এতক্ষণ আসলেও অনেক ভয়ে ভয়ে ছিল ও। লেসলি হাসিমুখে তাকিয়ে আছে ওর দিকে।

"কাল দেখা হবে তাহলে," বলল জেস।

"আজ বিকেলে বাইরে বের হবে?" জিজ্ঞেস করল লেসলি।

"আমিও বের হতে চাই," পাশ থেকে বলল ছোট্ট মেরি।

লেসলির দিকে তাকাল জেস, বুঝতে পারল সে চায় না যে মেরি ওদের সাথে আসুক। "অন্য আরেকদিন মেরি বেল, আজ না। লেসলি আর আমার কিছু কাজ আছে। আমার বইগুলো বাসায় নিয়ে যাও, মা জিজ্ঞেস করলে বলবে লেসলিদের বাসায় গেছে।"

"কোন কাজ নেই তোমাদের, জানি আমি," মুখ গোমড়া করে বলল মেরি।

কাছে এসে মেরির সামনে ঝুঁকল লেসলি। তার সরু কাঁধে হাত রেখে বলল, "মেরি বেল, তোমার কি পুতুল লাগবে?"

সন্দেহের দৃষ্টি ভর করল মেরির চোখে। "কি রকম পুতুল?" জিজ্ঞেস করল সে।

"শহুরে পুতুল?"

BanglaBook.org

"আমার মিস অ্যামেরিকা পুতুল চাই," মাথা নেড়ে বলল মেরি বেল।

"ঠিক আছে। ওটা ছাড়াও আরও অনেক পুতুল আছে, সুন্দর সুন্দর জামাও আছে ওগুলোর।"

"কোন সমস্যা আছে ওগুলোর?"

"নাহ, একদম নতুন।"

"এতই যখন ভালো তাহলে তুমি নিজে কেন রাখছ না?"

"আমার সমান বয়স হলে," একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল লেসলি, "তুমি নিজেও খেলবে না পুতুল দিয়ে। আমার নানীমা পাঠিয়েছে ওগুলো। তাদের চোখে আমি এখনও সেই ছোট্টটিই আছি।"

জেস আর মেরির নানীমা থাকেন জর্জিজায়। কিন্তু সেখান থেকে কখনও ওদের জন্য কিছু পাঠান না তিনি,"আসলেও ঠিক আছে তো?" সংশয় ভরা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল মেরি।

"হ্যাঁ, সবগুলো।"

মেরি যে পুতুলগুলো চাইছে মনে মনে সেটা তার চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে। "আমাদের সাথে লেসলির বাসায় চল তুমি," বলল জেস, "সেখান থেকে দেখে শুনে পছন্দের পুতুলগুলো বাসায় নিয়ে যাও। মাকে কিন্তু অবশ্যই বলবে যে আমি লেসলিদের বাসায় আছি।"

*

পুতুলগুলো সহ মেরিকে জেসদের বাসা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে পার্কিন্সদের খামারের পেছনের মাঠটার দিকে দৌড় দিল ওরা। একটা শুকিয়ে যাওয়া হ্রদ পাশের বন থেকে এ পাশের চাষের জমিকে আলাদা করে রেখেছে। সেটার কাছে গেল ওরা। শুকনো হ্রদের ঠিক পাশেই একটা বড় আপেল গাছ। কেউ একজন মোটা একটা দড়ি ঝুলিয়ে রেখেছে সেটার একদম নিচের ডাল থেকে।

সেই দড়ি ধরে পালাক্রমে ঝুলল ওরা। শরতের এই চমৎকার আবহাওয়ায় দড়িতে ঝুলতে ঝুলতে আকাশের দিকে তাকালে মনে হয় যেন

BanglaBook.org

উড়ছে ওরা। গাঢ় নীল আকাশের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাল জেস। ওর মনে হচ্ছে যেন আকাশের মেঘ হয়ে গেছে ও আজকে।

"আমাদের কি দরকার জানো তুমি?" লেসলি বলল ওকে। কিন্তু এই মুহূর্তে এই আনন্দের অনুভূতি ছাড়া আর কিছু দরকার নেই জেসের।

"একটা জায়গা দরকার," বলল মেয়েটা, "শুধু তোমার আর আমার জন্য। আমরা বাদে অন্য কেউ জানোবে না ওটার কথা।" দড়ি ছেড়ে দিয়ে নেমে আসল জেস। প্রায় ফিসফিসে স্বরে কথা বলছে লেসলি, "একটা গোপন রাজ্য হবে ওটা, আমাদের রাজ্য। আমরা হব সেটার শাসনকর্তা।"

কথাগুলো অন্যরকম একটা অনুভূতির জন্ম দিল ওর ভেতরে। শাসনকর্তা হতে চায় ও। হোক সেটা কাল্পনিক কোন রাজ্যের। "ঠিক আছে," বলল জেস, "কোথায় হবে আমাদের রাজ্যটা?"

"ঐ বনের ভেতরে। তাহলে কেউ এসে আমাদের বিরক্ত করতে পারবে না, রাজ্যের কোন ক্ষতিও করতে পারবে না।"

বনের ভেতর এমন কিছু জায়গা আছে যেগুলো একদমই পছন্দ না জেসের। দিনের বেলাতেও বেশ অন্ধকার থাকে জায়গাগুলো, কিন্তু কিছু বলল না ও।

"রাজ্যটা হবে-" চকচক করছে লেসলির চোখ, "নার্নিয়ার মতন। সেখানে যেতে হলে এই দড়িতে ঝুলে হ্রদ পার করে যেতে হবে যে কাউকে।" দড়িটা আঁকড়ে ধরল সে, "চল, আমাদের দুর্গের জন্য জায়গা বাছতে হবে।"

শুকনো হ্রদটা থেকে কিছুদূর এগিয়েই থেমে গেল লেসলি। "এখানে কেমন হয়?" জিজ্ঞেস করল সে।

"খুব ভালো," দ্রুত বলল জেস। আরও ভেতরে যেতে হচ্ছে না ভেবে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল মনে মনে। অবশ্য পরে চাইলে লেসলিকে বনের আরও গভীরে নিয়ে যাবে। ও এতটাও কাপুরুষ না যে ওটুকুতে ভয় পাবে। কিন্তু প্রতিদিন সময় কাটানোর জন্য ভেতরের অন্ধকার জায়গা থেকে এখানেই ভালো হবে। বড় বড় গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে সূর্য উঁকি দিচ্ছে।

BanglaBook.org

"খুবই ভালো হবে," পুনরাবৃত্তি করল জেস। এখানকার মাটি বেশ শক্ত, পরিষ্কার করতে খুব বেশি কষ্ট করতে হবে না ওদেরকে, "একদম আদর্শ জায়গাটা।"

লেসলি ওদের গোপন রাজ্যের নাম দিল "টেরাবিথিয়া।" জেসকে নিজের সংগ্রহের সবগুলো নার্নিয়ার বই ধারে পড়তে দিল সে, যাতে মায়ানগরী সম্পর্কে সবকিছু জানোতে পারে ও। জানোতে পারবে কীভাবে রক্ষা করতে হবে এখানকার অধিবাসী জীবজন্তু আর গাছদের, এটাও জানোবে যে শাসনকর্তাদের কিরকম আচরণ করতে হয়। এটাই সবচেয়ে কঠিন কাজ। লেসলির কথা বলার ভঙ্গি খুবই সুন্দর, কথার মাঝে ব্যতিক্রমী সব শব্দ ব্যবহারে ওস্তাদ সে, কবিদের মত। একজন আদর্শ রাণীও নিশ্চয়ই এভাবেই কথা বলবে। কিন্তু জেসের কথার মধ্যে ওসবের বালাই নেই। কীভাবে একজন রাজার মত কথা বলবে সেটা নিয়ে চিন্তায় পড়ে গেল ও।

কিন্তু অনেক কিছু বানাতে পারে ও। মিস বেসির গোয়াল ঘরের পেছনে জমা করে রাখা ভাঙা কাঠের টুকরো নিয়ে এসে বনের ভেতরে একটা দুর্গ বানাল ওরা। একটা বড় কৌটা ভর্তি বিস্কুট আর শুকনো ফল সেখানে এনে রাখল লেসলি। সেই সাথে তারকাটা আর দড়ি। পাঁচটা পেপসির বোতল ভর্তি খাবার পানিও রেখে দিল ভেতরে। যদি কখনও শত্রুপক্ষ আক্রমণ করে, তাহলে এখানেই থাকতে পারবে দীর্ঘসময়।

প্রতিদিনের কাজ শেষে নিজেদের বানানো জিনিসের দিকে তৃপ্তি নিয়ে তাকায় ওরা।

"তোমার উচিত গোটা টেরাবিথিয়া রাজ্যের একটা ছবি আঁকা, যেটা আমরা দুর্গে ঝুলিয়ে রাখতে পারব," লেসলি বলল।

"সেটা বোধহয় সম্ভব না," কীভাবে লেসলিকে বোঝাবে ও যে জীবজন্তু বাদে অন্য কিছু আঁকতে গেলেই হাত কাঁপতে শুরু করে ওর, কেন যেন ধরা দিতে চায় না ওগুলো। "কেন যেন গাছ আঁকতে সমস্যা হয় আমার।"

মাথা নাড়ল লেসলি। "চিন্তা কর না," বলল সে, "একদিন অবশ্যই আঁকতে পারবে।"

BanglaBook.org

তার কথা বিশ্বাস করল জেস। এরকম একটা নিরাপদ জায়গায় সব কিছুই বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়। এখানে তাদের দু'জন ছাড়া আর কেউ নেই। গ্যারি ফালকার, ওয়েন্ডা মুর, জেনিস এভারির মত কোন শত্রু আসতে পারবে না এখানে। জেসের নিজের ভয় আর সংশয়গুলোরও কোন প্রবেশ নেই এই রাজ্যে, আর লেসলি টেরাবিথিয়া রাজ্যের যে কাল্পনিক শত্রুদের কথা বলে তারা কখনও দখল করতে পারবে না ওদের রাজ্য।

*

দুর্গের কাজ শেষ করার কয়েক দিন পরের কথা। স্কুল বাসের ভেতর হোঁচট খেয়ে পড়ে যাবার পর জেনিস এভারি চিৎকার করে বলল যে জেস ইচ্ছা করে ল্যাং মেরে ফেলে দিয়েছে তাকে। সে এতটাই হইচই শুরু করল যে বাসের চালক, মিসেস প্রেন্টিস জেসকে নেমে যেতে বলল বাস থেকে। তিন মাইল হেঁটে বাসায় আসতে হল ওকে।

বাসায় বই খাতা রেখে টেরাবিথিয়ায় এসে দেখল ছাঁদের ফাটলের নিচে বসে ক্ষীণ আলোয় একটা বই পড়ার চেষ্টা করছে লেসলি। প্রচ্ছদের একটা তিমি মাছ আর ডলফিনের ছবি।

"কি করছ?" তার পাশে বসে জিজ্ঞেস করল জেস।

"পড়ার চেষ্টা করছি। একা একা কি করব বুঝতে পারছিলাম না। মেয়েটা আস্ত একটা বদ," রাগতস্বরে বলল লেসলি।

"আরে, কোন সমস্যা হয়নি আমার এখানে হেঁটে আসতে। অনেকদিন পর এতদূর হেঁটে ভালোই লেগেছে বরং," কে জানে যদি বাসে থাকত তাহলে ওর সাথে কি করত জেনিস এভারি।

"না, জেস," মাথা ঝাঁকিয়ে বলল লেসলি, "এভাবে চলবে না। এরকম ছেলে মেয়েদের এখন থেকেই কিছু না বললে বড় হয়ে এরাই অত্যাচারী স্বৈরশাসকে পরিণত হয়।"

তার হাত থেকে বইটা নিয়ে প্রচ্ছদটা দেখতে লাগল জেস। "কোন বুদ্ধি পেয়েছ?"

"কি?"

BanglaBook.org

"আমি ভেবেছিলাম এখান থেকে জেনিস এভারিকে থামানোর উপায় খুঁজছিলে তুমি।"

"না, বোকা। এখানে লেখা আছে কীভাবে নীল তিমিদের রক্ষা করা যাবে। বিলুপ্তির পথে ওরা।"

বইটা ফেরত দিয়ে দিল ও। "তাহলে তিমি মাছদের বাঁচাতে আগ্রহী তুমি?"

অবশেষে একটা হাসি ফুটল লেসলির মুখে। "তা বলতে পার। মবি ডিকের গল্পটা শুনেছ?"

"ওটা কে?"

"এক সমুদ্রে ছিল বিশাল সাদা রঙের এক তিমি, নাম তার মবি ডিক..." গল্পটা বলা শুরু করল লেসলি। একটা ক্যাপ্টেন আর এক তিমিকে নিয়ে কাহিনী। তিমি মাছটাকে শিকার করতে চায় সেই ক্যাপ্টেন। জেসের হাত নিশপিশ করতে লাগল ছবিটা আঁকার জন্য। যদি ঠিক রঙ আর ভালো

BanglaBook.org

পেন্সিল থাকত তাহলে হয়ত এঁকেও ফেলত। একটা তিমি মাছ আঁকা খুব কঠিন হবে না নিশ্চয়ই।

*

প্রথমদিকে স্কুলে সবার সামনে ইচ্ছে করে একে অপরের সান্নিধ্য এড়িয়ে চলত ওরা। কিন্তু অক্টোবর নাগাদ কে কি ভাবল সেটার আর পরোয়া করল না। ব্রেন্ডার মত গ্যারি ফালকারও জেসকে ওর নতুন "গার্লফ্রেন্ড" এর ব্যাপারে খুঁচিয়ে মজা পায়। জেস জানে যে "গার্লফ্রেন্ড" হচ্ছে এমন কেউ যে সারাক্ষণ হাত ধরে থাকে আর কিছুক্ষণ পরপর গালে চুমু খাবার চেষ্টা করে। কিন্তু লেসলি ওরকম কিছু করবে ভাবতেই হাসি পেল ওর, যা ইচ্ছে ভাবুকগে অন্যরা, কিছু যায় আসে না ওর। লেসলি আর ও ভালো বন্ধু বৈ কিছু নয়।

টিফিন পিরিয়ড আর খেলার বিরতি ছাড়া স্কুলে আর কোন অবসর সময় পায় না ওরা। আর এখন যেহেতু দৌড় প্রতিযোগিতাও হয় না তাই জেস আর লেসলি একটা চুপচাপ জায়গা খুঁজে নিয়ে সেখানে বসে গল্প করে। লেসলির ঝুলিতে এমন কোন না কোন গল্প থাকেই যেটা স্কুলের ক্লান্তি দূর করে দেয় মুহূর্তে। মাঝে মাঝে মিসেস মেয়ারকে নিয়ে কৌতুকও বলে। ক্লাস চলাকালীন সময়ে মনোযোগ দিয়ে টিচারদের সব কথা শোনে লেসলি, কখনও ফাঁকি দেয় না কোন কাজে। তাই টিচাররাও পছন্দ করে তাকে। কিন্তু ওর চঞ্চল রূপ সম্পর্কে যদি বিন্দুমাত্রও ধারণা থাকত তাদের, তাহলে চমকে উঠতেন ভীষণ।

মাঝে মাঝে ক্লাসে লেসলির নিরীহ চেহারা দেখে হাসি চেপে রাখতে কষ্ট হয় জেসের। কি ফিচেল বুদ্ধি ঘুরছে মেয়েটার মাথায় সেটা ঈশ্বরই জানেন। জেনিস এভারিকে নিয়ে একটা গল্প জেসকে শোনাল লেসলি, যেখানে লুকিয়ে লুকিয়ে ক্লাসের মধ্যে খাবার খায় মেয়েটা। কিন্তু হঠাৎ করে এক টিচারের কাছে ধরে পড়ে। শাস্তি হিসেবে একশোটা চকলেট একবারে খেতে বলা হয় তাকে। শেষ পর্যন্ত দেখা যায় যে, কাঁদতে কাঁদতে চকলেট খাচ্ছে জেনিস, অথচ চকলেট তার খুবই পছন্দের জিনিস।

BanglaBook.org

"জেস অ্যারন্স," টিচারের ডাকে দিবাস্বপ্ন ভেঙে গেল জেসের। সরাসরি মিসেস মেয়ারের দিকে তাকানোর সাহস হল না ওর, তাহলে হেসে দিবে। ডেস্কের দিকে তাকিয়ে থাকল। "জ্বি ম্যাম," মিনমিন করে বলল। লেসলির কাছ থেকে তালিম নিতে হবে ওর, কিছু একটা ভাবতে নিলেই মিসেস মেয়ারের কাছে ধরা পড়ে যায় ও। কিন্তু লেসলিকে কখনও কিছু বলার সুযোগ পান না তিনি। মেয়েটার দিকে একবার তাকাল ও। মনোযোগ দিয়ে ভূগোল বইয়ের দিকে তাকিয়ে আছে সে, অন্তত অপরিচিত কেউ দেখলে সেটাই ভাববে।

*

নভেম্বরে শীত জেঁকে বসল টেরাবিথিয়া রাজ্য, কিন্তু দুর্গের ভেতরে আগুন জ্বালানোর সাহস করল না ওরা। মাঝে মাঝে অবশ্য বাইরে আগুন জ্বালিয়ে সেটার পাশে বসে থাকে। কিছুদিনের জন্য দুটো স্লিপিং ব্যাগ দুর্গের ভেতরে রাখতে সক্ষম হয় লেসলি। কিন্তু ডিসেম্বরের শুরুতে লেসলির বাবা ওগুলোর অনুপস্থিতি টের পেয়ে যান, তাই সেগুলো প্রতিদিন বাসায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হত লেসলিকে। আসলে জেস ওগুলো ফেরত নিয়ে যেতে বাধ্য করত ওকে। মিস্টার এবং মিসেস বার্ককে অবশ্য ভয় পায় না ও, কিন্তু এক ধরণের শ্রদ্ধাবোধ কাজ করে তাদের প্রতি। লেসলির বাবা-মার বয়স ওর বাবা-মার তুলনায় অনেক কম। দু'জনেরই মাথা ভর্তি চুল আর সাদা ঝকঝকে দাঁত। লেসলি নাম ধরে ডাকে তাদের, জুডি আর বিল। ব্যাপারটা খুবই অদ্ভুত ঠেকে জেসের কাছে, কিন্তু ওর কিছু বলার নেই এ সম্পর্কে, ওদের ব্যক্তিগত ব্যাপার এটা।

BanglaBook.org

মিস্টার এবং মিসেস বার্ক দু'জনই লেখালেখি করেন। মিসেস বার্ক একজন ঔপন্যাসিক এবং দু'জনের মধ্যে বেশি জনপ্রিয়। বইয়ের প্রচ্ছদে তার নাম লেখা 'জুডিথ হ্যানকক'। মিস্টার বার্কের লেখালেখি সব রাজনীতি বিষয়ক। যে শেলফে তাদের বই রাখা সেটা আসলেও দেখার মতন। মিস্টার বার্ককে এই মুহূর্তে একটা বইয়ের কাজে প্রতিদিন ওয়াশিংটন যেতে হচ্ছে। তবে তিনি লেসলিকে কথা দিয়েছেন যে ক্রিসমাসের পরে বাসায়

থেকে সব ঠিকঠাক করতে সাহায্য করবেন আর একটা বাগান তৈরি করবেন। শুধুমাত্র অবসর সময়ে লিখবেন তখন।

বড়লোকদের এতদিন যেভাবে কল্পনা করে এসেছে জেস তার সাথে লেসলিদের কোন মিল নেই। তবে এটা স্পষ্ট যে তারা যে পোশাক আশাক পরে সেগুলো সাধারণ কোন দোকান থেকে কেনা হয় নি। তাদের বাসায় কোন টিভি না থাকলেও সারি সারি রেকর্ড আর একটা বিশাল স্টেরিও সেট আছে। গাড়িটা ছোট হলেও দামী ইটালিয়ান কোম্পানির।

জেসকে সবসময়ই উষ্ণ আমন্ত্রণ জানান তারা বাসায়। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই রাজনীতি আর সঙ্গীত নিয়ে আলাপে মগ্ন হয়ে যান দু'জন। কিংবা কীভাবে বনভূমিকে ধ্বংস থেকে বাঁচাতে হবে বা নীল তিমিদের রক্ষা করতে হলে কী কী করণীয়। এইসব মুহূর্তে মুখ খোলে না জেস, না হলে তাকে হয়ত বোকা ভাববেন তারা। লেসলির সাথে মিশতে দিবে না।

লেসলিকে নিজের বাসায় নিয়ে যেতেও অস্বস্তিবোধ করে ও। জয়েস অ্যান এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে লেসলির দিকে, এদিকে লালা পড়ে একাকার হয়ে যায়। ব্রেন্ডা আর এলি সবসময় 'গার্লফ্রেন্ড' শব্দটা নিয়ে খোঁচা দেয়। ওর মার মধ্যেও এক ধরণের জড়তা কাজ করে। অবশ্য কখনও যদি স্কুলে যেতে হয় তখনও তিনি এরকমই আচরণ করেন। লেসলি চলে গেলে তার পোশাক নিয়ে মন্তব্য করতে ছাড়েন না। লেসলি সবসময় প্যান্ট পরে, অন্য মেয়েদের মতন স্কার্ট না। তার চুলও "ছেলেদের মত করে কাটা।" বাবা-মার আচরণ "হিপ্পি"দের মত। লেসলি আর আমার মাঝে এসে বসে থাকে মেরি বেল; খেলায় না নিলে মুখ ভার করে দাঁড়িয়ে থাকে পাশে। জেসের বাবার সাথে খুব একটা দেখা হয় না লেসলির, প্রতিবারই শুধু তার দিকে তাকিয়ে আস্তে করে একবার মাথা নাড়িয়েছেন তিনি। মা অবশ্য বলেন যে তিনি নাকি চান না শুধু মেয়েদের সাথে ঘুরে বেড়াক ও।

অবশ্য এসব নিয়ে একদমই ভাবে না জেস। জীবনে প্রথমবারের মত প্রতিদিন সকালে উঠে বাকি দিনের জন্য অপেক্ষা করতে খারাপ লাগে না ওর। লেসলি শুধু ওর বন্ধু না, তার চেয়েও বেশি কিছু। ওরা একজন

BanglaBook.org

আরেকজনের প্রতিচ্ছবি। জেসের যা যা করার সাহস হয় না, লেসলি নির্দ্বিধায় সেসব কাজ করে। লেসলি হচ্ছে টেরাবিথিয়া এবং পৃথিবীর অচেনা সব জায়গার রাণী।

টেরাবিথিয়ার ব্যাপারটা ওদের একান্তই ব্যক্তিগত। ভালোই হয়েছে, না হলে জায়গাটা সম্পর্কে কেউ যদি জানোতে চাইত তাহলে কি বলত ও?

ছোট টিলার পাশ দিয়ে বনের দিকে হেঁটে যেতেও ভীষণ ভালো লাগে ওর। আপেল গাছটার যত কাছে যায়, হৃৎস্পন্দন তত বেড়ে যায় জেসের। ঝোলানো দড়িটা ধরে অন্য পাশে চলে আসে এক লাফে। মনে হয় যেন উড়াল দিচ্ছে আকাশে। আর একমাত্র এভাবে উড়েই রহস্যময় টেরাবিথিয়া রাজ্যে পা রাখা যাবে।

বনের ভেতরে ওদের দুর্গটা ছাড়া লেসলির সবচেয়ে পছন্দের স্থান হচ্ছে সারি সারি পাইন গাছে ভর্তি একটা জায়গা। সেখানে এত ঘন হয়ে গাছগুলো জন্মেছে যে খুব কম সূর্যের আলোই নিচে পৌঁছে। সেই ছায়ায় জন্মাতে পারে না কোন ঘাস বা আগাছা। সেখানে পড়ে থাকা সোনালী রঙের পাইন পাতা দেখলে মনে হয় এক বিশাল কার্পেট।

"আমি আগে এই জায়গাটাকে ভূতুড়ে ভাবতাম," প্রথম যে বিকেলে ওরা এখানে এসেছিল সেদিনই লেসলিকে বলেছিল জেস।

"জায়গাটা ভুতুড়েই," বলে লেসলি, "কিন্তু ভয়ের কোন কারণ নেই। ভূতগুলো খারাপ কোনকিছুর নয়।"

"কীভাবে জানো তুমি?"

"বাতাসে কান পেতে শোন। তুমিও অনুভব করতে পারবে।"

প্রথম প্রথম শুধুই নৈঃশব্দ্য অনুভব করল জেস। মিস এডমান্ডস একটা গান শেষ করার পরমুহূর্তের নীরবতার সাথে মিল আছে সেই নৈঃশব্দ্যের। অথচ এই নৈঃশব্দ্যতাই আগে ভয় পেতো ও। লেসলি ঠিকই বলেছে। একদম স্থির হয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকল ওরা। চাচ্ছে না কোন শব্দ হয়ে জায়গাটার মোহভঙ্গ হোক। দূর থেকে ভেসে এলো একটা অচেনা পাখির ডাক। অপার্থিব একটা পরিবেশ।

BanglaBook.org

লম্বা করে শ্বাস নিল লেসলি। "সাধারণ কোন জায়গা নয় এটা," ফিসফিসিয়ে বলল। "এমনকি টেরাবিথিয়ার শাসনকর্তারাও প্রবল বিরহ আর আনন্দের সময় ছাড়া অন্য কোন সময়ে আসতে পারবে না এখানে। জায়গাটার পবিত্রতা রক্ষা করা আমাদের কর্তব্য। এখানে বসবাসকারী সত্ত্বাদের যাতে কোন সমস্যা না হয় সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে।"

মাথা নেড়ে সায় জানাল ও। এরপর আর কোন কথা না বলে সরাসরি হ্রদের তীরে ওদের দুর্গে ফিরে গেল ওরা। বিস্কুট আর শুকনো ফল দিয়ে হালকা নাস্তা সেরে টেরাবিথিয়ার সৌন্দর্য উপভোগ করতে লাগল।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

পাঁচ
দৈত্যবধ

লেসলি প্রায়ই কাল্পনিক দৈত্য-দানোদের কথা বানিয়ে বানিয়ে বলে, যারা টেরাবিথিয়া রাজ্যের শান্তি নষ্ট করার জন্য বদ্ধপরিকর। তবে বাস্তবে তাদের আসল শত্রু যে জেনিস নামের মেয়েটা সেটা ভালোমতোই জানে তারা দু'জন। অবশ্য লেসলি আর জেসই যে তার জ্বালাতনের একমাত্র শিকার তেমনটা নয় কিন্তু, বরং উইলমা ডিন আর ববি সিউ নামের দু'জন বান্ধবীকে নিয়ে মাঠের সব ছোট ছোট বাচ্চাকে হেনস্তা করে জেনিস। হপস্কচ খেলার সময় লাথি দিয়ে পাথর দূরে সরিয়ে দেয়, স্কিপিং করার সময় ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়। বাচ্চারা ভয় পেয়ে চিৎকার করে উঠলে সেটা দেখে হাসাই তাদের কাজ। আবার অনেক সময় মেয়েদের বাথরুমের সামনে দাঁড়িয়ে চাঁদাবাজিও করে। বাসা থেকে যে দুই এক ডলার দেওয়া হয় বাচ্চাদের, সেগুলো ছিনিয়ে নেয়, ভয়ে কেউ কিছু বলতেও পারে না। টিফিনও কেড়ে নেয়।

দুর্ভাগ্যবশত, ছোট্ট মেরি বেলের এই ব্যাপারগুলো ধরতে বেশ সময় লাগে। তাই তো একদিন বাসে চড়েই তার প্রথম শ্রেণীর এক বান্ধবীর উদ্দেশ্যে সে জোরে জোরে বলে ওঠে, "জানো, বাবা আমার টিফিনের জন্য কি নিয়ে এসেছে?"

"কি?"

BanglaBook.org

"ক্রিম ওয়েফার!" এত জোরে কথাটা বলল সে, বাসের একদম পেছনে বসে থেকে কানে সমস্যা আছে এমন কেউও শুনতে পাবে। চোখের কোণ দিয়ে জেস খেয়াল করল জেনিস এভারি কান খাড়া করে শুনল কথাটা।

বসার পরেও ক্রিম ওয়েফার নিয়েই কথা বলতে লাগল মেরি, বাসের গর্জন ছাপিয়ে, "আমার বাবা ওয়াশিংটন থেকে নিয়ে এসেছে আমার জন্য।"

আবারও পেছনে একবার তাকাল জেস। "ক্রিম ওয়েফারের ব্যাপারে কথা বলা বন্ধ কর," আস্তে করে মেরির কানে কানে বলল ও।

"আমি জানি তোমার হিংসা হচ্ছে, কারণ বাবা তোমার জন্য কিছুই আনেনি।"

"বলতে পারবে না যে সাবধান করিনি," কাঁধ ঝাঁকিয়ে জবাব দিল জেস। লেসলির দিকে তাকিয়ে তার চোখেও ওর মতনই উদ্বিগ্ন দৃষ্টি দেখতে পেল। আস্তে করে একে অপরের উদ্দেশ্যে মাথা নাড়ল একবার।

টিফিনের সময় মেরি বেল যখন চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে ওদের কাছে ছুটে এলো তখন স্বভাবতই ওদের কেউই বিন্দুমাত্র অবাক হল না।

"আমার ক্রিম ওয়েফার ছিনতাই হয়ে গেছে!"

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল জেস। "সাবধান করেছিলাম তোমাকে।"

"জেস এভারিকে পিটিয়ে হাত পা ভেঙে দাও তোমরা! এখনই!" কাঁদতে কাঁদতে বলল মেরি।

"শসস," স্বান্তনা দিয়ে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল লেসলি। কিন্তু স্বান্তনা না, মেরি বেলের দরকার প্রতিশোধ।

"পিটিয়ে ওর হাড্ডি গুঁড়ো গুঁড়ো করে দেওয়া উচিত!"

জেসের ইচ্ছা করছে জেনিসকে আসলেও উচিত শিক্ষা দিতে, কিন্তু বললেই তো আর সম্ভব হবে না সেটা। "এখন আর কেঁদে কোন লাভ নেই," বলল ও, "এতক্ষণে ও হজমও করে ফেলেছে ওয়েফারগুলো।"

লেসলি হেসে উঠল ওর কথা শুনে। কিন্তু মেরি বেল শান্ত হবার পাত্রী নয়। "তোমার খালি বড় বড় কথা ভাইয়া। নাহলে আমার ওয়েফার কেড়ে

BanglaBook.org

নেয়ার জন্য অবশ্যই পিট্টি দিতে জেনিসকে। তুমি ভীতু," আবারও কান্নায় ভেঙে পড়ল সে।

তার কথা শুনে একদম শক্ত হয়ে গেছে জেস। লেসলির চোখের দিকে তাকাতে পারছে না। এখন দৈত্যটার সাথে লড়াই করতেই হবে ওকে।

"মেরি বেল," শান্তস্বরে বলল লেসলি, "এখন যদি জেনিসের সাথে মারামারি শুরু করে জেস, তাহলে কি ঘটবে সেটা আমরা সবাই ভালো করেই জানি।"

"ওকে মেরে ছাতু বানাবে জেনিস," নাক টেনে বলল মেরি।

"না! একটা মেয়ের সাথে মারামারি করার জন্য জেসকে স্কুল থেকে বের করে দেওয়া হবে। মিস্টার টার্নার এসব ব্যাপারে অনেক কড়া।"

"কিন্তু আমার টিফিন চুরি করেছে ও।"

"সেটা আমরা জানি, মেরি বেল। আমি আর জেস মিলে বের করব কীভাবে জেনিসকে শায়েস্তা করা যায়, তাই না জেস?"

জোরে জোরে মাথা নাড়ল ও। জেনিস এভারির সাথে মারামারি এড়ানোর জন্য যে কোন কিছু করতে পারে ও।

"কি করবে তোমরা?"

"এখনও সেটা জানি না। কিন্তু খুব ভালোমতো পরিকল্পনা করতে হবে আমাদের। তোমাকে কথা দিচ্ছি মেরি বেল, বদলা আমরা নিবই।"

"সত্যি?"

"তিন সত্যি।"

উৎসুক ভঙ্গিতে জেসের দিকে তাকাল মেরি বেল। লেসলির কথাই পুনরাবৃত্তি করল সে।

"অবশ্য তোমরা ওকে পিট্টি দিলেই বেশি খুশি হতাম আমি," গোমড়া মুখে বলল মেরি, কান্না থামিয়েছে আগেই।

"আমিও খুশি হতাম," বলল লেসলি। "কিন্তু মিস্টার টার্নারের উপস্থিতিতে সেটা কোনভাবেই সম্ভব নয়। তাই না জেস?"

"হ্যাঁ।"

BanglaBook.org

সেদিন বিকেলে টেরাবিথিয়ার দুর্গে বসে রণপরিকল্পনা সাজাতে বসল ওরা। কীভাবে কারও মনে কোন সন্দেহের উদ্রেক না ঘটিয়ে জেনিস এভারিকে শায়েস্তা করা যায় সেটা নিয়ে ভাবতে লাগল। স্কুল কর্তৃপক্ষের কানে যাতে কিছু না যায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

"কোন শয়তানি করার মাঝপথে তাকে ধরিয়ে দিতে পারি আমরা বলল লেসলি। এর আগে বেশ কয়েকটা বাতিল করতে হয়েছে ওদের দু'জনকেই, যেমন স্কুল বাসের সিটে মধু লাগিয়ে দেওয়া, লোশনে আঠা মেশানো। "ও কিন্তু মেয়েদের ওয়াশরুমে সিগারেট খায়। মিস্টার টার্নারকে যদি সেটা দেখাতে পারি আমরা-"

"নাহ, পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ও বুঝে যাবে যে কারা ফাঁসিয়েছে ওকে," লেসলির কথার মাঝেই মাথা ঝাঁকিয়ে বলে উঠল জেস। জেনিসের কাছে যদি একবার ধরা পড়ে তাহলে কি হতে পারে সেটা নিয়ে দু'জনেই চুপচাপ কিছুক্ষণ ভাবল। "ওকে জানতে দেওয়া যাবে না কিছু।"

"হ্যাঁ," একটা আপেলের টুকরো চিবোতে চিবোতে বলল লেসলি। "জেনিসের মত মেয়েরা কখন সবচেয়ে রেগে যায় জানো?"

"কখন?"

"তাদের যদি কেউ বোকা বানায়, তখন।"

বাসে বিশাল স্বাস্থ্য নিয়ে খোঁটা দেওয়ার পর তার চেহারার কি দশা হয়েছিল সেটা ভেসে উঠল ওর কল্পনায়। বেশ। ও যে এত বেশি খায়, সেটা নিয়ে কিছু করা যায় না?"

"আচ্ছা," ষড়যন্ত্রী কণ্ঠে এ সময় বলল লেসলি, "ও কোন ছেলেকে পছন্দ করে? জানো?"

"উইলিয়ার্ড অ্যাডামসকে বোধহয়। সপ্তম শ্রেণীর সব মেয়ে তার জন্য পাগল।"

"হ্যাঁ," চকচক করছে লেসলির চোখ জোড়া,"আমরা উইলিয়ার্ড সেজে জেনিসকে একটা চিঠি দিব।"

BanglaBook.org

জেস ইতোমধ্যে নোটবুক থেকে একটা পেজ ছিড়ে ফেলেছে কাজ শুরু করে দেওয়ার জন্য। সেটা আর একটা পেন্সিল লেসলির দিকে এগিয়ে দিল ও।

"না, তুমি লেখ। আমার হাতের লেখা উইলিয়ার্ডের হাতের লেখার তুলনায় একটু বেশিই সুন্দর।"

লেখার জন্য প্রস্তুতি নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল জেস।

"বেশ, কীভাবে শুরু করা যায়," নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে কাটতে বলল লেসলি, "লিখ, প্রিয় জেনিস। না, প্রিয়তমা জেনিস।"

দ্বিধাবোধ করতে লাগল জেস।

"ভরসা রাখ, টোপটা একদম গিলে খাবে জেনিস। বানানের দিকে খেয়াল রাখার দরকার নেই। এমন ভাবে লিখতে হবে যাতে মনে হয় উইলিয়ার্ড অ্যাডামস নিজের হাতে লেখেছে। "প্রিয়তমা জেনিস, তুমি হয়ত আমার কথা বিশ্বাস করবে না, কিন্তু তোমাকে অনেক ভালোবাসি আমি।"

"তোমার কি মনে হয় আসলেও বিশ্বাস...?" লিখতে লিখতে বলল জেস।

"বললাম না তোমাকে, একদম গিলে খাবে চিঠিটা। লোকে যা ভালোবাসে, তা খুব সহজেই বিশ্বাস করে নেয়। এখন লিখ, "তোমার উত্তর যদি না হয়, তাহলে আমার হৃদয় ভেঙে খানখান হয়ে যাবে। দয়া করে না বলবে না। তুমি যদি আমার ভালোবাসার প্রমাণ চাও তাহলে-"

"ধীরে ধীরে বল," হাত উঠিয়ে বলল জেস।

লেসলি কিছুক্ষণ সময় দিল ওকে। এরপর বলল, " 'আজকে বিকেলে স্কুলের পরে আমার সাথে পুরনো দালানের পেছনে দেখা কর। তোমার স্কুল বাস নিয়ে চিন্তা কর না, বাসায় পৌঁছে দিব আমি। 'আমাদের' নিয়ে কথা বলব হাঁটতে হাঁটতে' আমাদের কথাটার ওপর দুটো কমা দাও। 'ডার্লিং, অনেক অনেক ভালোবাসা জানবে, তোমারই- উইলিয়ার্ড' ।"

"এতবার ভালোবাসা?"

"হ্যাঁ," লেসলি বলল। "নিচে বিশেষ দ্রষ্টব্য দাও।"

BanglaBook.org

দিল জেস।

"লিখ 'কাউকে এ ব্যাপারে এখনই কিছু জানাবার দরকার নেই। আপাতত আমাদের মধ্যেই গোপন থাক কথাটা'।"

"এটা কেন লিখতে বললে?"

"যাতে সবাইকে আরও বেশি করে কথাটা বলে জেনিস, বোকা," পুরো চিঠিটা আরেকবার পড়ে সন্তুষ্ট ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল লেসলি। "বেশ হয়েছে কিন্তু, এই দুইটা বানান ভুল করে একদম ঠিক কাজ করেছ। সন্দেহ করবে না কোনরকম।"

"আর্লিংটনে থাকতে এরকম ভালোবাসার চিঠি লিখতে নিশ্চয়ই তুমি?"

"জেস অ্যারঙ্গ! ভুলে যেও না, আমি কিন্তু মারামারিতেও ওস্তাদ।"

"টেরাবিথিয়ার রাজার গায়ে হাত তুললে পস্তাতে হবে তোমাকে।"

"রাজহত্যা," গর্বের সাথে বলল লেসলি।

"রাজ- কি?"

"তোমাকে কি হ্যামলেটের গল্প শুনিয়েছিলাম?"

চিত হয়ে শুয়ে পড়ল জেস। "এখনও না," সন্তুষ্টচিত্তে বলল, লেসলির গল্পগুলো উপভোগ করে ও। যখন ওর আঁকার হাত আরও ভালো হবে তখন লেসলিকে বলবে একটা গল্পের বই লিখতে আর সেই বইয়ের সব ছবি আঁকবে সে।

"বেশ, বলছি তাহলে," শুরু করল লেসলি, "ডেনমার্কে হ্যামলেট নামের এক রাজপুত্র ছিল..."

মনে মনে একটা দুর্গের কথা কল্পনা করে নিল ও। রাজপুত্র পায়চারি করছে সেই দুর্গের ছাদে। ক্রেয়ন দিয়ে আঁকা যাবে না এই ছবি। তুলি লাগবে ওর, জলরঙে ভালো ফুটবে সবকিছু। উত্তেজনায় ভেতরে ভেতরে কাঁপতে শুরু করল ও। ছবিটা আসলেও আঁকা সম্ভব, যদি লেসলি তার রঙগুলো ব্যবহার করতে দেয় ওকে।

*

BanglaBook.org

ওদের পরিকল্পনার সবচেয়ে কঠিন অংশটুকু হচ্ছে জেনিস এভারির হাতে চিঠিটা পৌঁছে দেওয়া। প্রথম ক্লাসের আগেই চুরি করে স্কুলের মূল দালানে ঢুকে পড়ল। লেসলি ইচ্ছা করে কয়েক পা আগে আগে হাঁটছে, যাতে ওরা যদি ধরাও পড়ে কেউ যেন কিছু সন্দেহ না করতে পারে। মিস্টার টার্নার একসাথে কোন ছেলেমেয়েকে স্কুলের করিডোরে হাঁটতে দেখলে ভীষণ রেগে যান। সপ্তম শ্রেণীর ক্লাসরুমের সামনে এসে ভেতরে উঁকি দিল লেসলি। কেউ নেই ভেতরে। জেসকে সামনে আসার ইঙ্গিত দিল সে। হৃৎপিণ্ড যেন ছিটকে বেরিয়ে আসবে ওর বুকের খাঁচা থেকে।

"ওর ডেস্ক কীভাবে খুঁজে পাব আমি?"

"আমি তো ভেবেছিলাম তুমি চেন।"

মাথা ঝাঁকিয়ে না করে দিল জেস।

"সবগুলো ডেস্কই পরীক্ষা করে দেখতে হবে তাহলে তোমাকে। তাড়াতাড়ি কর, আমি এখানে পাহারা দিচ্ছি," ওকে ভেতরে রেখে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিল লেসলি। দ্রুত কাজে লেগে পড়ল জেস। একটার পর একটা ডেস্কের সামনে গিয়ে দেখছে। কিন্তু হাত কাঁপছে ভীষণ। এমন কিছু চোখে পড়ছে না যেখানে কারও নাম লেখা।

এসময় বাইরে থেকে লেসলির গলার স্বর ভেসে আসল, "মিসেস পিয়ার্স! আপনার জন্যই এখানে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলাম আমি।"

সপ্তম শ্রেণীর ক্লাস টিচার মিসের পিয়ার্স। নিশ্চয়ই ক্লাসে আসার জন্যই বের হয়েছেন তিনি। লেসলির কথার জবাবে কি বললেন মিসেস পিয়ার্স তা শুনতে পেল না জেস।

"জ্বি ম্যাম, বিল্ডিঙের উত্তর দিকে খুব সুন্দর একটা পাখির বাসা আছে। আর আপনি যেহেতু-," আগের চেয়ে জোরে জোরে কথা বলছে লেসলি, "পশুপাখির ব্যাপারে বেশি জানেন, তাই আপনাকে আমি জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছিলাম যে ওটা কোন পাখির বাসা হতে পারে।"

নিচু স্বরে কিছু একটা বললেন মিসেস পিয়ার্স।

BanglaBook.org

"অনেক ধন্যবাদ আপনাকে, ম্যাম। খুব বেশি সময় লাগবে না, বড়জোর এক মিনিট !"

তাদের পদশব্দ দূরে মিলিয়ে যেতেই আগের চেয়ে দ্রুত ডেস্কগুলোয় চোখ বোলাতে শুরু করল জেস। অবশেষে একটা ডেস্কের ভেতরে জেনিস এভারির নাম লেখা একটা রচনার বই পেল। সেটার ওপরে চিঠিটা রেখে তাড়াতাড়ি ক্লাসরুমটা থেকে বের হয়ে ছেলেদের ওয়াশরুমে চলে আসল ও।

টিফিনের পরের খেলার সময়ে ছোট ছোট বাচ্চাদের বিরক্ত না করে কিছু একটা নিয়ে আলোচনায় মত্ত থাকতে দেখা গেল জেনিস, উইলমা আর ববিকে। এরপর তিনজন মিলে হাত ধরাধরি করে বড় ক্লাসের ছেলেদের ফুটবল খেলা দেখতে গেল তারা। ওদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় জেস খেয়াল করল সন্তুষ্ট চিত্তে জেনিসের দিকে তাকিয়ে আছে লেসলি। উত্তেজনায় গোলাপী বর্ণ ধারণ করেছে তার মুখখানা। হেসে দিল জেস।

বিকেলে সবাই স্কুলবাসে ওঠার পর বিলি মরিস নামের সপ্তম শ্রেণীর এক ছাত্র মিস প্রেন্টিসকে জানাল যে জেনিস এভারি তখনও তার নির্ধারিত স্থানে বসেনি, ফাঁকা পড়ে আছে সেটা।

"আজকে বাসে করে বাসায় ফিরবে না ও," জানাল উইলমা ডিন। "আপনি বাস ছেড়ে দিন, মিস প্রেন্টিস।" এটুকু বলে সবাই যাতে শুনতে পায় এমন ভাবে বলল সে, "তোমরা সবাই নিশ্চয়ই জানো যে কার সাথে প্রেম করতে গেছে ও।"

"কার সাথে?" জিজ্ঞেস করল বিলি।

"উইলিয়ার্ড অ্যাডামস। ওকে পাগলের মত ভালোবাসে ছেলেটা। আজকে জেনিসকে বাসায় পৌঁছে দেবে সে।"

"কি আবোল তাবোল বকছ? কিছুক্ষণ আগেই উইলিয়ার্ডকে দেখলাম ৩০৪ নম্বর বাসে করে বাড়ি ফিরতে। কারও সাথে প্রেম করতে যায়নি ও।"

"মিথ্যে বল না, বিলি মরিস!"

BanglaBook.org

জবাবে গাল দিয়ে উঠল বিলি। ব্যস, পুরো বাস জুড়ে হইচই শুরু হয়ে গেল ব্যাপারটা নিয়ে। একদল বলছে এটা অসম্ভব, অন্যদল বলছে গোপনে গোপনে হয়ত প্রেম করতেও পারে তারা।

বাস থেকে নামার সময় উইলমার দিকে তাকিয়ে শাসানোর ভঙ্গিতে বলল বিলি, "জেনিসকে বলে দিও যে উইলিয়ার্ড যদি জানাতে পারে ওর ব্যাপারে এসব উল্টোপাল্টা কথা ছড়াচ্ছে সে, তাহলে কিন্তু ভালো হবে না।"

টকটকে লাল হয়ে উঠেছে উইলমার চেহারা। "আগে উইলিয়ার্ডের সাথে এ ব্যাপারে কথা বলে তো দেখ! বানর কোথাকার!।"

"বেচারি জেনিস এভারি," টেরাবিথিয়ার দুর্গে বসে বলল জেস।

"*বেচারি* জেনিস? এটা ওর প্রাপ্য!"

"তা ঠিক," দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল ও। "তবুও-"

"তবুও কি?"

"কিছু না," বলল জেস। "হয়ত মনে মনে আমি চাই না যে জেনিসের মত মেয়েরা বিলুপ্ত হয়ে যাক, যেমনটা নীল তিমিদের ব্যাপারে ভাব তুমি।"

"কিসের সাথে কিসের তুলনা যে দাও তুমি, জেস। চলো এখন, বাইরে দৈত্যরা আক্রমন করেছে, ওদের সাথে লড়তে হবে আমাদের। এই জেনিসকে নিয়ে কথা বলতে আর ভালো লাগছে না আমার।"

এর পরদিন বিকেলে ধুপধাপ করে বাসে উঠল জেনিস। চোখে বুনো দৃষ্টি।" কেউ কিছু বলার সাহস পেল না। জলতো করে মেরি বেলকে খোঁচা দিল লেসলি।

"তোমরাই কি তাহলে-" বড় বড় হয়ে গেল মেরি বেলের চোখজোড়া।

"শসস! হ্যাঁ," ঠোঁটে হাত দিয়ে বলল লেসলি।

ঘুরে পেছনের সিটের দিকে একবার তাকাল মেরি বেল। "ওকে বোকা বানিয়েছ তোমরা!"

আস্তে করে মাথা নেড়ে সায় জানাল জেস।

"চিঠিটা আমরাই লিখেছি," ফিসফিসিয়ে বলল লেসলি। "এই কথা কিন্তু কাউকে বলবে না তুমি, নাহলে আমাদের মেরেই ফেলবে ও।"

BanglaBook.org

"জানি আমি," চোখ চকচক করছে মেরি বেলের। "কাউকে বলব না, কাউকে না!"

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

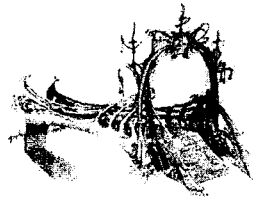

ছয়
প্রিন্স টেরিয়েনের আগমন

ক্রিসমাসের এখনও প্রায় একমাস বাকি, কিন্তু জেসের দুই বড় বোন এখন থেকেই হইহই শুরু দিয়েছে। এই বছর এলি আর ব্রেন্ডা দু'জনেরই হাইস্কুল পড়ুয়া 'বয়ফ্রেন্ড' থাকায় তাদের কি উপহার দেওয়া যায় সে নিয়ে পরিকল্পনায় মেতেছে তারা। দু'জনের মতের মিল না হলেই শুরু হয়ে যাচ্ছে ঝগড়া। আবার মাঝে মাঝে মার সাথেও লেগে যাচ্ছে, কারণ নিজের পরিবারের বাদ অন্য কারও জন্য উপহার কেনার পক্ষপাতী নন তিনি। এই টানাটানির সংসারে ছোট মেয়েদুটোর জন্য ভালো কিছু কিনতেই হিমশিম খেতে হয়, সেখানে বাড়তি খরচ করার সুযোগ কোথায়?

"তোমার গার্লফ্রেন্ডকে কি উপহার দেবে, জেস?" মুখ বাঁকিয়ে জিজ্ঞেস করল ব্রেন্ডা। প্রশ্নটা শুনেও না শোনার ভান করল জেস। লেসলির কাছ থেকে ধার নেয়া একটা বই পড়ছে ও এখন, এক রাজ পরিবারের গল্প। ব্রেন্ডার প্রশ্নের জবাব দেওয়ার চেয়ে বইয়ে মনোযোগ দেওয়াই গুরুত্বপূর্ণ মনে হল তার কাছে।

"তুমি কি জানো না ব্রেন্ডা?" ব্যাঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে বলল এলি, "জেসের তো কোন 'গার্লফ্রেন্ড' নেই।"

"তা অবশ্য ঠিকই বলেছ। লেসলি আসলেও মেয়ে কিনা সন্দেহ আছে আমার," ইচ্ছে করে পিত্তি জ্বালানো সুরে কথাটা বলল ব্রেন্ডা। প্রচণ্ড রাগ

BanglaBook.org

লাগতে লাগল জেসের, সেই মুহূর্তে যদি চেয়ার থেকে উঠে লিভিংরুম থেকে বের না হয়ে যেত, তাহলে হয়ত আক্রমনই করে বসতো।

পরে একা একা বসে ভাবার চেষ্টা করল যে ব্রেন্ডা আর এলির কথা শুনে ওরকম রাগ হল কেন ওর। ব্রেন্ডার মত একটা মেয়ে লেসলিকে ব্যঙ্গ করবে সেটাই অবশ্য যথেষ্ঠ ওর রাগ হওয়ার জন্য। কে বলবে যে ব্রেন্ডা ওর আপন মায়ের পেটের বোন আর লেসলিকে ও মাত্র কয়েক মাস ধরে চেনে? আকাশ পাতাল তফাত তাদের সাথে ওর সম্পর্কের। হয়ত ওকে রাস্তায় কুড়িয়ে পেয়েছিল বাবা মা, গল্পের বইয়ে যেমনটা দেখা যায়। ওর বাবার ছেলের শখ ছিল বিধায় ওকে বাসায় নিয়ে আসে। হয়ত ওর আসল বাবা মা এখান থেকে অনেক দূরে থাকেন, পশ্চিম ভার্জিনিয়া বা ওহাইওতে, আর তাদের বাসা ভর্তি বই। এখনও নিশ্চয়ই ওর জন্য চোখের পানি ফেলেন তারা।

মাথা ঝাঁকিয়ে চিন্তাটা দূরে সরিয়ে দিল। আবার খুঁজতে লাগল কিছুক্ষণ আগের রাগের কারণ। মন খারাপ থেকেই হয়ত এই রাগের উৎপত্তি। ক্রিসমাস উপলক্ষে লেসলিকে দেওয়ার মত কিছু নেই ওর কাছে। হয়ত ও দামী কিছু আশাও করবে না জেসের কাছ থেকে। কিন্তু ক্রিসমাসে লেসলিকে উপহার দেওয়ার ব্যাপারটা ওর কাছে নিঃশ্বাস নেবার মতনই জরুরি ঠেকছে।

প্রথমে ভেবেছিল নিজের আঁকা চরিত্রের একটা বই বানিয়ে দেবে। সেই জন্য স্কুল থেকে ভালো কাগজ আর ক্রেয়ন চুরিও করেছিল, কিন্তু আঁকার পর কোন কিছুই মনঃপুত হচ্ছিল না। প্রতিটা কাগজের স্থান হয় ডাস্টবিনে।

ক্রমেই ঘনিয়ে আসতে লাগল সময়। কিন্তু ক্রিসমাসের ছুটির একসপ্তাহ আগেও কোন উপহার জোগাড় করতে ব্যর্থ হল জেস। কারও কাছে উপদেশ চাইবে, সে উপায়ও নেই। বাবা বলেছেন পরিবারের প্রত্যেক সদস্যকে উপহার দেওয়ার জন্য ওকে এক ডলার করে দেবেন। সেই টাকাগুলো যদি মেরেও দেয় ও, তবুও লেসলিকে ভালো কিছু দেওয়ার জন্য যথেষ্ঠ হবে না সেটা। তাছাড়া মেরি বেল অনেক আগেই একটা বারবি

BanglaBook.org

পুতুলের আবদার করেছে, ব্রেন্ডা আর এলির সাথে মিলে তাকে ওটা কিনে দেবে ও। কিন্তু ওরা প্রথমে যা ভেবেছিল তার চেয়েও অনেক বেশি দাম বারবি পুতুলের, তাই বাবার দেওয়া পুরো টাকাটাই খরচ হয়ে যাচ্ছে মেরি বেলের উপহার কিনতে। এই বছর মেরি বেলকে ভালো কিছু দিতেই হবে। সারাক্ষণই বিষণ্ন থাকে মেয়েটা। ও আর লেসলি চাইলেই খেলায় নিতে পারে না মেরি বেলকে, কিন্তু সেটা বোঝানো সম্ভব না ওটুকু বাচ্চা মেয়েকে। জয়েস অ্যানের সাথে খেলে না কেন সে? দিনের পুরোটা সময় তো আর তার সাথে কাটাতে পারে না জেস, তাই না? তবুও, কথা যখন দিয়েই দিয়েছে, পুতুলটা কিনেই দেবে ছোট বোনটাকে।

হাতে কোন টাকা নেই, আর নিজে ভালো কোন উপহার বানাতেও পারছে না, এতটা অসহায় বোধ হয়নি কখনও। অবশ্য ব্রেন্ডা আর এলির মত না লেসলি। ও যা-ই উপহার দেবে, খুশি মনে গ্রহণ করবে সে। তবুও সেই উপহারটা ভালো কিছু হওয়া চাই-ই চাই।

সম্ভব হলে একটা টিভি কিনে দিত ওকে। ঐ জাপানিজ ছোট টিভিগুলো, যেটা নিজের ঘরে রাখতে পারত লেসলি। জুডি আর বিলেরও কাজের সমস্যা হত না তাহলে। জেস অবশ্য এটা ভেবে প্রায়ই অবাক হয় যে এত টাকাপয়সা সত্ত্বেও কেন টিভি কেনে না লেসলিরা। ব্রেন্ডা যেরকম মুখ হা করে সারাক্ষণ টিভির সামনে বসে থাকে, লেসলি নিশ্চয়ই অমনটা করত না। তবে মাঝে মাঝে সময় তো কাটাতে পারত। কিন্তু এতসব ভেবে কোনই লাভ নেই, কারণ একটা টিভির অ্যান্টেনা কেনার মত টাকাও নেই ওর কাছে।

আসলেও একটা হতভাগা ও। মন খারাপ করে স্কুল বাসের জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল জেস। লেসলির মত একটা মেয়ে যে ওর সাথে সময় কাটায় এটাই অনেক বড় সৌভাগ্য। অবশ্য ওদের বাসার আশেপাশে আর কেউ নেই, এজন্যই ওর সাথে মেশে মেয়েটা। স্কুলে যদি জেসের চেয়ে ভাল কারও সাথে পরিচয় হয় তার... আর ভাবতে পারল না। এসময় হঠাৎ করেই একটা সাইনবোর্ডে চোখ আটকে গেল ওর। লাফিয়ে সিট থেকে

BanglaBook.org

উঠে সামনে চলে আসল। মেরি বেল আর লেসলি দু'জনেই অবাক চোখে তাকিয়ে আছে।

"একটা কাজ আছে," কোনমতে তাদের উদ্দেশ্যে বলল ও।

"আমাকে এখানেই নামিয়ে দিন, মিস প্রেন্টিস।"

"তোমার বাসা তো এখানে না।"

"মা একটা কাজ দিয়েছে আমাকে," মিথ্যে বলল।

"দেখ, আমাকে যাতে কোন বিপদে না পড়তে হয়," বাস থামিয়ে বললেন মিস প্রেন্টিস।

"অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।"

দ্রুত বাস থেকে নেমে সাইনটার দিকে দৌড় দিল ও।

"কুকুরছানা," লেখা সেটায়, "সম্পূর্ণ বিনামূল্যে।"

*

ক্রিসমাসের আগের দিন বিকেলে টেরাবিথিয়ার দুর্গে ওর সাথে দেখা করতে বলল লেসলিকে। পরিবারের বাকি সবাই মিলসবার্গে গেছে শেষ মুহূর্তের কেনাকাটা করতে, কিন্তু ইচ্ছে করেই রয়ে গেছে জেস। কুকুরছানাটা অর্ধেক বাদামী আর অর্ধেক কালো, একদম ছোট্ট। চোখদুটোর রঙও গাঢ় বাদামী। ব্রেন্ডার ড্রয়ার থেকে একটা ফিতা চুরি করে তাড়াতাড়ি টেরাবিথিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা দিল জেস, হাতে ছটফট করছে কুকুরটা। শুকনো হ্রদটার কাছে যাবার আগেই ওর পুরো মুখ চেটে ভিজিয়ে দিল ব্যাটা, কিন্তু এরকম ফুটফুটে একটা ছানার ওপর রাগও করা যায় না। সাবধানে ওটাকে একহাতে ধরে দড়িতে ঝুলে হ্রদটা পার হল ও। ইচ্ছে করলে হ্রদের শুকনো মাটির ওপর দিয়েই হেঁটে যেতে পারত, কিন্তু টেরাবিথিয়ায় কাউকে প্রবেশ করতে হলে এভাবে ঝুলেই পার হতে হবে, এর ব্যতিক্রম হওয়া চলবে না।

দুর্গে পৌঁছে ফিতাটা কুকুরছানায় ঘাড়ে বেঁধে দিল জেস। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই ফিতার একটা প্রান্ত চিবোতে শুরু করল ওটা, না

BanglaBook.org

হেসে পারল না ও। অবশেষে মনের মত একটা উপহার দিতে পারছে লেসলিকে।

কুকুরছানাটা দেখে লেসলির চোখেমুখে যে হাসি ফুটল, তা কখনও ভুলবে না জেস। হাঁটু গেঁড়ে বসে ওটাকে কোলে তুলে নিল সে।

"দেখেশুনে, যে কোন সময়ে তোমার কাপড় ভিজিয়ে দিতে পারে," জেস সাবধান করে দিল।

"এটা কি ছেলে না মেয়ে?" জিজ্ঞেস করল লেসলি।

"ছেলে," হাসিমুখে বলল জেস।

"তাহলে ওর নাম আমি দিচ্ছি প্রিন্স টেরিয়েন। টেরাবিথিয়ার সেনাপতি আর রক্ষকের ভূমিকা পালন করবে সে।"

কুকুরছানাটাকে মাটিতে নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়াল লেসলি।

"কোথায় যাচ্ছ?"

"পাইন বনে," জবাব দিল সে, "এটা ভীষণ আনন্দের একটা উপলক্ষ আমার জন্য।"

সন্ধ্যায় জেসকে ওর উপহারটা দিল লেসলি। একটা বিশাল বাক্স ভর্তি আঁকাআঁকির সরঞ্জামাদি। চব্বিশটা রঙের টিউব, তিনটা তুলি আর মোটা মোটা ছবি আঁকার কাগজ।

"ঈশ্বর!" আপনা আপনি মুখ থেকে কথাটা বের হয়ে গেল জেসের। "ধন্যবাদ," কি বলবে ভেবে পাচ্ছে না ও, "ধন্যবাদ," আবারও বলল।

BanglaBook.org

"তোমার উপহারের মত যদিও সুন্দর না এগুলো," বলল লেসলি, "তবুও আশা করি পছন্দ হবে।"

ভেতরে ভেতরে কতটা গর্বিত আর খুশি অনুভব করছে জেস, সেটা ভাষায় প্রকাশ করার মত কোন শব্দ খুঁজে পেল না। এই বছরের ক্রিসমাস থেকে আর কিছু আশা করছে না ও, যা দরকার ছিল পেয়ে গেছে ইতিমধ্যে। "অনেক পছন্দ হয়েছে," অবশেষে বলল।

প্রিন্স টেরিয়েন খুশিমনে লেজ নাড়তে নাড়তে একবার লেসলির কাছে যাচ্ছে আরেকবার জেসের কাছে আসছে। নতুন মালিককে যে পছন্দ হয়েছে তার সেটা দেখেই বোঝা যাচ্ছে।

সন্ধ্যের খুশি খুশি ভাবটা সারারাতই আচ্ছন্ন করে রাখল জেসকে। এমনকি ওর বড় বোনদের ক্রমাগত খোঁচাও কোন দাগ ফেলতে পারল না মনে। মেরি বেলকে তার ছোট ছোট উপহারগুলো প্যাকেটে ঢোকাতে সাহায্য করল ও। এমনকি সান্তা ক্লজকে নিয়ে গানও গাইলো। জয়েস অ্যানের মন অবশ্য খারাপ, কারণ ওদের বাসায় কোন চিমনি নেই যেখান দিয়ে সান্তা ক্লজ উপহার নিয়ে নামবে। আসলে মিলসব্যর্গের শপিং মলে নিয়ে যাওয়াটা উচিত হয়নি ছোট্ট মেয়েটাকে। সে ভেবে বসে আছে যে ওর জন্য সুন্দর সুন্দর উপহার নিয়ে আসবে সান্তা ক্লজ। মেরি বেল অবশ্য এই ছয় বছর বয়সেই বাস্তবতা বুঝতে শিখে গেছে। শুধু বারবি পুতুলটা পেলেই খুশি সে। আর তার জন্য সেই পুতুলটা কিনে দিতে পেরে জেস নিজেও ভীষণ খুশি।

একটা হাত জয়েস অ্যানের কাঁধে রাখল জেস, বলল, "কান্না কর না জয়েস। সান্তা ক্লজের মাথায় অনেক বুদ্ধি। চিমনি নেই তো কি হয়েছে, অন্য কোন দিক দিয়ে এসে তোমার উপহারটা ঠিকই দিয়ে যাবে সে। তাই না, মেরি বেল?"

অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছে মেরি। ইচ্ছে করে একবার চোখ টিপে দিল জেস। যা বোঝার বুঝে গেল লক্ষ্মী মেয়েটা।

BanglaBook.org

"হ্যাঁ, জয়েস অ্যান," ভাইয়ের সাথে তাল মিলিয়ে বলল সে, "সান্তার আসতে কোন সমস্যাই হবে না।"

এর পরদিন সকালে মেরিকে অন্তত ত্রিশবার তার নতুন পুতুলটার গায়ে পোশাক পরাতে আর খুলতে সাহায্য করল জেস। ছোট ছোট বোতামগুলো লাগাতে বেগ পেতে হচ্ছিল মেয়েটার।

বাবা মা জেসকে একটা রেসিং কার সেট কিনে দিয়েছেন। তাদের খুশি করার জন্য ওগুলো নিয়ে সারা বাড়ি দৌড়ে বেড়াল ও। টিভিতে যে বড় বড় সেটগুলো দেখা যায়, ওরকম না ওরটা। তবুও ব্যাটারি চালিত গাড়িগুলো কিনতে ওর বাবা যে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি খরচ করেছেন সেটা জানে জেস।

"খুবই পছন্দ হয়েছে আমার গাড়িগুলো," বাবার উদ্দেশ্যে বলল জেস। "ঠিক এরকম গাড়িই চাইছিলাম আমি।"

"আমার কাছে তো বিশেষ কিছু মনে হচ্ছে না," বাবা বললেন, "এখন তো মনে হচ্ছে দোকানদার ঠকিয়ে দিয়েছে আমাকে সস্তা জিনিস দিয়ে," বিরক্তভরা দৃষ্টিতে গাড়িগুলোর দিকে তাকিয়ে আছেন তিনি।

জয়েস অ্যান বিছানায় শুয়ে তারস্বরে কাঁদছে কারণ তার নতুন কথা বলা পুতুলটার একটা হাত ভেঙে গেছে। এলি মুখ গোমড়া করে রেখেছে কারণ তার কাছে ব্রেন্ডার সোয়েটারটা বেশি সুন্দর মনে হচ্ছে। ব্রেন্ডাও বারবার বলছে - "কি সুন্দর সোয়েটার! এরকমটাই দেখেছিলাম পেপারে!"- ফলে রাগ আরও বেড়ে যাচ্ছে এলির।

"জনাব জেস অ্যারন্স," মা বলে উঠলেন এই সময়, "আপনি যদি দয়া করে গাড়ি নিয়ে খেলা বাদ দিয়ে বাইরে থেকে দুধ দুইয়ে আসেন, তাহলে বাধিত হতাম। মিস বেসির জন্য কিন্তু ছুটির দিন বলে কিছু নেই।"

লাফিয়ে উঠে টুল আর বালতিটা নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো জেস। সত্যি কথা বলতে গাড়িগুলো নিয়ে খেলতে ভালো লাগছিল না ওর। "এলি না থাকলে আমার কি যে হত, তোমাদের মধ্যে একমাত্র সে-ই আমার যা

BanglaBook.org

একটু খেয়াল রাখে," ভেতর থেকে মার গলার আওয়াজ শুনতে পেল ও। আজ আর মাটিতে পা পড়বে না এলির।

লেসলি নিশ্চয়ই অপেক্ষা করছিল ওর জন্য, কারণ বাইরে বের হতেই পার্কিন্সদের খামারের দিক থেকে ছুটে আসতে দেখা গেল তাকে। পেছনে গুটি গুটি পায়ে দৌড়াচ্ছে প্রিন্স টেরিয়েন।

মিস বেসির গোয়ালে দেখা করল ওরা। "আমি ভেবেছিলাম আজ বুঝি বাইরেই বের হবে না," বলল লেসলি।

"ক্রিসমাসের দিন তো, তাই দেরি হল।"

মিস বেসির খুরের কাছে ঘোরাফেরা করতে লাগল প্রিন্স টেরিয়েন। ব্যাপারটা পছন্দ হল তার, দূরে সরে গেল। লেসলি কোলে তুলে নিল কুকুরছানাটাকে। সাথে সাথে তার মুখ চেটে দেওয়ার চেষ্টা করতে লাগল টেরিয়েন, কথা বলার সুযোগই দিচ্ছে না। "বোকা একটা," স্নেহমাখা কণ্ঠে বলল লেসলি।

"আসলেও বোকা," আবারও খুশি খুশি ভাবটা ফিরে এসেছে জেসের মনে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

সাত
স্বর্ণালী বিকেল

পার্কিন্সদের পুরনো বাসাটা মেরামত করা শুরু করেছেন মিস্টার বার্ক। অবশ্য ক্রিসমাসের পরপরই একটা নতুন উপন্যাসের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ায় মিসেস বার্ক খুব একটা সাহায্য করতে পারছেন না। তাই এটা সেটা আনা নেয়ার ব্যাপারে লেসলিই সাহায্য করছে তার বাবাকে। মিস্টার বার্ক আবার বেশ ভুলোমনো। কখনও হাতুড়ি হারিয়ে ফেলছেন তো আবার পরক্ষণেই ভুলে যাচ্ছেন কোথায় রেখেছিলেন তার কাটাগুলো। লেসলি তখন সেগুলো খুঁজে বের করে দেয় তাকে, তাছাড়া মেয়ের সাথে সময় কাটাতে ভালও লাগে তাঁর। তাই লেসলি স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে বেশিরভাগ সময় তার বাবার সাথেই কাটায়। জেসকে সবকিছু ব্যাখ্যা করে বলেছে সে।

BanglaBook.org

একা একা বেশ কয়েকবার টেরাবিথিয়ায় সময় কাটানোর চেষ্টা করেছে জেস। কিন্তু ঐ চেষ্টা করা পর্যন্তই, লেসলিকে ছাড়া একদম অসম্পূর্ণ টেরাবিথিয়া। ঠিক যেমন একটা রাজ্য অসম্পূর্ণ তার রাণীকে ছাড়া। ওর ভয় হচ্ছিল যে এই মায়ানগরীর সব মায়াজাল উধাও না হয়ে যায় লেসলির অবর্তমানে।

বাসাতেও শান্তি নেই। মা সারাক্ষণ কোন না কোন কাজে লাগিয়ে রাখতে চান ওকে আর তা নাহলে মেরি বেল তার সাথে বারবি পুতুলটা নিয়ে খেলতে বলে। এখন তো ওর মনে হচ্ছে যে পুতুলটা কিনে দিয়েই ভুল হয়েছে। তুলি আর রঙ নিয়ে বসার সাথে সাথে মেরি বেল এসে হাজির হয়

BanglaBook.org

তার বারবি নিয়ে। হয় সেটার জামার বোতাম লাগিয়ে দিতে হয় না হলে ছুটে যাওয়া হাত পা জায়গামত বসিয়ে দিতে হয়। আর জয়েস অ্যান তো আরেক কাঠি সরেস। হুট করে হাজির হয়ে ওর পিঠের ওপর বসে পড়ে, ছবি আকার সময়। যদি রাগ হয়ে একটা বকাও দেয় জেস, অমনি শুরু হয়ে যায় কান্না। আশেপাশের কয়েক মাইলের মধ্যে যারা থাকে তাদের প্রত্যেকের কানে যায় সেই আওয়াজ। আর স্বভাবতই, মা রেগে যান ভীষণ।

"জেস অ্যারন! বাচ্চাটাকে এভাবে কাঁদাচ্ছ কেন? আর সারাদিন ওসব ছাইপাশ নিয়ে বসে বসে কি কর? তখন যে বললাম তুমি কাঠ না কাটলে রাতের রান্না চড়াতে পারছি না, সেটা কানে যায়নি?"

মাঝে মাঝে লুকিয়ে লেসলিদের বাসার সামনে চলে যায় ও, বাইরে বসে কাঁদতে দেখে প্রিন্স টেরিয়েনকে। মিস্টার বার্ক প্রায়ই বাসা থেকে কিছুক্ষণের জন্য বের করে দেন বেচারাকে। অবশ্য তারও দোষ নেই, বাসার ভেতর সারাক্ষণ টেরিয়েনের হুটোপুটিতে কিছু করা দায়। মাঝে মাঝে তাই টেরিয়েনকে নিয়ে হাঁটতে বের হয় ও। মিস বেসি টেরিয়েনকে দেখা মাত্রই অস্বস্তিতে পায়চারি করা শুরু করে। এখনও কুকুরটার উপস্থিতিতে অভ্যস্ত হতে পারেনি সে।

বছরের এই সময়টা কেন যেন একদমই ভালো লাগে না জেসের। শীতের শেষের দিকের ধুসরতা গ্রাস করে নেয় সবকিছু, নির্জীব হয়ে পড়ে প্রকৃতি, ভাটা পড়ে মানুষের কর্মচাঞ্চল্যে।

অবশ্য লেসলি এর ব্যতিক্রম। পুরনো বাড়িটা ঠিক করার ব্যাপারে একদম সরব সে। বাবাকে সাহায্য করতে পেরে ভীষণ খুশি। কাজের অর্ধেক সময় অবশ্য বাপ বেটির খুনসুটিতেই চলে যায়। একদিন টিফিনের পরে জেসকে যখন লেসলি বলল যে তারা বাবাকে সে "বোঝার" চেষ্টা করছে, অবাক না হয়ে পারল না ও। অভিভাবকদের যে "বোঝা" যায়, বা বোঝার চেষ্টা করা যায় সেটা কখনও মাথাতেই আসেনি ওর। বাবা-মা তো বাবা মা-ই। তাদের বোঝা বা না বোঝার কি আছে? একজন পূর্ণবয়স্ক

BanglaBook.org

লোকের তার নিজের মেয়ের সাথে বন্ধুত্ব পাতানোর ব্যাপারটা একটু অদ্ভুত ঠেকল ওর কাছে। বড়দের বন্ধুরা হবে তাদের সমবয়সী।

লেসলির বাবার ব্যাপারে জেসের অনুভূতিটাকে নাকের ওপরের ফোঁড়ার সাথে তুলনা করা যায়। যত বেশি নাড়াচাড়া করা হবে, ফোঁড়ার আকারও বাড়বে। খুব কষ্ট করে সামলাতে হয় নিজেকে।

অনিচ্ছাকৃতভাবে হলেও জেসের সাথের লেসলির সময় কাটানোর পথে বড় এক বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছেন মিস্টার বার্ক। যেটুকু সময় একসাথে কাটায় ওরা তখনও বাবার ব্যাপারেই কথা বলে লেসলি। হয়ত দেখা যায় নতুন কোন গল্প বলছে লেসলি, তার মাঝে হুট করে "বিল" এর ব্যাপারে আলাপ করা শুরু দেয়।

অবশেষে, অবশেষে একদিন লেসলির নজরে পড়ে জেসের অস্বস্তি। ওর মত বুদ্ধিমান একটা মেয়ের যে ব্যাপারটা ধরতে এতদিন সময় লাগবে সেটা আশা করেনি ও।

"বাবাকে পছন্দ কর না কেন তুমি?"

"কে বলেছে?"

"জেস অ্যারন্স, তোমার কি আসলেও মনে হয় যে আমি এতই বোকা?"

ইদানীং মাঝে মাঝে একটু বোকার মত আচরণ কর- মনে মনে বলল জেস। "কেন তোমার এই ধারণা হল যে 'বিল' কে পছন্দ করি না আমি?"

"অনেকদিন ধরে আমাদের বাসায় আস না তুমি। আমি তো ভেবেছিলাম আমার ওপর রাগ করে আছ হয়ত। কিন্তু তেমনটা নয়। স্কুলে আমার সাথে ঠিকই কথা বল তুমি। মাঝে মাঝে বাসার বাইরে প্রিন্স টেরিয়েনের সাথে খেলতে দেখি তোমাকে, কিন্তু ভেতরে তো আস না।"

"তুমিই তো ব্যস্ত থাকো সবসময়," খুব অস্বস্তির সাথে জেস খেয়াল করল যে ব্রেন্ডার ভঙ্গিতে কথা বলছে সে।

"তাতে কি? আমাকে সাহায্যও তো করতে পার, নাকি?"

BanglaBook.org

বেশ বড়সড় একটা ঝড়ের পর সব যেরকম শান্ত হয়ে আসে, জেসের কাছে অনেকটা সেরকম লাগতে লাগল গোটা ব্যাপারটা। এতদিন কি ও নিজেই তাহলে বোকার মত আচরণ করেছে?

লেসলির বাবার সান্নিধ্যে অভ্যস্ত হতে তারপরও কিছুদিন সময় লাগল ওর। এর একটা বড় কারণ হচ্ছে তাকে যে কি বলে ডাকবে সেটা নিয়ে বিভ্রান্ত সে। "এখন কি করব?" বলার সাথে সাথে লেসলি আর ওর বাবা দু'জনই ফিরে তাকায়। "এখন কি করব, মিস্টার বার্ক," বলতে তখন বাধ্য হয় ও।

"আমাকে তুমি বিল বলে ডাকলেই খুশি হতাম, জেস।"

"জ্বি," আরও কয়েকদিন দোনোমনায় ভুগলো ও ব্যাপারটা নিয়ে, কিন্তু ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে এলো পরিস্থিতি। এমন অনেক কিছু সম্পর্কে জানে জেস (বাসায় নিয়মিত কাজ করার জন্য), যেগুলো মিস্টার বার্ক এতদিন শহরে থাকার দরুণ জানেন না। আসলেই তার কাজে বেশ ভালোরকম সাহায্য করে জেস।

"চমৎকার জেস!" মাঝেমাঝেই ওর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠেন তিনি।"কোত্থেকে শিখলে এটা?" অবশ্য এই প্রশ্নের উত্তরে কি বলবে তা খুঁজে পায় না ও। বলবে কি করে? ও নিজেও তো জানে না। ওর বয়সী একটা ছেলের যে এসব জানার কথা না, তা কখনও মাথাতেই আসেনি ওর। তাই লেসলি আর মিস্টার বার্কের প্রশংসার জবাবে কেবল কাঁধ নাড়ে ও।

প্রথমে ওরা একদম পুরনো ফায়ারপ্লেসটার বাইরের কার্ডবোর্ডগুলো খুলে ফেলল। বেশি কষ্ট করতে হল না কারণ এমনিতেই খুলে আসছিল ওগুলো। এর পরদিন লিভিং রুমের পুরনো ওয়ালপেপারটা তুলে ফেলল তিনজনে মিলে। দেওয়াল রঙ করতে করতে বিলের রেকর্ড প্লেয়ারে গান শোনে ওরা, এরকম গান আগে বেশি শোনেনি জেস। মাঝে মাঝে অবশ্য মিস এডমান্ডসের কোন একটা গান মিস্টার বার্ককে শোনায় ও আর লেসলি মিলে। আর যখন গান শোনে না, তখন নিজেদের মধ্যে কথা বলে ওরা। পুরো দুনিয়ায় কি ঘটছে সে সম্পর্কে ওদের খুলে বলেন বিল। ওর মা যদি

BanglaBook.org

একবার তাঁর কথা শুনতেন তাহলে নিশ্চিত "হিপ্পি" উপাধি দিয়ে দিতেন। লেসলিদের পুরো পরিবারের সবাই-ই ভীষণ রকম মেধাবী, এটা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। হঠাৎ হঠাৎ জুডি (লেসলির মা) এসে কবিতার বই থেকে কবিতা পড়ে শোনান ওদের, অথবা ইটালিয়ান ভাষায় গান শোনান (যার একটা অক্ষরও বোঝে না ও, কিন্তু শুনতে ভালো লাগে ভীষণ)।

লিভিং রুমটার দেওয়ালে সোনালী রঙ লাগাল ওরা। জেস আর লেসলি অবশ্য নীল রঙ লাগাতে চেয়েছিল, কিন্তু বিল সোনালী ছাড়া অন্য কোন রঙ লাগাতে নারাজ। রঙ করা শেষ হলে রুমটা এত সুন্দর দেখাতে লাগল যে ওরা খুশিই হল যে মিস্টার বার্ক ওদের নীল রঙ লাগাতে দেননি।

অবশেষে মিলসবার্গ প্লাজা থেকে কয়েকজন রঙ করার লোক ভাড়া করলেন বিল। কয়েকদিনের মধ্যে পুরো বাড়ির কাঠের মেঝে কালো রঙ করে ফেলল তারা।

"কার্পেটের দরকার নেই," বিল বললেন।

"নাহ," একমত হলেন জুডি। "মোনালিসাকে ঢেকে দেওয়ার মতন হয়ে যাবে তাহলে ব্যাপারটা।"

সবশেষে লিভিংরুমের জানালায় জমে থাকা অনেকদিনের ময়লাও পরিষ্কার করে সেটাও রঙ করে ফেলল ওরা। এরপর জুডিকে ডাক দিয়ে চারজন মিলে মেঝেতে বসে গোটা ঘরের সৌন্দর্য উপভোগ করতে লাগল। আসলেও ভীষণ সুন্দর দেখাচ্ছে ঘরটা।

লেসলির চেহারায় সন্তুষ্টির ছাপ। "এখন থেকে এটাই আমার সবচেয়ে প্রিয় ঘর," বলল সে। "জাদুকরী কিছু একটা আছে এখানে। একমাত্র..." সাবধানী দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল জেস, আনন্দের সময় মানুষ মুখ ফসকে অনেক কিছুই বলে ফেলে যার ওপর তার কোন নিয়ন্ত্রণ থাকে না, "রাজপ্রাসাদেই এরকম কোন ঘর থাকা সম্ভব," শেষ করল লেসলি। যাক, জুডি আর বিলের কাছে টেরাবিথিয়ার কথাটা ফাঁস করেনি মেয়েটা। নিশ্চয়ই ওর চোখের সতর্ক দৃষ্টিটা নজরে এসেছিল তার। টেরাবিথিয়া শুধু ওদের দু'জনেই জন্যই।

BanglaBook.org

পরের দিন প্রিন্স টেরিয়েনকে নিয়ে টেরাবিথিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হল ওরা। প্রায় এক মাসের বেশি হতে চলল একসাথে পা পড়েনি ওদের সেখানে। পুরনো হ্রদটার যতই কাছাকাছি যেতে লাগল হাঁটার গতি ততই কমতে লাগল ওদের। এতদিন পরে যাচ্ছে টেরাবিথিয়ায়, কীভাবে রাজ্য শাসন করতে হয়, সেটা ভুলে যায়নি তো ওরা?

"এত বছর দূরে ছিলাম আমরা টেরাবিথিয়া থেকে," ফিসফিসিয়ে বলল লেসলি, "তোমার কি ধারণা? কি ঘটেছে এই কয় বছরে সেখানে?"

"কোথায় গিয়েছিলাম আমরা?"

"আমাদের উত্তর সীমান্তে বনের শত্রুরা আক্রমন করেছিল, সেই আক্রমন ঠেকাতে," জবাব দিল লেসলি। "কিন্তু সেখান থেকে রাজ্যের কারও সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব ছিল না, তাই আমরা জানি না টেরাবিথিয়া কি অবস্থায় আছে," একদম স্বাভাবিক ভঙ্গিতে কথা বলে যাচ্ছে লেসলি, যেভাবে একজন যোগ্য রাণীর বলার কথা। জেস নিজে যদি এভাবে কথা বলতে পারত!

"খারাপ কিছু হয়নি তো?"

"আমাদের সাহস হারালে চলবে না মহারাজ। দুষ্টের আগমন কখন ঘটে সেটা সম্পর্কে কেউই আগেভাগে অবগত নয়।"

দড়ি দিয়ে ঝুলে হ্রদটা পার হয়ে আসল ওরা। এপাশে এসে মাটি থেকে দু'টো গাছের ডাল তুলে নিয়ে একটা জেসের দিকে এগিয়ে দিল লেসলি, "আপনার তলোয়ার, জাহাপনা," ফিসফিস করে বলল।

জবাবে কেবল মাথা নাড়ল জেস। এরপর দু'জন সাবধানী ভঙ্গিতে মাথা নিচু করে এগোতে লাগল সামনে, টিভিতে এমনটাই দেখেছে ওরা।

"রাণী সাহেবা! আপনার পেছনে! সাবধান!"

কাল্পনিক শত্রুর সাথে লড়াইয়ের জন্য ঘুরে দাঁড়াল লেসলি। এরপর একসাথে অনেকে আক্রমন করল ওদের। টেরাবিথিয়া রাজ্যে প্রথমবারের মত বেজে উঠল যুদ্ধের দামামা। রাজ্যের সেনাপতি ও রক্ষাকর্তা প্রিন্স

BanglaBook.org

টেরিয়েন অবশ্য খুশি মনে দৌড়ে বেড়াচ্ছে, বিপদ আঁচ করার মত বয়স হয়নি এখনও তার।

"পিছু হটতে শুরু করেছে ওরা," মহারাণী বললেন রাজার উদ্দেশ্যে।

"হাল ছাড়া যাবে না।"

"ওদের রাজ্য থেকে দূর করে তবেই শান্তি। এমন ব্যবস্থা করতে হবে যাতে আমাদের প্রজাদের অত্যাচারের জন্য আর কখনও ফিরে আসতে না পারে।"

"এখনও সময় আছে, পালিয়ে যা তোরা! সাবধান করছি!" হ্রদের কাছে নিয়ে গেল ওরা শত্রুদের। দু'জনেই ঘেমে উঠেছে এতক্ষণের লড়াইয়ে।

"অবশেষে! টেরাবিথিয়া এখন স্বাধীন!"

একটা গাছের গুড়ির ওপর বসে পড়লেন টেরাবিথিয়ার রাজা, কিন্তু তাকে এখনই বিশ্রাম দিতে নারাজ মহারাণী, "জাহাপনা, আমাদের এখন পাইন বনে গিয়ে শ্রদ্ধা জানানো উচিত, আজকের বিজয়ের জন্য।"

তার পেছন পেছন পাইন বনে চলে আসল জেস, সেখানে আধো-আলো আধো অন্ধকারে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল ওরা।

"কাদের ধন্যবাদ জানাব আমরা?" ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করল ও।

"ঈশ্বর," যেন ওর প্রশ্নের জবাব দেওয়ার জন্য তৈরিই ছিল লেসলি। "আর প্রাচীন সম্রাদের।"

"আপনাদের জন্যই সম্ভব হয়েছে আজকের বিজয়," সংশয় ভরা কণ্ঠে বলল জেস, সন্তুষ্টির ছাপ পড়ল লেসলির চেহারায়।

"আশা করি টেরাবিথিয়ার সর্বার নিরাপত্তা এভাবেই চিরকাল নিশ্চিত করবেন আপনারা," বলল লেসলি।

এ সময় ডেকে উঠল প্রিন্স টেরিয়েন, যেন সায় জানাল ওর সাথে।

কষ্ট করে হাসি আটকাল জেস। "আর এখানকার রক্ষাকর্তা, প্রিন্স টেরিয়েনকে করে তুলবেন স্বমহিমায় উজ্জ্বল। যেন শত্রুদের বিরুদ্ধে বীরবেশে লড়াই করতে পারে সে। অ্যামেন।"

"অ্যামেন।"

BanglaBook.org

পবিত্র জায়গাটা থেকে বের হওয়ার আগ পর্যন্ত কষ্ট করে হাসি চেপে রাখল জেস।

*

টেরাবিথিয়ার সমস্যা দূর করার কয়েকদিন পরে স্কুলে নতুন এক সমস্যার সম্মুখীন হল ওরা। লেসলি একদিন টিফিন পিরিয়ডের পরে জেসকে জানাল যে মেয়েদের বাথরুমে কারও কান্নার আওয়াজ শুনতে পেয়েছে সে। এরপর নিচু কণ্ঠে বলল, "জানি, অবিশ্বাস্য শোনাবে, কিন্তু আমার বিশ্বাস জেনিস এভারির কান্নার আওয়াজ ছিল ওটা।"

"মজা করছ তুমি!" জেনিসের মত একটা মেয়ে কাঁদছে, সেটা কেন যেন কল্পনাতেও আসছে না জেসের।

"পুরো স্কুলে কিন্তু একমাত্র ওর স্নিকারসেই উইলিয়ার্ড অ্যাডামসের নাম লেখেছে কেউ। তাছাড়া, সিগারেটের ধোঁয়া এত বেশি ছিল যে ঠিক মতো শ্বাসও নেয়া যাচ্ছিল না।"

"তুমি কি নিশ্চিত যে কাঁদছিল সে?"

"জেস অ্যারন্স, কারও কান্নার আওয়াজ চেনার ক্ষমতা আছে আমার!"

বিস্ময়ের সাথে জেস খেয়াল করল যে জেনিসের এই অবস্থার জন্য খারাপ লাগছে তার, খানিকটা অপরাধবোধও হচ্ছে। অথচ সারাজীবন ওকে আর অন্যান্য ছোট ছেলে মেয়েদের জ্বালিয়েই এসেছে জেনিস। "ওকে যখন উইলিয়ার্ডের নকল চিঠিটা নিয়ে সবাই খেপিয়েছে তখনও তো কাঁদেনি সে," বলল ও।

"হ্যাঁ, জানি আমি।"

"বেশ," কিছুক্ষণ পর লেসলির দিকে তাকিয়ে বলল জেস, "তাহলে এখন আমাদের করণীয় কি?"

"আমাদের আবার কি করণীয়?" অবাক কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল লেসলি।

ব্যাপারটা কীভাবে ব্যাখ্যা করবে ও? "লেসলি, তোমার কি মনে হয় না যে আমাদের ওকে সাহায্য করা উচিত?"

বিভ্রান্ত দেখাল লেসলিকে।

BanglaBook.org

"তুমিই তো আমাকে শিখিয়েছ যে সবার সাথেই ভালো ব্যবহার করা উচিত," বলল ও।

"জেনিস এভারির সাথেও?"

"তোমার ধারণা যদি সত্যি হয়, তাহলে নিশ্চয়ই খারাপ কিছু একটা ঘটেছে তার সাথে।"

"কি করতে চাও তুমি?"

"মেয়েদের বাথরুমে তো আর আমি ঢুকতে পারব না," লজ্জায় লাল হয়ে বলল জেস।

"তাই এখন আমাকে যেতে হবে সেখানে, না? আমি পারব না, জেস অ্যারন্স।"

"লেসলি, যদি উপায় থাকত, তাহলে অবশ্যই যেতাম," মন থেকেই কথাটা বলল জেস, "ওকে তুমি ভয় পাও না তো?" স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্নটা করল ও, লেসলি যে কাউকে ভয় পেতে পারে সেটা আগে মাথাতেই আসেনি ওর।

চোখ সরু করে ওর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল লেসলি, এরপর বলল, "ঠিক আছে, যাচ্ছি আমি। কিন্তু তোমাকে জানিয়ে রাখি, জেনিসকে সাহায্য করার এই সিদ্ধান্তটা আমার পছন্দ হচ্ছে না মোটেও।"

লেসলির পেছন পেছন স্কুলের করিডোর ধরে গিয়ে মেয়েদের ওয়াশরুমের সবচেয়ে কাছাকাছি যে ক্লাসরুমটা আছে সেখানে গিয়ে দাঁড়াল জেস। জেনিস যদি লেসলিকে বের করে দেয় ওখান থেকে তাহলে ও-ই সবার আগে সাহায্য করতে পারবে।

লেসলি ভেতরে চলে যাবার পর প্রায় দু'তিন মিনিট কিছুই কানে আসল না ওর। এরপর হঠাৎ কারও কথা বলার আওয়াজ ভেসে এলো ভেতর থেকে। নিশ্চয়ই জেনিসের সাথে কথা বলা শুরু করেছে সে। এ সময় হঠাৎ করেই কতগুলো গালির আওয়াজ শুনতে পেল ও, দরজা বন্ধ থাকা সত্ত্বেও ওগুলো বুঝতে সমস্যা হল না, এতটাই জোরে কথা বলছে জেনিস। আর এর পরপরই কান্নার আওয়াজ- আবার কথা বলার শব্দ-বেলের আওয়াজ।

BanglaBook.org

কেউ যদি দেখে ফেলে যে মেয়েদের বাথরুমের দরজার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ও, তাহলে ঝামেলায় পড়বে। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে চলে যাওয়া তো আর সম্ভব না। যুদ্ধক্ষেত্রে সতীর্থকে রেখে পলায়নের মত হয়ে যাবে ব্যাপারটা। স্কুলের অন্যান্য বাচ্চারা মাঠ থেকে ভেতরে আসতে শুরু করল ধীরে ধীরে। আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে অগত্যা ইচ্ছের বিরুদ্ধে তাদের সাথে ক্লাসরুমের দিকে পা বাড়াল ও। মাথায় ঘুরছে গালাগাল আর কান্নার আওয়াজ।

সিটে বসে দরজার দিকে তাকিয়ে থাকল লেসলির আগমনের অপেক্ষায়। ওর কেন যেন বারবার মনে হচ্ছিল যে টম অ্যান্ড জেরি কার্টুনে টমের ওপর ভারি কিছু পড়লে সে যেরকম চ্যাপ্টা হয়ে যায়, সেভাবেই ক্লাসে প্রবেশ করবে লেসলি। কিন্তু ওর ধারণা ভুল প্রমাণ করে হাসিমুখে ক্লাসে প্রবেশ করল লেসলি। কোন সমস্যা হয়নি তার। মিসেস মেয়ারের কাছে গিয়ে দেরি হবার কারণ ফিসফিসিয়ে বলল সে। জবাবে চওড়া হাসি নিয়ে তার দিকে তাকালেন তিনি। এই হাসিটা কেবল লেসলির জন্যই বরাদ্দ।

কি হয়েছে সেটা এখন জানবে কীভাবে ও? যদি একটা কাগজে কিছু লেখে সেটা লেসলির কাছে পাঠায় তাহলে অন্য বাচ্চারা পড়ে ফেলবে। লেসলির সিট একদম সামনে, সেখানে কোন ময়লা ফেলার ঝুড়ি বা পেন্সিল শার্পনারও নেই যে উঠে গিয়ে সেই ছুতোয় কথা বলবে তার সাথে। আর ওর দিকে একবারের জন্যও তাকাচ্ছে না লেসলি, একদম সোজা হয়ে বসে আছে। আত্মতৃপ্তির ছাপ তার চোখেমুখে।

পুরো বিকেলটাই একটা মুচকি হাসি লেগে থাকল লেসলির ঠোঁটের কোণে। স্কুল শেষে বাসে ওঠবার পর তার দিকে তাকিয়ে যখন একটা হাসি উপহার দিল জেনিস এভারি, বিস্ময়ে চোয়াল ঝুলে গেল জেসের। কি হয়েছিল তখন বাথরুমে সেটা জানার জন্য ভেতরে ভেতরে ফেটে যাচ্ছে ও। এমনকি বাস থেকে নামার পরও ওকে বলল না লেসলি। মেরি বেলের

BanglaBook.org

দিকে ইঙ্গিত করে বলল, "বাচ্চাদের সামনে এসব ব্যাপার আলোচনা করা ঠিক হবে না।"

অবশেষে, অবশেষে টেরাবিথিয়ার দুর্গে ওকে সব খুলে বলল সে।

"জানো, কেন কাঁদছিল জেনিস?"

"আমি কীভাবে জানবো? অনেক হয়েছে লেসলি, এবার দয়া করে বলবে আমাকে? কি হচ্ছিল সেখানে?"

"জেনিস এভারির ভাগ্যটা খুব খারাপ। সেটা কখনও মনে হয়েছে তোমার?"

"লেসলি! সব খুলে বল আমাকে!"

"খুবই জটিল একটা সমস্যা। এখন আমি বুঝতে পারছি যে সবার সাথে কেন ওরকম ব্যবহার করে সে।"

"দম বন্ধ হয়ে মারা যাবার আগে দয়া করে আমাকে বলবে কারণটা?"

"তুমি কি জানো যে ওর বাবার কাছে প্রতিদিনই মার খেতে হয় তাকে?"

"অনেক বাবাই তাদের ছেলে মেয়েদের মারেন, শাসন করার জন্য।"

এখনও পরিষ্কার করে কিছু বলছে না লেসলি।

"সেই শাসনের সাথে জেনিসের মার খাবার অনেক পার্থক্য। আর্লিংটন হাজতে কয়েদীদের যেভাবে মারা হয় সেরকম মার খায় সে, প্রতিদিন," অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল লেসলি, "তুমি চিন্তা করতে পার..."

"এই জন্যই কাঁদছিল সে? কারণ বাবার কাছে মার খেতে হয় তাকে?"

"নাহ। মার তো প্রতিদিনই খায় সে। সেটার জন্য স্কুলে এসে কাঁদবে না সে।"

"তাহলে *কেন* কাঁদছিল?"

"আসলে-"লেসলি যে ইচ্ছে করে দেরি করছে সেটা বুঝতে পারল এবারে, "আসলে আজ সকালে বাবার ওপর এতটাই রাগ ছিল জেনিস যে তার দুই বান্ধবী- উইলমা আর ববিকে সব খুলে বলে সে।"

"কি?!"

BanglaBook.org

"হ্যাঁ। আর ঐ দুজন," ঘৃণায় বিকৃত হয়ে গেল লেসলির মুখ, "ক্লাসের সবাইকে বলে দিয়েছে সবকিছু।"

জেনিস এভারির জন্য করুণায় ভরে উঠল ওর মন।

"এমনকি টিচাররাও সব জানেন এখন।"

"ঈশ্বর!" একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল জেস। লার্ক ক্রিক এলিমেন্টারি স্কুলের একটা অলিখিত নিয়ম হচ্ছে বাসার সমস্যা নিয়ে কিছু আলাপ করা যাবে না। কারও অভিভাবক যদি গরিব হয়ে থাকে, কিংবা খুব খারাপ ব্যবহার করে বা বাসায় যদি টিভি না থাকে, তবে সেই ছাত্রছাত্রীর দায়িত্ব সে কথা গোপন রাখা। কাল নাগাদ স্কুলের প্রত্যেককে আলোচনা করতে দেখা যাবে জেনিস এভারির বাবাকে নিয়ে। সেক্ষেত্রে কারও বাবা যদি জেলে থাকে কিংবা কেউ যদি বাসায় নিয়মিত মারও খায়, দেখা যাবে সে-ও সমালোচনা করছে ব্যাপারটার।

"আরেকটা ব্যাপার জানো?"

"কি?"

"আমি জেনিসকে বলেছি যে আমাদের বাসায় টিভি নেই শুনে সবাই কি রকম খোঁটা দিয়েছিল আমাকে। তাকে বুঝিয়েছি যে তার পরিস্থিতিটার সাথে কিছুটা হলেও পরিচিত আমি।"

"তখন কি বলল সে?"

"সে জানত যে সত্যিই বলছি আমি। আমার কাছে উপদেশও চেয়েছে যে এরকম পরিস্থিতিতে কি করা যায়।"

"তাই?"

"আমি বলেছি একদম পাত্তা না দিতে ব্যাপারটা। এমন ভান ধরবে যেন ববি আর উইলমা কি বলছে সেটা সম্পর্কে কোন ধারণাই নেই তার। এক সপ্তাহের মধ্যে সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।" ওর দিকে ঝুঁকে আসল লেসলি, "কি মনে হয় তোমার? উপদেশটা কেমন?"

"সেটা আমি কীভাবে বলব? জেনিস শান্ত হয়েছিল কথাটা শোনার পর?"

BanglaBook.org

"হ্যাঁ, কিছুটা। দেখলে না আজ বিকেলে কীভাবে হাসল আমাদের দিকে তাকিয়ে?"

"তাহলে উপদেশটা ভালোই ছিলো।"

ওর কাঁধে হেলান দিয়ে বসল লেসলি, "আর জেস?"

"কি?"

"তোমাকে ধন্যবাদ। তোমার জন্যই এখন আমার দেড়টা বন্ধু আছে লার্স ক্রিক স্কুলে।"

কথাটা শুনে বেশ খারাপ লাগল জেসের। ওরা কি আসলেও লেসলির বন্ধুত্বের যোগ্য? "নাহ, আরও বেশি বন্ধু আছে তোমার এখানে।"

"মোটেও না। মিসেস মেয়ার নিশ্চয়ই আমার বন্ধু নন?"

এই টেরাবিথিয়া দুর্গে, আলো আঁধারির মাঝে অদ্ভুত একটা অনুভূতি গ্রাস করে নিল জেসের মন। কিছুটা দুঃখবোধ করছে লেসলির একাকীত্বের কথা ভেবে, আবার ভীষণ খুশিবোধও হচ্ছে। লেসলির একমাত্র বন্ধু ও- এই চিন্তাটা ভীষণ তৃপ্তিদায়ক।

সেদিন রাতে ঘরের আলো না জ্বেলেই বিছানায় উঠে পড়ল ও, যাতে ছোট বোনদের ঘুমে কোন সমস্যা না হয়। মেরি বেলের ধীরস্বরে "জেস" ডাকে অবাক হল ভীষণ। এতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়ার কথা তার।

"এখনও জেগে আছ কেন তুমি?"

"জেস, আমি জানি তুমি আর লেসলি কোথায় যাও।"

"মানে?"

"তোমাদের পিছু নিয়েছিলাম আমি।"

এক লাফে মেরিদের বিছানার পাশে চলে আসল জেস। "কেন আমাদের পিছু নিয়েছিলে?"

"কি হয়েছে তাতে?" অনেকটা ব্রেন্ডার স্বরে জিজ্ঞেস করল মেরি।

কাঁধ ধরে জোর করে তাকে উঠে বসাল ও, মৃদু আলোয় দেখতে পেল যে ভয় খেলা করছে মেরির চোখে।

BanglaBook.org

"মেরি বেল অ্যারন্স, ভালো করে শুনে রাখ," কঠোর স্বরে কথাগুলো বলল সে, "আর একবার যদি আমাদের পিছু নাও, তাহলে পরিণাম ভালো হবে না।"

"ঠিক আছে, ঠিক আছে-" আবার শুয়ে পড়তে পড়তে বলল মেরি, "কিন্তু মাকে বলে দিব সব।"

"মেরি বেল, ওরকম কিছু করবে না তুমি। মাকে কিছু বলবে না!"

জবাবে নাক দিয়ে কেবল আওয়াজ করল মেরি।

আবার তাকে কাঁধ ধরে উঠে বসাল জেস, এতটাই মরিয়া সে, "আমি কিন্তু মজা করছি না, মেরি। আমরা কোথায় যাই, সে ব্যাপারে কাউকে কিছু বলবে না তুমি," এটুকু বলে ছেড়ে দিল মেরির কাঁধ। "এখন আর কোন কথা শুনতে চাই না, ঘুমাও।"

"কেন কাউকে কিছু বলব না?"

"কারণ, যদি তুমি কিছু বল; আমি বিলি জিন এডওয়ার্ডসকে এটা জানিয়ে দিব যে এখনও মাঝে মাঝে রাতে বিছানার চাদর ভিজিয়ে ফেল তুমি।"

"না!"

"একবার বলেই দেখ না।"

মেরি বেল প্রতিজ্ঞা করল যে কাউকে কিছু বলবে না, কিন্তু তারপরও বেশ খানিকক্ষণ ঘুম আসল না জেসের। ছয় বছরের একটা মেয়েকে এরকম গোপনীয় একটা তথ্যের ব্যাপারে কীভাবে ভরসা করবে ও?

মাঝে মাঝে জীবনটাকে তাসের ঘরের মতন মনে হয়, এক মুহূর্ত আগেই সব ঠিকঠাক, কিন্তু পরক্ষণে একটা টোকাই ওলট পালট করে দিতে পারে সব কিছু।

BanglaBook.org

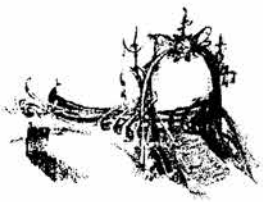

আট
ইস্টার সানডে

ইস্টারের আর বেশি দেরি নেই, এতদিনে ঠাণ্ডা কমে আসার কথা। কিন্তু মিস বেসিকে এখনও প্রতি রাতেই ভেতরেই ঢুকিয়ে রাখতে হয়। আর বৃষ্টি তো আছেই। পুরো মার্চ মাস ধরেই অঝোর ধারায় বৃষ্টি হয়েছে। কয়েক বছরের মধ্যে প্রথমবারের মত পুরনো হ্রদটায় পানি জমেছে। খুব অল্পও নয় সে পানির পরিমাণ। যখন দড়িতে ঝুলে টেরাবিথিয়ায় পাড়ি জমায় ওরা, রীতিমত ভয় লাগে সেদিকে চোখ গেলে। প্রিন্স টেরিয়েনকে জ্যাকেটের ভেতরে ঢুকিয়ে নিয়ে পার হয় জেস। কুকুরছানাটা খুব দ্রুত বড় হয়ে যাচ্ছে, ক'দিন পর আর জ্যাকেটের ভেতরে আটবে বলে মনে হয় না।

BanglaBook.org

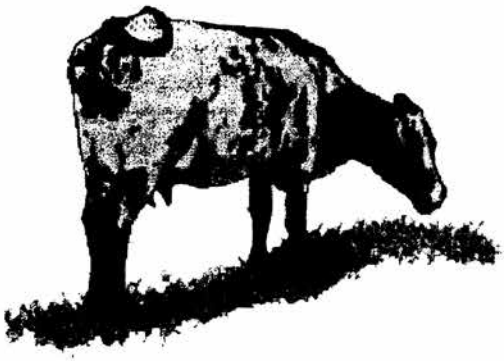

এলি আর ব্রেন্ডা ইতোমধ্যেই ঝগড়া শুরু করেছে চার্চে কি পরে যাবে সেটা নিয়ে। কয়েক বছর আগে স্থানীয় পাদ্রীর সাথে মার কথা কাটাকাটি হওয়াতে বছরে একমাত্র ইস্টারেই পুরো অ্যারন্স পরিবার একসাথে চার্চে যায়। ওদের মা হয়ত সবসময়ই একটু টিপে টিপে খরচ করেন, তবুও এই দিন তিনি সর্বোচ্চ চেষ্টা করেন যাতে তার পরিবারের সবাইকে একদম ঠিকঠাক দেখায়। কিন্তু এবার যেদিন মিলসবার্গ প্লাজায় ওদের যাওয়ার কথা ছিল কেনাকাটা করতে, তার আগেরদিনই ওয়াশিংটন থেকে দ্রুত চলে আসেন বাবা। চাকরি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে তাকে।

কথাটা শোনার সাথে সাথে তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠল ব্রেন্ডা আর এলি। "আমাকে জোর করে চার্চে নিয়ে যেতে পারবে না তোমরা," ব্রেন্ডা বলল, "এবার পরার মত কিছু নেই আমার, সেটা তোমরাও ভালোমতই জানো।"

"কারণ তুমি মুটিয়ে গেছ," বিড়বিড় করে বলল মেরি বেল।

"পিচ্চিটা কি বলল শুনেছ তুমি, মা? ওকে মেরেই ফেলব আমি।"

"ব্রেন্ডা, দয়া করে চুপ করবে?" মা বললেন তীক্ষ্ণস্বরে, "জামা কাপড় ছাড়াও আরও বড় ব্যাপার নিয়ে চিন্তা করতে হবে আমাদের," ক্লান্ত শোনাল তার গলা।

এসময় ওর বাবা উঠে গিয়ে এক কাপ ব্ল্যাক কফি ঢেলে নিলেন কেতলি থেকে।

"আমরা কিছু জামা কাপড় ভাড়া করলেও তো পারি," এলি প্রস্তাব দিল।

"অথবা এমনটাও করা যায় যে একটা দোকান থেকে কিছু কিনে নিয়ে এসে সেটা পরে ফেরত দিয়ে দিলাম। বলব যে গায়ে লাগেনি। ওরা তখন নিশ্চয়ই কোন ঝামেলা করবে না," ব্রেন্ডা বলল।

"এরকম বোকা কোন দোকানীর অস্তিত্ব আছে বলে জানা নেই আমার। তোমাদের মার কথা কানে যায়নি? মুখে তালা লাগিয়ে বসে থাক!" বাবা বললেন ধমকের স্বরে।

BanglaBook.org

ব্রেন্ডা চুপ করে গেল, কিন্তু তার চুইংগামটা চাবাতে লাগল শব্দ করে। যেন বোঝাতে চাইছে যে এত সহজে দমার পাত্রী না সে।

জেস এক সুযোগে পালিয়ে এসেছে বাইরে। মিস বেসির সাথে বসে আছে এখন। এসময় কেউ একজন কড়া নাড়ল, "জেস?"

"লেসলি, ভেতরে আস।"

একবার দরজার ফাঁক দিয়ে মাথা ঢুকিয়ে উঁকি দিল সে, এরপর ওর টুলের পাশে এসে বসে পড়ল। "কি অবস্থা?"

"সে কথা জিজ্ঞেসও কর না," দুধ দোয়াতে দোয়াতে বলল জেস।

"এতটা খারাপ?"

"ব্রেন্ডা আর এলি মিলে চেঁচিয়ে বাসা মাথায় তুলেছে কারণ নতুন জামাকাপড় পায়নি তারা ইস্টারের জন্য, তার ওপর বাবার চাকরি চলে গেছে।"

"আহহা, আমি খুবই দুঃখিত জেস। মানে তোমার বাবার ব্যাপারটার জন্য।"

হেসে ফেলল জেস। "ব্রেন্ডা আর এলিকে নিয়ে আমিও ভাবি না অতটা। যে কারও কাছ থেকে নতুন জামা কাপড় আদায় করতে ওস্তাদ ওরা। চার্চে গিয়ে তারা যে কি করে সেটা দেখলে ওখানেই অজ্ঞান হয়ে যাবে তুমি।"

"তোমরা যে চার্চে যাও সেটা জানতাম না আমি।"

"শুধু ইস্টারে," বলল জেস। "তোমরা তো সেদিনও যাও না মনে হয়।"

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল লেসলি। "আমি ভাবছিলাম এবার যাব।"

দুধ দোয়ানো বন্ধ করে দিল জেস। "তোমাকে আমি এখনও বুঝে উঠতে পারলাম না লেসলি।"

"আসলে, আগে কখনও চার্চে যাইনি আমি। নতুন একটা অভিজ্ঞতা হবে আমার জন্য।"

আবার আগের কাজ করা শুরু করল ও, "তোমার ভালো লাগবে না।"

"কেন?"

"খুবই একঘেয়ে।"

BanglaBook.org

"সেটা আমি নিজেই যাচাই করতে চাই। তোমার বাবা-মা কি নেবে আমাকে তোমাদের সাথে?"

"প্যান্টের বদলে অন্য কিছু পড়তে হবে তোমাকে।"

"প্যান্ট-শার্ট বাদেও, অনুষ্ঠানে যাবার মত ভালো ভালো কিছু মত পোশাকও আছে আমার, জেস অ্যারন্স," কোমরে হাত দিয়ে বলল লেসলি।

মেয়েটা ওকে অবাক করেই যাচ্ছে।

"হা কর," বলল জেস।

"কেন?"

"যা বলছি শোন।" কথামতো কাজ করল লেসলি।

মিস বেসির দুধের উষ্ণ একটা ধারা ছুটে গেল সেদিকে।

"জেস অ্যারন্স!" ঠিকমত ওর নামটাও বলতে পারল না লেসলি, দুধ গড়িয়ে পড়ছে চিবুক বেয়ে।

"এখন কথা বল না, মুখ থেকে সব বেরিয়ে যাবে! এরকম খাঁটি জিনিস কোথাও পাবে না তুমি।"

মুখ বন্ধ রেখেই হাসতে লাগল লেসলি। কিছুক্ষণ পর তার হাসি রূপ নিল কাশিতে। অনেকক্ষন পর হাসি থামিয়ে চোখ বন্ধ করে আবার মুখ খুললো সে।

কিন্তু এবার জেস হাসছে, তাই দুধ দোয়াতে পারছে না ঠিকমত।

"আমার কানে ঢুকে গেছে দুধ, বোকা!" হাসতে হাসতে বলল লেসলি। সোয়েটারের হাতা কানে দিয়ে পরিষ্কার করার চেষ্টা করতে লাগল।

"কাজ শেষ হলে দয়া করে বাসায় এসে আমাদের বাধিত করবেন, জেস," দরজায় দাঁড়িয়ে গম্ভীর স্বরে বললেন বাবা।

"আমি যাই এখন," চোখ নিচু করে বলল লেসলি। ওর বাবা দরজা থেকে সরে দাড়ালে ছুটে বেরিয়ে গেল সে। জেসের মনে হল যে আরও কিছু বলবেন বাবা, কিন্তু দরজার বাইরেই মিনিটখানেক দাঁড়িয়ে থেকে ফিরে গেলেন তিনি।

*

BanglaBook.org

এলি মাকে শর্ত দিয়েছে যে চার্চে নিতে হলে তাকে নতুন ব্লাউজটা পড়তে দিতে হবে (যেটা অপছন্দ তাঁর), আর ব্রেন্ডা বলেছে অন্তত নতুন একটা স্কার্ট কিনে দিতে হবে। শেষ পর্যন্ত জেস আর ওর বাবা বাদে অন্য সবাই-ই নতুন কিছু না কিছু কিনল, অবশ্য সেটা নিয়ে চিন্তিত না তাদের কেউই। কিন্তু জেসের মনে হল যে ইচ্ছা করলে এই পরিস্থিতিটাকে কাজে লাগাতে পারে সে।

"আমি যেহেতু নতুন কিছু পাচ্ছি না, লেসলিকে আমাদের সাথে চার্চে নিয়ে যাই?"

"ঐ মেয়েটা?" তার মার চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে 'না' করে দেওয়ার জন্য যথার্থ অজুহাত খুঁজছেন। "ওর ভালো কোন জামাকাপড় নেই।"

"মা! লেসলির হাজারটা সুন্দর সুন্দর গাউন আর স্কার্ট আছে," খানিকটা এলির ভঙ্গিতে বলল জেস।

দুশ্চিন্তা ভর করল মার চেহারায়। নিচের ঠোঁট কামড়াতে লাগলেন তিনি, ঠিক যেমন ছোট্ট জয়েস অ্যান মাঝে মাঝে কোন কারণে ভয় পেলে কামড়ায়। "আমি চাই না কেউ আমার পরিবারের দিকে আঙুল তুলে দেখাক," ক্ষীণস্বরে বললেন তিনি।

জেসের একবার মনে হল তাকে জড়িয়ে ধরে আশ্বস্ত করবে, যেমনটা মেরি বেলকে করতে হয় মাঝেমাঝে। "ও সেরকম কিছুই করবে না মা, বিশ্বাস কর।"

"বেশ, যদি ভালো কিছু পরে ও..." একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন মা।

*

আসলেও ভালো লাগছে লেসলিকে দেখতে। একটা গাঢ় নীল রঙের গাউন পড়েছে সে, ফুলের নকশা পুরোটা জুড়ে। পায়ে চামড়ার জুতো, যেটা আগে কখনও তাকে পরতে দেখেনি জেস। সবসময় স্নিকার্সই পরে সে, লার্ক ক্রিকে অন্যান্য বাচ্চাদের মতন। এমনকি তার আচার আচরণও ভিন্নরকম ওর বাবা-মার সামনে। মাথা নিচু করে জবাব দিচ্ছে সব প্রশ্নের।

BanglaBook.org

যেন মিসেস অ্যারন্স যে তাকে নিয়ে আসার পক্ষপাতী ছিলেন না, সেটা কোনভাবে বুঝতে পেরেছে সে। জেস বুঝতে পারল যে নিজের সর্বোচ্চটা দিয়ে তাকে খুশি করার চেষ্টা করছে লেসলি, কারণ কথায় কথায় "ম্যাম" সম্বোধন করছে সে, যেটা সচরাচর করে না।

লেসলির সাথে তুলনা করলে ব্রেন্ডা আর এলিকে দেখলে মনে হবে যেন দু'টো উটপাখি নকল পেখম লাগিয়ে ময়ূর সাজার চেষ্টা করছে। তারা দু'জনেই বাবা-মার সাথে পিকআপের কেবিনে বসল। ব্যাপারটা একটু অস্বস্তিদায়ক, কারণ ব্রেন্ডার সাস্থ্য আগের তুলনায় বেশ ভালো হয়েছে গত কয়েকমাসে। লেসলি, জেস আর ওর ছোট দুই বোন খুশিমনেই পিকআপের পেছনে উঠে পড়ল।

সূর্যের খুব বেশি দেখা মিলছে না, তবে আজ অনেকদিন পর সকাল থেকে একবারও বৃষ্টি হয়নি। রোদ উঠছে কিছুক্ষণ পরপর। মিস এডমান্ডসের ক্লাসে শেখা কয়েকটা গান গেল ওরা সবাই মিলে। এমনকি জয়েস অ্যানের জন্য "জিঙ্গেল বেলস" গানটাও গাইলো। বাতাসে ভেসে বেড়াতে লাগল ওদের গানের সুর, পাখিরা গলা মেলাল। পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে একেবেকে চলে গেছে রাস্তা। দু'ধারের মনোরম দৃশ্য মুগ্ধ করবে যে কাউকে। অবশ্য খুব বেশীক্ষণ সে দৃশ্য উপভোগ করার সুযোগ হল না ওদের, পৌঁছে গেল চার্চে। জয়েস অ্যান তো কেঁদেই দিল, কারণ *"সান্তা ক্লজ ইজ কামিং টু টাউন"* গানটা সবে শুরু করেছিল ওরা, তার প্রিয় গান। গলায় আলতো করে সুড়সুড়ি দিয়ে তাকে হাসাল জেস। পিকআপ থেকে নামতে নামতে আবার হাসিখুশি হয়ে গেল জয়েস।

কিছুটা দেরি হয়ে গেছে ওদের, অবশ্য ব্রেন্ডা আর এলিকে সেটা নিয়ে চিন্তিত মনে হল না। দেরি করে আসাতে সবার চোখের সামনে দিয়ে হেঁটে যেতে পারবে ওরা, সবাই ঈর্ষান্বিত চোখে দেখবে ওদের নতুন পোশাক।বড় দুই বোনকে নিয়ে আসলেও মাঝে মাঝে লজ্জায় পড়ে যায় জেস। আর ওর মা কিনা চিন্তা করছিলেন যে লেসলির কারণে ওদের দিকে আঙুল তুলবে

BanglaBook.org

কেউ। মাথা নিচু করে সবার পেছন পেছন হেঁটে গিয়ে সামনের চেয়ারে বসল জেস, পেছনে শুধু বাবা।

চার্চ সবসময়ই একই রকম লাগে জেসের। স্কুলে যেভাবে কোন কিছু নিয়ে বেশি না ভেবে অন্য সবার সাথে তাল মেলায়, এখানেও সেরকমটাই করে ও। যখন সবাই উঠে দাঁড়ায়, তখন সে-ও ওঠে, যখন সবাই বসে পড়ে, সে-ও বসে। মাথায় কিন্তু চার্চের কোন কিছু ঘোরে না, বরং অন্য সব আজগুবি ব্যাপার নিয়ে ভাবতে থাকে।

অবশ্য সবাই যখন ধর্মীয় সঙ্গীত গাচ্ছিল, তখন সেদিকে মনোযোগ দিতে বাধ্য হয় ও। লেসলিও গাইছে প্রাণ খুলে, কিছুটা অবাকই হল সে।

যাজক মহাশয় প্রথমে শান্তস্বরে কিছুক্ষণ কথা বলেছেন, কিন্তু এরপরেই চড়ে গেছে তার গলা। প্রতিবার যখন তিনি আগের বারের চেয়ে জোরে কিছু বলে ওঠেন, চমকে যায় জেস। আর যেহেতু তার কথায় কোন মনোযোগ নেই ওর, হতভম্ব হয়ে বসে থাকে কিছুক্ষণ। যাজকের লাল হয়ে যাওয়া, ঘামে ভেজা মুখটা দেখে মায়াই হয়। এত কষ্ট করছেন তিনি, অথচ কিছুই কানে ঢুকছে না ওর। অনেকটা জয়েস অ্যানের ওপরে ব্রেন্ডার নিষ্ফল আস্ফালনের মত ব্যাপারটা।

ব্রেন্ডা আর এলিকে চার্চ থেকে বের করতে বেশ বেগ পেতে হল। জেস আর লেসলি আগেই গিয়ে মেরি আর জয়েসকে তুলে দিয়েছে পিক-আপের পেছনে। এরপর ওরাও উঠে পড়ে অপেক্ষা করছে সবার জন্য।

"এখানে এসে সত্যিই খুব ভালো লেগেছে আমার।"

চোখে অবিশ্বাস নিয়ে লেসলির দিকে তাকাল জেস।

"অন্তত সিনেমা দেখার চেয়ে ভালো ছিল ব্যাপারটা।"

"মজা করছ তুমি।"

"মোটেও না," সে যে সত্য বলছে তা ধরতে পারল জেস। "গোটা ব্যাপারটাই বেশ কৌতূহল উদ্দীপক।"

"মানে?"

BanglaBook.org

"মৃত্যুর পরের ব্যাপারটা। তবে আমার মনে হয় না যে ঈশ্বর এতটা নিষ্ঠুর যে সবাইকেই শাস্তি দেবেন তিনি, ঐ যাজক যেমনটা বলছিলেন আর কি।"

"পাপ করলে তোমাকে সরাসরি নরকে পাঠিয়ে দেবেন ঈশ্বর," সবজান্তা কণ্ঠে লেসলির উদ্দেশ্যে বলল মেরি।

"কোথায় শিখেছে ও এরকম একটা কথা?" অবাক স্বরে জেসকে জিজ্ঞেস করল লেসলি।

"আমি ঠিকই বলছি, তাই না জেস?" মেরি বেল বলল।

"হ্যাঁ, বাইবেলে এমনটাই লেখা আছে।"

"আমার মনে হয় কোথাও ভুল হচ্ছে তোমার। বাইবেল আদৌ পড়েছো তুমি?"

"পুরোটা না, তবে বেশিরভাগ অংশই পড়েছি," জেস বলল ক্ষীণস্বরে, মৃদু হাসির রেখা তার ঠোঁটের কোণে।

লেসলিও হাসল। "বেশ," বলল সে, "আমার মনে হয় না সবাইকে বিনা বিচারেই নরকে পাঠাবেন ঈশ্বর।"

দু'জন দুজনের দিকে তাকিয়ে হাসছে এসময় আগের চেয়েও গম্ভীর কণ্ঠে কথা বলে উঠল ছোট্ট মেরি বেল, "কিন্তু লেসলি? তুমি যদি মারা যাও তাহলে তখন কি হবে?"

BanglaBook.org

নয়
অশুভ মায়াজাল

ইস্টার সানডের পরদিন থেকে আবার ঝুম বৃষ্টি নামল। ওদের মনে হতে লাগল যেন সবই প্রকৃতির চক্রান্ত, সুন্দর ছুটির দিনগুলো মাটি করার জন্য। লেসলিদের বারান্দায় বসে বাইরে তাকিয়ে থাকা ছাড়া কিছু করার নেই। মাঝে মাঝে দুই একটা ট্রাক কাঁদা ছিটিয়ে চলে যাচ্ছে।

"ঘন্টায় ষাট মাইলেরও বেশি ছিল ওটার গতি," বিড়বিড় করে বলল জেস।

এসময় আরেকটা ট্রাক যাওয়ার পথে জানালা দিয়ে কিছু একটা ফেলে গেল লেসলিদের বাড়ির উঠোনে। তড়াক করে উঠে দাঁড়াল লেসলি, "এভাবে ময়লা ফেলা অপরাধ!" চেঁচিয়ে পলায়নরত ট্রাকটার উদ্দেশ্যে বলল সে।

জেসও উঠে দাঁড়াল, "কি করবে এখন?"

"টেরাবিথিয়ায় যেতে চাই," বিষণ্ন দৃষ্টিতে বাইরের অঝোর বর্ষণের দিকে তাকিয়ে জবাব দিল লেসলি।

"চল, একটু না হয় ভিজলামই।"

"চল," উজ্জ্বল হয়ে গেল লেসলির চোখ জোড়া।

বুট আর রেইনকোট নিয়ে আসল সে ভেতর থেকে। ছাতা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, "এটা এক হাতে ধরে দড়িতে ঝুলে পার হওয়া যাবে?"

BanglaBook.org

"নাহ," মাথা ঝাঁকিয়ে বলল ও।

"যাবার পথে তোমাদের বাসার সামনে থেমে তোমার বুট আর রেইনকোটও নিয়ে নিব আমরা।"

"বাসায় আমার গায়ে লাগে এমন কিছু নেই," কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল জেস, "এভাবেই যাব আমি।"

"তোমার জন্য বিলের পুরনো রেইনকোটটা নিয়ে আসছি দাঁড়াও," এই বলে লেসলি সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে যাবে এই সময় জুডি নেমে আসল।

"কি করছ বাচ্চারা?" আন্তরিক ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করলেন তিনি, জেসের মা যদি এই একই কথা জিজ্ঞেস করতেন তবে ও নিশ্চিত সেটা শুনতে অন্যরকম শোনাত। জুডির চোখও যেন কথা বলে, সবসময় হাসি লেগে থাকে মুখের কোণে।

"তোমাকে বিরক্ত করার ইচ্ছে ছিল না আমাদের, মা।"

"সমস্যা নেই। কিছু লিখছিলাম না এখন, আসলে আটকে গেছি এক জায়গায়। দুপুরের খাবার খেয়েছ তোমরা?"

"আমরা নিজেরাই কিছু বানিয়ে নেব, আপনাকে কষ্ট করতে হবে না, জুডি," জেস বলল।

"তোমার পায়ে বুট দেখছি যে," লেসলির দিকে তাকিয়ে প্রশ্নটা করলেন তিনি।

"ওহ হ্যাঁ," নিজের পায়ের দিকে এক ঝলক তাকিয়ে বলল লেসলি, "আমরা বাইরে যাব ভাবছিলাম।"

"আবারও বৃষ্টি হচ্ছে?"

"হ্যাঁ।"

"বিল ফিরেছে?"

"না, ফিরতে নাকি দেরি হবে আজকে। চিন্তা করতে মানা করেছে।"

"বেশ," এটুকু বলে রান্নাঘরের দিকে হাঁটা শুরু করে হঠাৎ থেমে গেলেন। "ওহ!" ওদের দিকে তাকিয়ে চোখ বড় বড় করে বললেন।

BanglaBook.org

"নাহ!" বলে নিজের রুমের উদ্দেশ্যে ছুটে গেলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই টাইপরাইটারের খটখট আওয়াজ ভেসে আসল সেদিক থেকে।

"বেশীক্ষণ আটকে থাকল না লেখা," হেসে বলল লেসলি।

একজন লেখিকাকে মা হিসেবে পাওয়ার ব্যাপারটা চিন্তা করে দেখল জেস। লেসলির মার গল্পগুলো ঘুরপাক খায় তার মাথার ভেতরে আর ওর মার গল্পগুলোর চরিত্ররা ঘুরেবেড়ায় টিভির পর্দায়। লেসলির পেছন পেছন করিডোরের শেষ মাথায় একটা আলমারির কাছে গেল ও, ভেতরে নানারকম পুরনো জিনিসপত্র। একটা রেইনকোট আর একটা উলের টুপি বের করে ওর হাতে দিল লেসলি।

"কোন বুট নেই," আলমারির ভেতরে মাথা ঢুকিয়ে দেখতে দেখতে বলল সে। "এক জোড়া বড় স্যান্ডেল আছে, পড়বে?"

"নাহ, কাঁদায় হারিয়ে যাবে। খালি পায়েই যাব আমি।"

"আচ্ছা," ওর দিকে ঘুরে বলল লেসলি, "তাহলে আমিও খালি পায়েই যাব।"

বাইরের মাটি একদম ঠাণ্ডা। বেশীক্ষণ বরফশীতল কাঁদার মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা যায় না, তাই দৌড়াতে শুরু করল ওরা। প্রিন্স টেরিয়েন ওদের আগে আগে ছুটছে। জমে থাকা কাঁদা পানির ওপর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে যাচ্ছে সে। কিছুদূর এগিয়ে ওদের জন্য অপেক্ষা করে, ওরা সামনে এগোলে আবার দৌড়ায়।

পুরনো হ্রদটার কাছে এসে থেমে গেল ওরা। সামনের দৃশ্যটা খুবই সুন্দর। বৃষ্টির পানিতে একদম কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে গেছে হ্রদটা। আট থেকে দশ ফিট গভীর তো হবেই। খরস্রোতা নদীর মত বয়ে যাচ্ছে পানি, সেই সাথে নিয়ে যাচ্ছে ডালপালা, গাছের গুড়িসহ অনেক কিছু। মনে হচ্ছে যেন নীল নদের ওপর দিয়ে বয়ে চলেছে মিশরীয় নৌকা। এই অবস্থায় দড়িতে ঝুলে অন্য পারে যেতে সাহসের দরকার।

"বাহ," মুগ্ধ কণ্ঠে বলল লেসলি।

BanglaBook.org

"অনেক পানি," একবার দড়িটার দিকে, আরেকবার নিচের পানির দিকে তাকিয়ে বলল জেস। "আজকে বাদ দিই আমরা।"

"কি যে বল, জেস। কোন সমস্যা হবে না।" লেসলির রেইনকোটের হুডটা সরে গেছে মাথা থেকে। চুল ভিজে কপালের সাথে লেপ্টে আছে তার। হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চোখ থেকে পানি মুছে দড়িটার প্যাঁচ খুললো সে। এরপর বাম হাত দিয়ে রেইনকোটের ওপরের কয়েকটা বোতাম খুলে বলল, "প্রিন্স টেরিয়েনকে এখানে ঢুকিয়ে দাও।"

"ওকে আমি নিয়ে যাচ্ছি, লেসলি।"

"তোমার ঐ রেইনকোট গলে নিচে পড়ে যাবে বেচারা," অধৈর্য্য কণ্ঠেবলল লেসলি। দ্রুত ভেজা কুকুরছানাটাকে উঠিয়ে লেসলির কোটের ভেতরে ঢুকিয়ে দিল জেস।

"বাম হাত দিয়ে ওকে ধর, আর ডান হাতে দড়িটা পেঁচিয়ে পার হও।"

"জানি আমি," এই বলে পেছনে গিয়েদৌড় শুরু করল সে।

"শক্ত করে ধর।"

"চুপ, জেস!

মুখ বন্ধ করে ফেলল ও। চোখও বন্ধ করে ফেলতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু জোর করে লেসলিকে দৌড়ে সামনে গিয়ে লাফিয়ে উঠে দড়িটা ধরে ঝুলে হ্রদটা পার হতে দেখল ও। কোন সমস্যা হল না তার বা টেরিয়েনের।

"ধর!" বলে দড়িটা ওর দিকে ফেরত পাঠাল লেসলি।

হাত বাড়িয়ে দিয়েও ওটা ধরতে পারল না জেস, কারণ এতক্ষণ লেসলি আর প্রিন্স টেরিয়েনের দিকে তাকিয়ে ছিল সে। একদম শেষ মুহূর্তে লাফ দিয়ে ওটা হাতে নিল সে। নিচের পানির কথা কিছুক্ষণের জন্য ভুলে গিয়ে দৌড়ানোর প্রস্তুতি নিল। কোন রকম ঝামেলা ছাড়াই দড়িতে ঝুলে অন্য পাশে চলে আসল। সাথে সাথে টেরিয়েন লাফিয়ে পড়ল ওর ওপর। চেটে দিল মুখ। জেসের প্রায় হাঁটু অবধি ভিজে গেছে হ্রদের পানিতে।

"উঠুন," হাসিমুখে বলল লেসলি, "উঠুন মহারাজ! রাজ্যে প্রবেশের সময় হয়েছে।"

BanglaBook.org

হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চেহারা থেকে পানি ঝেড়ে ফেললেন টেরাবিথিয়ার রাজা। "উঠব," গম্ভীর কণ্ঠে বললেন তিনি, "তবে তার আগে এই বোকা সেনাপতিকে আমার কোল থেকে সরাতে হবে আপনাকে।"

*

মঙ্গলবার আর বুধবারেও টেরাবিথিয়ায় গেল ওরা। বৃষ্টি কমেনি একটুও, বরং আগের চেয়ে আরও বেড়েছে। তাই বুধবার নাগাদ আপেল গাছটার গুড়ি পর্যন্ত এসে গেল পানি। গোড়ালি অবধি পানি মাড়িয়ে টেরাবিথিয়ায় যাওয়ার জন্য দড়িতে ঝুলতে হচ্ছে ওদের। অন্যপাশেও সাবধানে পা ফেলতে হচ্ছে, যাতে পিছলে পানিতে না পড়ে যায়।

পানির উচ্চতার সাথে সাথে হ্রদটা পার করার ব্যাপারে জেসের ভীতিও বাড়তে লাগল। লেসলির মনে অবশ্য কোন ভয়ডর নেই, তাই কিছু বলতেও পারে না ও। একরকম জোর করেই ওপাশে যায় জেস। এই বৃষ্টি আর ঠাণ্ডার মধ্যে বনে মাটির ওপর বসে থাকাও সহজ কোন কাজ নয়, যতই দুর্গের ভেতরে থাকুক না কেন ওরা।

বুধবারে ওরা দুর্গের ভেতরে বসে আছে, এই সময় এত জোরে বৃষ্টি হতে লাগল যে ছাদ চুইয়ে পানি পড়তে লাগল ভেতরে। সরে যাওয়ার চেষ্টা করেও কোন লাভ হল না।

"মহারাজ," লেসলি বলল এই সময়, "আমার কি ধারণা, জানেন?"

"কি?" একটা পুরনো কফির কৌটো ছাদের ফুটোর নিচে রেখে জিজ্ঞেস করল জেস।

"আমার ধারণা কোন অশুভ সত্ত্বার অভিশাপের ফাঁদে পড়েছে আমাদের প্রিয় টেরাবিথিয়া রাজ্য।"

"একদম ফালতু আবহাওয়া," বলল জেস। আবছা আলোয় কিছুটা জমে যেতে দেখল লেসলিকে। এভাবে কথা বলাটা উচিত হয়নি ওর, একজন রাজা কখনও এভাবে কথা বলেন না।

অবশ্য লেসলি আমলে নিল না ব্যাপারটা, "পাইন বনের পবিত্র সত্ত্বাদের কাছে গিয়ে প্রশ্ন করা উচিত আমাদের এ ব্যাপারে। কীভাবে এই অশুভ

BanglaBook.org

সত্ত্বার সাথে লড়তে হবে সেটাও জানা দরকার। এটা সাধারণ কোন বৃষ্টি না।"

"জ্বি, মহারাণী," আমতা আমতা করে বলল জেস।

পাইন বন এত ঘন যে বৃষ্টির ছাট নেই বললেই চলে। তবে ওপর থেকে অদ্ভুত সুন্দর একটা শব্দ ভেসে আসছে, গাছের পাতায় বৃষ্টির ফোটা পড়ার শব্দ। সূর্য মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়ায় রীতিমত অন্ধকার নেমে এসেছে সেখানে। এই ঠাণ্ডায় একটু ভয় ভয়ই হতে লাগল জেসের।

লেসলি আকাশের দিকে দু'হাত তুলল গম্ভীর ভঙ্গিতে। "হে বনের পবিত্র সত্ত্বা," বলা শুরু করল সে, "আমরা আমাদের রাজ্যের এক ঘোর বিপদের সময়ে আপনার কাছে সাহায্য চাইতে এসেছি। কোন অশুভ সত্ত্বার জাদুমন্ত্রে টেরাবিথিয়া রাজ্য বিপর্যস্ত। এর থেকে পরিত্রাণের উপায় খুঁজছি আমরা," কনুই দিয়ে ওকে গুঁতা দিল লেসলি আলতো করে।

জেসও দুই হাত আকাশের দিকে তুলল, আমতা আমতা করে বলল, "হ্যাঁ... হ্যাঁ," আবারও কনুয়েইর গুঁতা খেলো সে, "হ্যাঁ, দয়া করে আমাদের আর্জি মেনে নিন, পথ দেখান।"

লেসলিকে সন্তুষ্ট মনে হল, অন্তত আবার কনুইয়ের গুঁতা খেতে হল না ওকে। এমন ভঙ্গিতে গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছে সে যেন মনোযোগ দিয়ে কিছু একটা শোনার চেষ্টা করছে। থেকে থেকে কেঁপে উঠছে জেস, তবে সেটা কি ঠাণ্ডায় নাকি ভয়ে সেটা বলতে পারবে না। পাইন বন থেকে বের হবার জন্য যখন ঘুরে দাঁড়াল লেসলি তখন খুশিই হল সে। শুকনো কাপড়চোপড় আর গরম গরম কফি হলে মন্দ হত না এখন, সেই সাথে টিভিতে প্রিয় কোন কার্টুন। নাহ, টেরাবিথিয়ার রাজা হবার যোগ্যতা আসলেই নেই ওর। এমন রাজার কথা কেউ কি কখনও শুনেছে যে লম্বা লম্বা গাছ আর একটু পানি দেখেই ভয় পেয়ে যায়।

BanglaBook.org

মনে মনে নিজের ওপর গজগজ করতে করতেই দড়িতে ঝুলে হ্রদটা পার হল সে। তবে এবার আগের মত ভয় লাগল না। বরং নিচের পানির দিকে তাকিয়ে একবার ভেঙচি কাটলো।

এক যে আছে মজার দেশ,
সব রকমে ভালো;
রাত্তিরেতে বেজায় রোদ,
দিনে চাঁদের আলো !

হঠাৎ করেই এই কবিতাটার কথা মনে পড়ল তার।

টিলার পাশ দিয়ে খালি পায়ে কাঁদা আর ঘাস মাড়িয়ে সামনে যাওয়ার সময়ও একটা ছড়া ঘুরতে লাগল তার মাথায়-

ছেলেরা সব খেলা ফেলে
বই নিয়ে বসে পড়ে;
মুখে লাগাম দিয়ে ঘোড়া
লোকের পিঠে চড়ে !

"বাসায় গিয়ে কাপড় বদলে তোমাদের ওখানে টিভি দেখি চল।"

একদম ওর মনের কথাটাই বলল লেসলি।

"আমি কফিও বানাতে পারব," উৎফুল্ল চিত্তে জানাল জেস।

"আসছি," বলে দৌড়ে পার্কিন্সদের পুরনো খামারটার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেল মেয়েটা, সেদিকে তাকিয়ে থাকল ও। আবারও হরিণের মত দেখাচ্ছে লেসলিকে, প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর, কোনকিছুতেই ভয় নেই।

বুধবার রাতে বিছানায় উঠে জেসের মনে হয়েছিল যে অবশেষে কিছুটা নিশ্চিন্তে সময় কাটাতে পারবে, কিন্তু গভীর রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে যাবার পর যখন বৃষ্টির শব্দ কানে আসল, একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল সে। লেসলিকে বলতে হবে যে আগামী কয়েকদিন টেরাবিথিয়ায় যেতে পারবে না ও। সে যখন বিলের সাথে সময় কাটাচ্ছিল তখন তো সব ব্যাখ্যা করে বলেছিল জেসকে, তখন কোনরকম প্রশ্ন করেনি ও। অবশ্য ব্যাপারটা এমন না যে

BanglaBook.org

লেসলিকে ওর ভয়ের কথা খুলে বললে সে কিছু মনে করবে। আসলে নিজের ভয়ের কারণে নিজেই লজ্জিত জেস। এরকম ভীতু হয়ে জন্মাবার চাইতে খোঁড়া হয়ে জন্মানো ভালো ছিল। বাকি রাতটা আর ঘুম আসল না ওর, বাইরের বৃষ্টির শব্দের অদ্ভুত মাদকতায় মেতে রইলো সারাক্ষণ।

একটা ব্যাপারে একদম নিশ্চিত জেস, যতই বৃষ্টি হোক না কেন, লেসলির টেরাবিথিয়ায় যাওয়ার ইচ্ছে বিন্দুমাত্রও কমাতে পারবে না সেটা।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

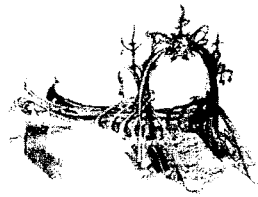

দশ
জীবনের সেরা দিন (?)

সকালে বাবার পিক-আপের ইঞ্জিন চালু হবার শব্দটা কানে আসল ওর। চাকরি না থাকলেও প্রতিদিন সকাল বেলা বের হয়ে যান তিনি। মাঝে মাঝে টাউন হলে গিয়ে বসে থাকেন; ভাগ্য ভালো হলে একদিনের চুক্তিতে কোন কাজ পেয়ে যান।

আর ঘুম আসবে না, উঠে পড়ার সিদ্ধান্ত নিল জেস। দুধ দুইয়ে মিস বেসিকে খাওয়ানোর কাজটা সেরে ফেলা যাবে। একটা টিশার্ট আর জ্যাকেট গায়ে চাপিয়ে নিল।

"কোথায় যাচ্ছ?"

"ঘুমাও, মেরি।"

"বৃষ্টির শব্দে ঘুম ভেঙে গেছে?"

"তাহলে উঠে পড়।"

"এভাবে কথা বলছ কেন আমার সাথে?"

"দয়া করে চুপ করবে, মেরি? সবার ঘুম নষ্ট করবে তুমি!"

জয়েস অ্যান হলে এতক্ষণে কান্নাকাটি শুরু করে দিত কিন্তু মেরি বেল কেবল মুখ বাঁকালো।

"আরে," বলল জেস, "আমি দুধ দোয়াতে যাচ্ছি; একটু পরে কার্টুন দেখব দু'জন মিলে, ঠিক আছে?"

BanglaBook.org

জবাবে শুধু আলতো করে মাথা নাড়ল মেরি বেল। একদম হালকা পাতলা মেয়েটা, যেন ফুঁ দিলেই উড়ে যাবে। ব্রেন্ডার স্বাস্থ্যের একদম বিপরীত। এখনও ঘুম লেগে আছে বাচ্চা মেয়েটার চোখে, হালকা বাদামী চুল এলোমেলো হয়ে থাকায় একদম কাঠবিড়ালীর ছানার মত দেখাচ্ছে।

"ওভাবে তাকায় আছ কেন?" জিজ্ঞেস করল মেরি।

"আমার সুন্দরী বোনটাকে দেখছিলাম," এটুকু বলে দরজার উদ্দেশ্যে হাঁটা শুরু করল জেস। পেছন থেকে হাসির আওয়াজ ভেসে এলো মেরির।

মিস বেসির এখানে এসে পরিচিত একটা গন্ধ ধাক্কা দিল নাকে। তার পাশে টুলটা রেখে কাজে লেগে পড়ল ও। বৃষ্টির তেজ আরও বেড়েছে মনে হচ্ছে। টিনের চালে নির্দিষ্ট একটা ছন্দে পড়েই যাচ্ছে টুপটাপ। এত বৃষ্টি ভাল লাগছে না আর। মিস বেসির পেটে মাথা ঠেকাল জেস। *আচ্ছা, গরুরা কি কখনও ভয় পায়?* প্রিন্স টেরিয়েনকে দেখলে উসখুস করা শুরু করে মিস বেসি, তবে সেটা নিশ্চয়ই ভয় নয়। শুধুমাত্র টেরিয়েনের উপস্থিতিতে একটু অস্বস্তিবোধ করে মিস বেসি, কুকুরছানাটা চলে গেলে আবার সব ঠিকঠাক। কিন্তু জেসের ভেতরের ভয়টা দূর হচ্ছে না কিছুতেই। কিছুক্ষণ পরপর পার্কিন্সদের পুরনো বাড়িটার দিকে উদ্বিগ্ন চোখে তাকাচ্ছে আর প্রমাদ গুণছে সে।

একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো ওর বুক চিরে। যদি গ্রীষ্মের সময় হ্রদে পানি থাকে তাহলে লেসলির কাছ থেকে সাঁতার শিখবে ও। তখন আর পানিতে পড়ে যাবার ভয়টা থাকবে না, যখন খুশি যেতে পারবে টেরাবিথিয়ায়। হয়ত স্কুবা ডাইভিংও শেখা যাবে। ভাবতেই শিউরে উঠল। হয়ত খুব বেশি সাহস নিয়ে জন্মায়নি ও, কিন্তু ভীতু হয়ে মরবে না। লেসলিকে যখন এই কথাগুলো বলবে তখন নিশ্চিতভাবেই খুশি হবে সে, ওকে উৎসাহ যোগাবে। অন্য কেউ হলে কিন্তু হেসেই উড়িয়ে দিত ব্যাপারটা, কিন্তু লেসলি অন্য কারও মত নয়। ঠিক তেমনিই ও যদি লেসলিকে বলে যে, "আজ টেরাবিথিয়ায় যেতে চাই না আমি"- খুব সহজেই মেনে নেবে সে। "কেন যাবে না?" "কারণ...আসলে আমি..."

BanglaBook.org

"তোমাকে ইতিমধ্যে তিনবার ডেকেছি আমি," এলির ভঙ্গিতে কথা বলছে মেরি বেল।

"কেন ডেকেছিলে?"

"ফোনে এক মহিলা কথা বলতে চায় তোমার সাথে। এই কথাটা বলার জন্য বাইরে বের হতে হয়েছে আমাকে, তাও বৃষ্টির মধ্যে।"

খুব বেশি ফোন আসে না জেসের জন্য। লেসলি এই পর্যন্ত কেবলমাত্র একবার ফোন করেছিল ওকে। কিন্তু সেটা নিয়েই ব্রেন্ডা যেরকম নাচ আর গান শুরু করেছিল বেচারি লজ্জাই পেয়ে যায়। এরপর থেকে কথা বলার দরকার হলে সরাসরি ওর বাসায় চলে আসে সে।

"মিস এডমান্ডসের মতন শোনাল গলাটা।"

আসলেও মিস এডমান্ডসই ফোন দিয়েছেন। "জেস?" রিসিভারে ভেসে আসল তার কণ্ঠস্বর। "খুবই বাজে আবহাওয়া, তাই না?"

"জ্বি ম্যাম," ওর ভয় হচ্ছে এর চেয়ে বেশি কিছু বললে ওর গলার কাঁপুনিটা টের পেয়ে যাবেন তিনি।

"আমি ভাবছিলাম বাসায় বসে না থেকে ওয়াশিংটনে যাব আজকে, স্মিথসোনিয়ান (বিখ্যাত একটা জাদুঘর) বা ন্যাশনাল গ্যালারিতে উঁকি মারবো। আমার সাথে যাবে তুমি?"

রীতিমত ঘাম ছুটছে জেসের।

"জেস?"

চোখের ওপর এসে পড়া চুলগুলো হাত দিয়ে পেছনে সরিয়ে দিল ও।

"শুনতে পাচ্ছ, জেস?"

"জ্বি, ম্যাম," বড় একটা শ্বাস নেয়ার চেষ্টা করল যাতে কথা চালিয়ে যেতে পারে।

"আমার সাথে যেতে পারবে তুমি?"

ঈশ্বর! "জ্বি, ম্যাম।"

"তোমার বাবা-মার কাছে থেকে অনুমতি নেবে না?" শান্তস্বরে জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

BanglaBook.org

"জ্বি- জ্বি, ম্যাম," কীভাবে যেন টেলিফোনের তার পৌঁছিয়ে গেছে ওর হাতে, "এক মিনিট ধরুন," তার থেকে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে রিসিভারটা আস্তে করে নামিয়ে রাখল ও। এরপর পা টিপে টিপে চলে আসল বাবা-মার ঘরে। এখনও কম্বল গায়ে দিয়ে ঘুমোচ্ছেন মা। তার কাঁধে হাত রেখে আস্তে করে ডাক দিল, 'মা?" ঘুম পুরোপুরি না ভাঙলেই ভালো, কারণ তাহলে না বলে দেওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

ওর কণ্ঠস্বর শুনে ঘুম ভাঙল তার, কিন্তু চোখ খুললেন না।

"টিচার আমাকে ওয়াশিংটনে নিয়ে যেতে চান, স্মিথসোনিয়ান জাদুঘরে।"

"ওয়াশিংটন?" জড়ানো স্বরে জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

"হ্যাঁ, স্কুলের একটা কাজে," বলল জেস, "বেশি দেরি হয়ে যাবার আগেই ফিরে আসব। ঠিক আছে?"

"হুম।"

"চিন্তা কর না। দুধ ভেতরে এনে রেখেছি।"

"হুম," আবারও বলে কম্বলটা মাথা পর্যন্ত টেনে নিলেন তিনি।

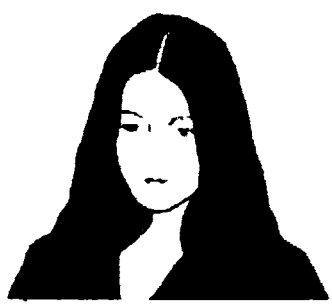

ফোনের কাছে ফিরে আসল জেস। "যাওয়ার অনুমতি পেয়েছি, মিস এডমান্ডস।"

"বাহ। বিশ মিনিটের মধ্যে তোমাকে বাসা থেকে তুলে নেব আমি। ঠিকানাটা বল।"

BanglaBook.org

গাড়িটাকে মোড় ঘুরতে দেখেই দৌড়ে রান্নাঘরের দরজা দিয়ে বের হয়ে বৃষ্টির মধ্যেই সেটার কাছে চলে আসল জেস। ওর মা পরে মেরি বেলের কাছ থেকে সব শুনে নেবেন দরকার হলে। এই মুহূর্তে মনোযোগ দিয়ে টিভি দেখছে মেয়েটা। সেটা এক দিক দিয়ে ভালোই হয়েছে, নাহলে মাকে জাগিয়ে দিত মেরি। এমনকি গাড়িতে উঠেও একবারের জন্য পেছনে ফিরে তাকাল না সে, ভয় হচ্ছে যে মা হয়ত ছুটে আসছেন ওকে থামাতে।

মিলসবার্গ পার হওয়ার আগ পর্যন্ত ওর মাথায় এটা আসল না যে মিস এডমান্ডসকে বলে লেসলিকে নিয়ে আসার ব্যবস্থাও করা যেত হয়ত। তবে এই সুন্দর গাড়িটাতে মিস এডমান্ডসের পাশে বসে ওয়াশিংটন যাওয়ার মধ্যে আলাদা একটা মজা আছে। মনোযোগ দিয়ে গাড়ি চালাচ্ছেন তিনি, দু হাতে শক্ত করে ধরে রেখেছেন স্টিয়ারিং হুইল। সামনে নির্দিষ্ট একটা ছন্দে বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে যাচ্ছে ওয়াইপার দুটো। গোটা গাড়িতে উষ্ণ একটা পরিবেশ আর মিস এডমান্ডসের ঘ্রাণ। খুশিমনে জানালা দিয়ে বাইরের প্রকৃতি দেখতে দেখতে যাচ্ছে জেস, সিটবেল্ট শক্ত করে বাঁধা ওর বুকের সাথে।

"এত বৃষ্টি!" বললেন তিনি, "বাসায় বসে থাকতে ভালো লাগছিল না।"

"জ্বি ম্যাম," উৎফুল্ল স্বরে বলল ও।

"তোমারও একই অবস্থা, না?" হেসে চকিতে ওর দিকে একবার তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন মিস এডমান্ডস।

বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল যেন। মাথা নেড়ে সায় জানাল জেস।

"আগে কখনও ন্যাশনাল গ্যালারিতে গেছ?"

"না, ম্যাম," আসলে আগে কখনও ওয়াশিংটনেই যায়নি ও, কিন্তু সেটা তাকে জানানোর দরকার নেই।

"কোন আর্ট গ্যালারিতে এটাই তোমার প্রথম পরিদর্শন হতে যাচ্ছে তাহলে?" আবার হাসলেন তিনি।

"জ্বি, ম্যাম।"

BanglaBook.org

"দারুণ!" বললেন তিনি, "জীবনে অন্তত একটা ভালো কাজ করতে যাচ্ছি আমি।" তার কথার অর্থ পুরোপুরি বুঝতে পারল না জেস, তবে তাতে কিছু আসে যায় না। ওর সাথে ওয়াশিংটনে যেতে পেরে মিস এডমান্ডস যে অনেক খুশি, সেটুকুই যথেষ্ঠ ওর জন্য।

বৃষ্টির মধ্যেও দূর থেকে বিশাল বিশাল দালান আর অন্যান্য বিখ্যাত স্থাপনাগুলোর অবয়ব চোখে পড়ল ওর। পাহাড়ের ওপরে লি ম্যানশন, বড় ব্রিজটা, আব্রাহাম লিংকনের মূর্তি, হোয়াইট হাউজ আর মনুমেন্ট ঠিক যেমনটা বইয়ে দেখেছিলো। লেসলি নিশ্চয়ই এসব অনেকবার দেখেছে। এমনকি এক কংগ্রেস সদস্যের মেয়ের সাথে স্কুলেও যেত ও। ফেরার পথে মিস এডমান্ডসকে বলবে যে লেসলির বাবা এক কংগ্রেস সদস্যের খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু। লেসলিকে বেশ পছন্দ করেন মিস এডমান্ডস।

আর্ট গ্যালারিতে প্রবেশের সময় অনেকটা পাইন বনে পা রাখার মত অনুভূতি হল ওর। বিশাল দালানটার ছাদ অনেক উঁচুতে, মার্বেল পাথরের মেঝে, মাঝে শোভা পাচ্ছে সুন্দর একটা ফোয়ারা। দু'টো বাচ্চা মা বাবার হাত ছেড়ে দিয়ে দৌড়াদৌড়ি শুরু করে দিয়েছে। খুব কষ্ট করে তাদের কিছু বলা থেকে নিজেকে সামলালো জেস, এরকম একটা জায়গায় এসে হইচই করতে হয় না সেটা বোধহয় তাদের শেখায়নি কেউ।

ওর সবচেয়ে ভালো লাগল ছবিগুলো। সারি সারি ছবি দেওয়ালে টাঙানো। কোনটা এত বিশাল যে চোখ কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসার উপক্রম হল ওর। চারিদিকে শুধু রঙ আর রঙ। মুগ্ধ চোখে ওগুলোর সৌন্দর্য অবলোকনে ব্যস্ত সবাই। মিস এডমান্ডসের পাশে হাঁটতে হাঁটতে নিজেকে সবচেয়ে সুখী মানুষদের একজন বলে মনে হতে লাগল ওর। প্রত্যেকটা ছবি সম্পর্কে ওকে ব্যাখ্যা করে বলছেন তিনি। গ্যালারির অনেকে ছবির দিকে না তাকিয়ে মিস এডমান্ডসকে দেখছে, নিশ্চয়ই জেসের সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিত বোধ করছে তারা।

ক্যাফেটেরিয়াতে দেরি করে দুপুরের খাবার সেরে নিল ওরা। যখন খাবারের কথা ওকে বললেন মিস এডমান্ডস, ভীষণ বিব্রত লাগছিল ওর,

BanglaBook.org

কারণ বাসা থেকে কোন টাকা নিয়ে বের হয়নি ও। কীভাবে সেটা তাকে বলবে তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় ভুগছিল। আসলে চাইলেও কোন টাকা আনতে পারত না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোন ঝামেলা হয়নি, কারণ খাবার শেষ করেই মিস এডমান্ডস বলে উঠেন, "বিল কে দেবে সেটা নিয়ে কোন তর্কে জড়াতে চাই না আমি, তোমাকে আমি দাওয়াত দিয়ে নিয়ে এসেছি, তাই বিলটাও আমিই চুকাব।"

এর প্রতিউত্তরে কিছু বলার মত খুঁজে পেল না জেস। ছয় ডলার বিল আসল ওদের, ওর কল্পনার চাইতেও বেশি। মিস এডমান্ডস এত বেশি খরচ করুক ওর পেছনে তা চায়নি সে। আগামীকাল লেসলির সাথে এই ব্যাপারে কথা বলতে হবে, একটা কিছু উপহার দিতে হবে তাঁকে।

দুপুরের খাবার শেষে স্মিথসোনিয়ানে গিয়ে বিশাল বিশাল ডায়নোসর আর রেড ইন্ডিয়ানদের দেখল ওরা। একটা বিশাল কাঁচের তৈরি ডিসপ্লে কেসের ভেতরে আদীবাসীদের পুরো একটা কৃত্রিম গ্রাম তৈরি করা হয়েছে। কেউ শিকারে ব্যস্ত, কেউ চাষবাসে ব্যস্ত আর কেউ ব্যস্ত নাচ গানে। সবকিছুই অতিমাত্রায় বাস্তব। এরকম কিছুই করতে চায় ও বড় হয়ে।

"দারুণ না?" জিজ্ঞেস করলেন মিসেস এডমান্ডস। ওর পাশে ঝুঁকে ভেতরটা দেখছেন তিনি।

"জ্বি ম্যাম," নিজের গালে হাত বুলিয়ে বলল জেস, এখানেই কিছুক্ষণ আগে তার চুলের স্পর্শ পেয়েছে ও। *তার চেয়েও দারুণ আপনি, আমাকে এরকম একটা জায়গায় নিয়ে এসেছেন।*

বাইরে এসে অবাক হয়ে গেল ওরা। সকালের বৃষ্টির কোন নামগন্ধও নেই। বসন্তের খুব সুন্দর একটা দিন, সূর্য মামাকেও দেখা যাচ্ছে, হাসিমুখে রোদ ছড়াচ্ছে সে।

"বাহ!" মিস এডমান্ডস বললেন উচ্ছ্বাসের সাথে। "কতদিন পর সূর্যের দেখা পেলাম আমরা, বল তো? আমি তো ভেবেছিলাম অন্য কোন গ্রহে ছুটি কাটাতে গেছে সে।"

BanglaBook.org

আবারও ভালো লাগায় ভরে উঠল ওর মন। ফেরার পথে গোটা রাস্তা ওকে মজার মজার গল্প শোনালেন মিস এডমান্ডস। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় এক বছর জাপানে থাকতে হয়েছিল তাকে, সেখানকার সব ছেলে ছিল তার চেয়ে খাটো। ওখানকার খাবারগুলোও ছিল খুব অদ্ভুত। বেশিরভাগ জিনিসই কাঁচা খেতে পছন্দ করে তারা।

স্বস্তি ফিরে এসেছে জেসের মনে। লেসলির সাথে গল্প করার মত হাজারটা বিষয়ের সন্ধান পেয়েছে আজকে। ওর মা হয়ত রাগ করবেন কিছুটা, তবে তাতে কিছু আসে যায় না, কিছুদিন পরে আবার ভুলে যাবেন। আজকের দিনটা ওর জীবনের সবচেয়ে সেরা দিনগুলোর একটা, এটার জন্য যে কোন মূল্য চুকাতে রাজি ও।

"আমাকে এখানেই নামিয়ে দিন," পার্কিন্সদের পুরনো বাড়িটার সামনে এসে বলল ও, "সামনে গেলে কাঁদায় আটকে যাবে গাড়ি।"

"ঠিক আছে, জেস," রাস্তার পাশে গাড়ি থামালেন মিস এডমান্ডস, "আমাকে সঙ্গ দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ তোমাকে।"

পশ্চিমাকাশ লাল করে ডুবতে বসেছে সূর্য। সেটার আভা এসে পড়ছে তার গালে, বাড়িয়ে দিয়েছে সৌন্দর্যের দ্যুতি। মিস এডমান্ডসের চোখে চোখ রাখল ও, বলল, "আপনাকে ধন্যবাদ, ম্যাম," কিছুটা খসখসে শোনাল ওর গলা, একবার কেশে পরিষ্কার করে নিয়ে আবারও বলল, "আপনাকে ধন্যবাদ, কারণ- আমাকে ওয়াশিংটন ঘুরিয়ে এনেছেন আপনি..." এরপরে আর কথা খুঁজে পেল না বলার মত। "শুক্রবারে দেখা হচ্ছে," কিছুক্ষণ পর দরজা খুলে বাইরে বের হয়ে বলল।

"দেখা হবে, ভালো থেক," হেসে বললেন তিনি।

গাড়িটা দৃষ্টিসীমার আড়াল হয়ে যাবার পর বাসার ফেরার পথ ধরল ও। এতটা খুশি লাগছে যে মনে হচ্ছে যেকোন সময় আকাশে উড়ে যাবে, স্বপ্নে যেমনটা হয়।

রান্নাঘরে প্রবেশের পরেই বুঝতে পারল যে কোন একটা সমস্যা হয়েছে বাসায়। বাইরে ওর বাবার পিকআপটা দরজা খোলা অবস্থায় পড়ে আছে।

BanglaBook.org

পরিবারের সবাই বসে আছে রান্নঘরের টেবিলটা ঘিরে- বাবা, মা, মেরি বেল আর জয়েস অ্যান। ব্রেন্ডা আর এলি বসেছে পুরনো সোফায়। সবার মুখ অতিরিক্ত গম্ভীর। টেবিলে কোন খাবার চোখে পড়ল না ওর। কেউ টিভিও দেখছে না। সবাই একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। একদম জমে গেল জেস।

হঠাৎ করেই ঘর কাঁপিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়লেন ওর মা, "ঈশ্বর! ঈশ্বর!" বলতে লাগলেন বারবার। বাবা উঠে গিয়ে স্বান্তনা দিতে লাগলেন তাকে, কিন্তু জেসের দিক থেকে চোখ ফেরালেন না তিনি।

"তোমাদের বলেছিলাম না বেড়াতে গেছে ও," এমন ভঙ্গিতে কথাটা বলল মেরি বেল যেন এর আগেও বেশ কয়েকবার সেটা বলেছে সে, কিন্তু তার কথা বিশ্বাস করেনি কেউ।

চোখ সরু করে সবার দিকে তাকাল জেস, বুঝতে পারছে না কিছুই। কি জিজ্ঞেস করবে সেটাও বোধগম্য হচ্ছে না। "কি-?"

কিন্তু ওর প্রশ্নটা শেষ করার আগেই কথা বলে উঠল ব্রেন্ডা, "তোমার বান্ধবী মারা গেছে, আর মা ভেবেছে তুমিও হয়ত..... মারা গেছ।"

BanglaBook.org

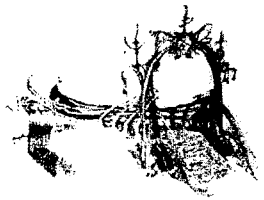

এগারো
অসম্ভব!

মুহূর্তের মধ্যে সব যেন কেমন ঘোলাটে ঠেকতে লাগল জেসের কাছে। বুকের কাছে দলা পাকিয়ে উঠে আসল কি যেন। কিছু একটা বলবে ভেবে মুখ খুললেও কোন শব্দ বেরুলো না। একে একে সবার চেহারার দিকে তাকাল ও।

অবশেষে বাবা মুখ খুললেন, এক হাত দিয়ে এখনও ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন তিনি, "আজ সকালে বার্কদের মেয়েটার লাশ হ্রদ থেকে উদ্ধার করেছে ফায়ার ব্রিগেডের লোকজন।"

"না!" সাথে সাথে বলল জেস, "লেসলি খুব ভালো সাঁতার পারে, ওর ডোবার কথা না!"

"তোমরা যে দড়িতে ঝুলে হ্রদটা পার হতে সেটা ছিড়ে গেছে," শান্তস্বরে বলতে লাগলেন তিনি, "সবার ধারণা যে পানিতে পড়ে কিছু একটার সাথে মাথা ঠুকে গিয়েছিল মেয়েটার।"

"না," মাথা ঝাঁকাতে লাগল জেস, "না।"

ওর চোখের দিকে তাকালেন বাবা, "আমি দুঃখিত, জেস।"

"না!" এবার গলার স্বর চড়ে গেছে জেসের। "তোমার কথা বিশ্বাস করি না আমি। মিথ্যে বলছ সবাই!" আবারও সবার দিকে তাকাল এই আশায় যে কেউ একজন হয়ত ওর সাথে একমত প্রকাশ করবে। কিন্তু মেরি বেল

BanglaBook.org

বাদে সবাই মাথা নিচু করে আছে। সেদিন চার্চ থেকে ফেরার পথে মেরি জিজ্ঞেস করেছিল লেসলিকে, *-কিন্তু লেসলি? তুমি যদি মারা যাও তাহলে তখন কি হবে?*

"না," এবারে মেরির দিকে তাকিয়ে বলল ও, "সব মিথ্যে। লেসলি মারা যায়নি," কথা শেষ করে সাথে সাথে ঘুরে এক দৌড়ে দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো ও। প্রচণ্ড শব্দে চৌকাঠে বাড়ি খেলো দরজাটা। ওয়াশিংটন থেকে যেদিক দিয়ে এসেছে তার বিপরীত দিকে পার্কিন্সদের বাড়িটার উদ্দেশ্যে ছুটতে শুরু করল ও, রাস্তার মাঝখান দিয়ে। একটা গাড়ি পেছনে হর্ন দিতে লাগল ওর উদ্দেশ্যে। কিন্তু তা আমলে নিল না জেস।

লেসলি-মারা গেছে-ছেড়া দড়ি-আমি-বেঁচে আছি। কথাগুলো আলোড়ন তুলল ওর মাথার ভেতরে। উত্তপ্ত ভুট্টার মত বিস্ফোরিত হচ্ছে যেন।

লেসলি-মৃত-তুমি-মৃত-অসম্ভব। একটানা দৌড়িয়েই যাচ্ছে ও। বেশ কয়েকবার হোঁচট খেয়েছে, কিন্তু ওসবের পরোয়া করছে না। এই দৌড়ই পারবে লেসলির মৃত্যুর ঘটনাটাকে অবাস্তবে পরিণত করতে। দৌড়াতেই হবে ওকে।

পেছনে ওর বাবার পিকআপের ইঞ্জিনের শব্দ শুনতে পাচ্ছে। আসুক! কিছুতে কিছু আর আসে যায় না ওর। দৌড়ের গতি বাড়িয়ে দিল ও, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই ওর সামনে গাড়ি থামালেন বাবা। ছুটে বেরিয়ে এসে কোলে তুলে নিলেন জেসকে, যেন এখনও সেই বাচ্চাটিই রয়ে গেছে ও। প্রথমে কিছুক্ষণ তার শক্ত বন্ধন থেকে বের হবার জন্য মোচড়ামোচড়ি করল জেস। এরপর হাল ছেড়ে দিয়ে মাথা গুজলো তার বুকে।

এরকম অনুভূতিরও অস্তিত্ব আছে পৃথিবীতে ! কি যেন একটা হারিয়ে গেছে ওর ভেতর থেকে।

বাসায় ফেরার পুরোটা পথ জানালায় মাথা ঠেকিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকল সে, পথের ঝাঁকিতে বারবার শক্ত কাঁচে বাড়ি খাচ্ছে মাথা। যতটা সম্ভব ধীরে গাড়ি চালাতে লাগলেন বাবা। এ পর্যন্ত কিছুই বলেননি তিনি।

BanglaBook.org

তবে একবার গলা পরিষ্কার করে কিছু একটা বলা শুরু করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু জেসের দিকে তাকিয়ে মুখ বন্ধ করে ফেলেছেন।

বাসার সামনে চলে আসার পরে গাড়ির ইঞ্জিন বন্ধ করে দিলেন বাবা, বসে রইলেন চুপচাপ। তার অনিশ্চয়তাটুকু বুঝতে পেরে গাড়ি থেকে নেমে গেল জেস, সোজা নিজের ঘরে বিছানায় গিয়ে উঠল। কেমন যেন ভোঁতা একটা অনুভূতি বিবশ করে দিয়েছে ওর মনটাকে, জেঁকে বসছে তীব্র বিষাদ।

*

হঠাৎ করেই ঘুম ভেঙে গেল ওর। নিকষ আঁধার ছেয়ে রেখেছে চারপাশ। কাঁপতে কাঁপতে উঠে বসল জেস, যদিও পরনে একটা ফুল হাতার শার্ট আর প্যান্ট। পা থেকে স্নিকার্সটাও খোলেনি। পাশের বিছানা থেকে মেরি আর জয়েসের শ্বাস ফেলার শব্দ ভেসে আসছে। এই নীরবতায় সেই মৃদু শব্দটাও কানে বাজছে যেন। একটা দুঃস্বপ্ন ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছে ওর, কিন্তু সেটা চেষ্টা করেও মনে করতে পারছে না। পর্দার আলো ভেদ করে চাঁদের মৃদু আলো এসে পড়ছে ঘরের এক কোণায়। তবে অন্ধকার কাটছে না সেই আলোয়।

কে যেন বলেছিল যে লেসলি নাকি মারা গেছে। খুবই বাস্তব ছিল দুঃস্বপ্নটা। লেসলি মারা যাবে আর ও বেঁচে থাকবে সেটা সম্ভব কীভাবে? কিন্তু অস্বস্তিকর একটা অনুভূতি দানা পাকাতে শুরু করল ওর ভেতরে। এখন যদি পার্কিন্সদের পুরনো বাসাটায় গিয়ে কড়া নাড়ে ও, তাহলে লেসলি নিশ্চয়ই দরজা খুলে দেবে, প্রিন্স টেরিয়েনও আসবে পিছু পিছু। রাতটা খুবই সুন্দর। হয়ত টেরাবিথিয়া থেকে কিছুক্ষণের জন্য ঘুরে আসবে এই স্নিগ্ধ পরিবেশে।

রাতের বেলা সেখানে কখনও যায়নি ওরা। কিন্তু বাইরে যেরকম উজ্জ্বল চাঁদের আলো, দুর্গটা খুঁজে পেতে সমস্যা হবার কথা না। আজ সারাদিন ওয়াশিংটনে যা যা হয়েছে সব খুলে বলতে পারবে লেসলিকে, বাসি হয়ে যাবার আগেই। অবশ্য আগে ক্ষমা চাইতে হবে। লেসলিকে না নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্তটা একদম ভুল ছিল। ও, মিস এডমান্ডস আর লেসলি মিলে দারুণ মজা করতে পারত সারাদিন। অবশ্য মিস এডমান্ডসের সাথে নিভৃতে সময় কাটানো হত না, তবে লেসলির জন্য ওটুকু ছাড় দেওয়াই যেত। হাজার হলেও ওর সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু বলে কথা। তাছাড়া মিস এডমান্ডস আর লেসলির মধ্যে বেজায় ভাব। *আমি আসলেও দুঃখিত, লেসলি-* দেখা হবার সাথে সাথে এই কথাটা বলার সিদ্ধান্ত নিল ও। কাল সকালে যাবে একেবারে, এখন আর বের হবে না। শার্ট আর স্নিকার্স খুলে ফেলে কম্বলের নিচে ঢুঁকে গেল। *জিজ্ঞেস না করাটা বোকামির কাজ হয়েছে।*

BanglaBook.org

আমি কিছু মনে করিনি- লেসলি হয়ত বলবে। *ওয়াশিংটনে আগেও হাজারবার গেছি আমি।*

রেড ইন্ডিয়ানদের গ্রামটা দেখেছ?

হয়ত দেখা যাবে যে গোটা ওয়াশিংটনের একমাত্র এই জিনিসটাই অদেখা লেসলির। তখন সবকিছু তাকে খুলে বলবে ও।

হঠাৎ করেই গ্রামের মেষ শিকারের দৃশ্যটা ফুটে উঠল ওর কল্পনায়। বর্শার আঘাতে আহত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছিল ওটা। মৃত্যুর অপেক্ষা করছিল। কিন্তু এই দৃশ্যের সাথে লেসলির সম্পর্ক কি? মৃত্যুর কথা মনে হতেই কেমন যেন একটা শীতলতা গ্রাস করে নিল ওকে। আজ সকালে লেসলিকে ওদের সাথে ওয়াশিংটনে যাওয়ার কথা না জিজ্ঞেস করার পেছনে একটা কারণ ছিল অবশ্য।

একটা অদ্ভুত কথা শুনবে?

কি?

আজ সকালে টেরাবিথিয়ায় যেতে ভয় লাগছিল আমার।

মনে মনে কথোপকথনটা চিন্তা করল ও।

আবারও শীতল অনুভূতিটা গ্রাস করে নিতে চাইল ওকে। কম্বলটা টেনে নিল গলা পর্যন্ত। লেসলির ব্যাপারে চিন্তা না করাটাই উচিত হবে এখন। সকালে উঠে প্রথমেই তার সাথে দেখা করবে ও, ব্যাখ্যা করে বলবে সবকিছু। দিনের বেলায় পরিষ্কার মাথায় চিন্তা করতে পারবে সবকিছু, ভুলে যাবে দুঃস্বপ্নটার কথা।

BanglaBook.org

বাকিটা রাত ওয়াশিংটনে মিস এডমান্ডসের সাথে কাটানো দিনটার কথা ভাবল ও। প্রতিটা খুঁটিনাটি ব্যাপার মনে আছে ওর। মিস এডমান্ডস কয়েকটা ছবি বিশেষভাবে দেখিয়েছিলেন ওকে, যেগুলো সবচেয়ে প্রিয় তার। কিন্তু কিছুক্ষণ পরপরই লেসলির কথা মনে হতে লাগল ওর, জোর করে দূরে সরিয়ে দিল সেই ভাবনাগুলো প্রতিবারই।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল বলতে পারবে না। সূর্যের আলো এসে চোখে পড়তেই ঘুম ভেঙে গেল। পাশে তাকিয়ে দেখল জয়েস অ্যান আর মেরি

বেল দু'জনেই উঠে পড়েছে। এমনটা সাধারণত হয় না, ওর ঘুমই আগে ভাঙ্গে সব সময়। রান্নাঘর থেকে কথা বলার আওয়াজ ভেসে আসছে।

আহহা! মিস বেসির কথা তো ভুলেই গেছে ও। কাল সন্ধ্যায়ও দুধ দোয়ানো হয়নি, নিশ্চয়ই ছটফট করছে গরুটা। দ্রুত স্নিকার্সগুলো পায়ে গলিয়ে নিল ও, ফিতে বাঁধার প্রয়োজন বোধ করল না।

ওর পায়ের আওয়াজ শুনে চুলোর দিক থেকে ঘুরে তাকালেন মা। কৌতূহল খেলা করছে তার চেহারায়, কিন্তু কিছু বললেন না, কেবল মাথা নাড়লেন।

শীতল অনুভূতিটা ফিরে আসতে শুরু করেছে। "মিস বেসির কথা ভুলে গিয়েছিলাম।"

"তোমার বাবা গেছে গোয়ালঘরে।"

"গতরাতেও ভুলে গিয়েছিলাম আমি।"

"কালকেও তোমার বাবাই দুধ দুইয়েছিল," আবারও মাথা নেড়ে বললেন তিনি। "কিছু খাবে?"

এই জন্যই হয়ত এতক্ষণ এরকম অনুভূত হচ্ছিল ওর। প্রচণ্ড ক্ষিধে পেয়েছে। কালকে বাসায় ফেরার পথে ওকে একটা আইসক্রিম কিনে দিয়েছিলেন মিস এডমান্ডস, এরপর আর পেটে কিছু পড়েনি। ব্রেন্ডা আর এলি টেবিল থেকে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। ছোট বোন দু'জন কার্টুন না দেখে ওকে দেখছে।

সমস্যাটা কি?

চেয়ারে বসে পড়ল ও। এক প্লেট প্যানকেক এনে ওর সামনে রাখলেন মা। শেষ কবে প্যানকেক বানিয়েছিলেন তিনি তা মনে করতে পারল না ও। চকলেট সিরাপ ছড়িয়ে নিয়ে খেতে শুরু করল জেস, অসাধারণ লাগছে।

"এত তাড়াতাড়ি সব ভুলে গেছ? কিছু যায় আসে না?" ব্রেন্ডা টেবিলের অন্য পাশ থেকে চোখ সরু করে বলল।

অবাক চোখে তার দিকে তাকাল জেস। মাথায় কিছু ঢুকছে না।

BanglaBook.org

"জিমি ব্যারন্স যদি মারা যেত তাহলে তো কিছু মুখে দেওয়ার কথা ভাবতেই পারতাম না আমি।"

শীতল অনুভূতিটা ফিরে এলো আবার।

"দয়া করে চুপ করবে, ব্রেন্ডা অ্যারন্স?" তীক্ষ্মস্বরে বললেন মা।

"কিন্তু মা, ওর কোন বিকারই নেই। এমনভাবে প্যানকেক চিবোচ্ছে, যেন কিছুই হয়নি। আমি হলে কেঁদে পুরো বাড়ি ভাসিয়ে দিতাম।"

এলি একবার মিসেস অ্যারন্স আরেকবার ব্রেন্ডার দিকে তাকাল। "ছেলেদের এরকম পরিস্থিতিতে কাঁদতে নেই, তাই না মা?"

"কিন্তু এখানে একদম স্বাভাবিকভাবে বসে রাক্ষসের মত খাওয়ারও নিশ্চয়ই কোন দরকার নেই?" ব্রেন্ডা পাল্টা প্রশ্ন করল।

"মুখ বন্ধ করতে বললাম না, ব্রেন্ডা? যদি আর একটা কথা বল...।"

তাদের কথা শুনতে পেলেও মাথায় কিছু ঢুকছে উঠছে জেস। পাত্তা দিল না। প্যানকেক খেতে লাগল। মা আরও তিনটা প্যানকেক ভেজে এনে দিলে ওগুলোও শেষ করল।

কিছুক্ষণ পর দুধ নিয়ে ভেতরে আসলেন বাবা। কাঁচের গ্লাসগুলো ভরে ফ্রিজে রেখে দিলেন। এরপর হাত ধুয়ে টেবিলে এসে বসলেন। জেসের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় আলতো করে মাথা ছোয়ালেন একবার ওর গালে। মিস বেসির কথা ভুলে যাওয়ায় রাগ করেননি তিনি।

একবার চোখাচোখি হল বাবা মার। এরপর দু'জনেই উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালেন। টেবিলে বসেই ব্রেন্ডার দিকে কড়া চোখে তাকিয়েছেন বাবা, তাই এখন একদম চুপচাপ বসে আছে সে। কিন্তু জেসের মাথায় ঘুরছে প্যানকেকের কথা। মা যদি আরও কয়েকটা ভেজে দিতেন ওকে, খুব ভালো হত। বলার সাহসও পাচ্ছে না। একবার ভাবল যে টেবিল ছেড়ে উঠে পড়বে। কিন্তু যাবে কোথায়? কি করবে এখন?

"আমি আর তোমার মা ওখানে যাবার কথা ভাবছিলাম। প্রতিবেশী হিসেবে একটা দায়িত্ব আছে আমাদের," গলা পরিষ্কার করে বললেন বাবা। "তোমারও বোধহয় আসা উচিত আমাদের সাথে," এটুকু বলে থামলেন

BanglaBook.org

তিনি, যেন ভাবছেন কি বলবেন। "একমাত্র তুমিই তো ভালো বন্ধু ছিলে মেয়েটার"

বাবার কথার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারল না জেস। "কোন মেয়েটা? কোথায় যাবে? কেন?" আমতা আমতা করে জিজ্ঞেস করল, প্রশ্নগুলো করা যে উচিত হচ্ছে না সেটা বুঝতে পারছে ও। এলি আর ব্রেন্ডা দু'জনেই মুখ দিয়ে অস্ফুট শব্দ করে উঠল।

চেয়ার থেকে উঠে এসে ওর সামনে ঝুঁকে বসলেন বাবা। হাত রাখলেন ওর হাতে। একবার স্ত্রীর দিকে তাকালেন। মার চোখেও বিষাদ।

"তোমার বন্ধু লেসলি মারা গেছে, জেস। ব্যাপারটা মেনে নিতে হবে তোমাকে।"

এজন্যই কি সারারাত ওরকম লেগেছে ওর?

বাবার হাতের নিচ থেকে হাত সরিয়ে নিল জেস। উঠে পড়ল টেবিল ছেড়ে।

"আমি জানি ব্যাপারটা সহজ নয়-" নিজের ঘরে যাবার পথে পেছন থেকে বাবাকে বলতে শুনল ও। একটা জ্যাকেট পরে ফিরে আসল কিছুক্ষণ পরে।

"এখন যাবার জন্য তৈরি তুমি?" দ্রুত উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন বাবা। মার অ্যাপ্রনটা খুলে নিয়ে চুল ঠিকঠাক করে নিলেন।

মেরি বেল লাফিয়ে উঠল। "আমিও যেতে চাই," বলল সে, "এর আগে কখনও মৃত কাউকে দেখিনি আমি।"

"না!" ধমকে উঠলেন মা। মাথা নিচু করে বসে পড়ল মেরিবেল, যেন কেউ জোরে থাপ্পড় দিয়েছে তাকে।

"মেয়েটা এখন কোথায় আছে সেটা জানিও না আমরা, মেরি বেল," কোমল স্বরে বললেন বাবা।

BanglaBook.org

বারো

এক

ধীরে ধীরে পার্কিন্সদের পুরনো বাসাটার দিকে এগোতে লাগল ওরা। বাইরে চার-পাঁচটা গাড়ি পার্ক করে রাখা। সদর দরজার সামনে এসে কড়া নাড়ল বাবা। ভেতর থেকে প্রিন্স টেরিয়েনের ডাকের আওয়াজ শুনতে পেল জেস। একবার দরজার কাছ থেকে আসছে আওয়াজটা, আবার ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে।

"চুপ, টেরিয়েন," একটা অপরিচিত কণ্ঠস্বর বলল, "বস এখানে।" একজন মাঝবয়সী লোক দরজা খুলে দিল, তার পায়ের ফাঁক দিয়ে উঁকি দিচ্ছে টেরিয়েন। জেসকে দেখেই লাফিয়ে তার কোলে এসে উঠল কুকুরছানাটা। তার গলা চুলকে দিল জেস।

"তোমাকে চেনে দেখি," মৃদু হেসে বলল অদ্ভুত লোকটা। "ভেতরে আসুন দয়া করে," জেসের বাবা-মার উদ্দেশ্যে বলল সে। দরজা থেকে সরে জায়গা করে দিল।

সোনালী ঘরটায় পা রাখল ওরা। সবকিছু আগের মতনই আছে; বরং আজকে বেশি সুন্দর লাগছে কারণ সূর্যের আলো ঘরের উজ্জ্বলতা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। চার পাঁচজন লোক ফিসফিস করে নিজেদের মধ্যে কথা বলছে। বসার মত কোন জায়গা ফাঁকা নেই, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই ডাইনিং রুম থেকে কয়েকটা চেয়ার নিয়ে আসল অপরিচিত লোকটা,

BanglaBook.org

তারপর দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। হয়ত কিসের জন্য অপেক্ষা করছে সেটা সে নিজেও জানে না।

একজন বয়স্ক মহিলা কাউচ ছেড়ে উঠে এসে জেসের মার সাথে কথা বলা শুরু করল এ সময়। "আমি লেসলির নানীমা," নিজের পরিচয় দিয়ে হাত বাড়িয়ে দিলেন তিনি।

"মিসেস অ্যারন্স," কিছুটা অস্বস্তির সাথে হাত মিলিয়ে বললেন মা, "পাশেই থাকি আমরা।"

লেসলির নানীমা এরপর জেসের বাবার সাথে হাত মেলালেন। "অনেক ধন্যবাদ আপনাদের, আসার জন্য," বললেন তিনি। এসময় জেসের দিকে নজর গেল তার, "তুমি নিশ্চয়ই জেস?" জিজ্ঞেস করলেন তিনি। মাথা নাড়ল ও। "লেসলি-" চোখের কোণে পানি চিকচিক করতে লাগল তার। "লেসলি তোমার কথা বলেছিল আমাকে।"

কিছুক্ষণের জন্য জেসে মনে হল যে আরও কিছু হয়ত বলতে চাচ্ছেন তিনি। ইচ্ছে করে অন্য দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল সে। নিচু হয়ে প্রিন্স টেরিয়েনকে আদর করতে লাগল। "এটা-" ভাঙা স্বরে বললেন লেসলির নানীমা, "এটা আসলে মেনে নেয়া যায় না।" যে লোকটা দরজা খুলে দিয়েছিলেন তিনি এসে অন্য ঘরে নিতে গেলেন তাকে। তার কান্নার আওয়াজ কানে আসল জেসের।

ভালো হয়েছে অন্য ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তাকে, না হলে আরেকটু হলে জেস নিজেই কেঁদে দিত। খুব কষ্ট করে সামলালো নিজেকে। তাছাড়া এরকম একজন মানুষের কাঁদাটাও বড্ড বেশি বেমানান। ঘরে যারা বসে আছেন, তাদের সবার চোখ লাল।

আমার দিকে দেখুন, চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে হল তার, *আমি তো কাঁদছি না*। নিজের পরিস্থিতিটা নিয়ে ভাবতে লাগল ও। আজ পর্যন্ত এমন কারও সাথে পরিচয় হয়নি যার কিনা প্রিয় বন্ধু মারা গেছে। স্কুলে অন্য বাচ্চারা সোমবার একটু অন্যরকম ব্যবহার করবে ওর সাথে। ফিসফাস করবে ওর আর লেসলি সম্পর্কে। যেমনটা গত বছর বিলি জোর ক্ষেত্রে

BanglaBook.org

হয়েছিল, গাড়ি দুর্ঘটনায় বাবা মারা যায় তার। কারও সাথে জোর করে কথা বলতে বাধ্য করা হয়নি তাকে, সব টিচাররাও তার সাথে বাড়তি ভালো ব্যবহার করেছেন।

হঠাৎ করেই খুব লেসলিকে দেখতে ইচ্ছে হল ওর। এখন কোথায় আছ সে? মিলসবার্গেও কোন চার্চে নিশ্চয়ই। শেষকৃত্য অনুষ্ঠানের আগ পর্যন্ত হয়ত ওখানেই রাখা হবে তাকে। নীল জিন্স পরা অবস্থাতেই কি কবর দেওয়া হবে তাকে? তাহলে তো অনেকে বাঁকা চোখে তাকাবে। জেস চায় না কেউ লেসলির দিকে বাঁকা চোখে তাকাক।

এসময় মিস্টার বার্ক প্রবেশ করলেন লিভিং রুমে। জেসের কোল থেকে নেমে তার দিকে ছুটে গেল প্রিন্স টেরিয়েন। নিচু হয়ে তার কান চুলকে দিলেন তিনি। জেস উঠে দাঁড়াল।

"জেস," ওকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরলেন বিল। এত জোরে চেপে রেখেছেন বুকের সাথে যে তার সোয়েটারের একটা বোতাম ওর গালের চামড়া কেটে বসে গেল, কিন্তু কিছু বলল না জেস, নড়লও না একটু। বিলের শরীরটা কাঁপছে। ও যদি মুখ তুলে তাকায়, তাহলে হয়ত তাকেও কাঁদতে দেখতে হবে, যেটা কোনক্রমেই চায় না সে। এই বাসা থেকে যত দ্রুত সম্ভব বের হয়ে যেতে চায় সে। দম বন্ধ হয়ে আসছে রীতিমত। লেসলি কেন নেই এরকম পরিস্থিতিতে ওকে সাহায্য করার জন্য? কেন সবাইকে হাসতে বাধ্য করছে না সে?

তোমার কি ধারণা এভাবে সবাইকে কাঁদিয়ে চলে গিয়ে খুব ভালো কাজ করলে? মোটেও না।

"তোমাকে অনেক পছন্দ করত ও, সেটা তো জানো," বিলের গলার স্বর শুনেই বোঝা গেল যে কাঁদছিলেন তিনি। "একবার আমাকে বলেছিল যে তুমি যদি না থাকতে..." কান্নায় ভেঙে পড়লেন তিনি। "ধন্যবাদ," কিছুক্ষণ পর নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে বললেন। "ধন্যবাদ ওকে বন্ধু হিসেবে আপন করে নেয়ার জন্য।"

BanglaBook.org

ও যে বিলকে চেনে তিনি এভাবে কথা বলেন না। সিনেমার সংলাপের মত শোনাচ্ছে তার কথাগুলো এখন। যেই সিনেমাগুলো দেখে হেসে ফেলত ও আর লেসলি। ইচ্ছে করে একটু নড়ে উঠল ও। আরও বেশ কিছুক্ষণ পর আলিঙ্গন থেকে ওকে মুক্তি দিলেন বিল। বাবার সাথে কথা বলা শুরু করলেন শেষকৃত্যের অনুষ্ঠানের বিষয়ে।

প্রায় স্বাভাবিক ভঙ্গিতেই জানালেন যে লেসলির মৃতদেহ দাহ করা হবে। এরপর ছাই নিয়ে যাওয়া হবে তাদের পেনসিলভেনিয়ার বাড়িতে।

দাহ। কথাটা শোনার সাথে সাথে কেমন যেন একটা অনুভূতি হল জেসের। অর্থাৎ, চিরতরে চলে গেছে লেসলি। ছাই হয়ে গেছে। তাকে আর কক্ষনও দেখবে না সে। তার মৃতদেহটাও দেখতে পারবে না। কখনও না। ওকে না বলে এত বড় সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার কে দিল তাদের? লেসলি শুধুমাত্র ওর। পৃথিবীর যে কারও চেয়ে লেসলির ওপর ওর অধিকার বেশি। কেউ একবার বললও না ওকে। আর কখনও লেসলির সাথে দেখা করতে পারবে না সে। এখন এরকম কেঁদে লাভ কি? আসলে লেসলির জন্য না, নিজেদের জন্য কাঁদছে সবাই। শুধুমাত্র নিজেদের জন্য। যদি লেসলির কথা আসলেই ভাবত তারা, তাহলে এরকম একটা জীর্ণ পুরনো মফস্বলে কখনই নিয়ে আসত না তাকে। খুব কষ্টে বিলকে কথা শোনান থেকে নিজেকে সামলালো জেস।

একমাত্র ও, জেস, লেসলির জন্য চিন্তা করত সবসময়। কিন্তু ওকেও ধোঁকা দিয়েছে লেসলি। ঠিক যখন তাকে সবচেয়ে বেশি পাশে দরকার ওর, চলে গেছে সেই সময়ে। ইচ্ছে করে দড়িতে ঝুলে পার হচ্ছিল সে, এটা প্রমাণ করার জন্য যে জেসের মত কাপুরুষ নয় ও। এখন নিশ্চয়ই আকাশ থেকে ওর দিকে তাকিয়ে হাসছে মেয়েটা, ঠিক যেভাবে মিসেস মেয়ারকে নিয়ে হাসতো ওরা। ওকে খোলস থেকে টের বের করে এনে এখন নিজেই উধাও হয়ে গেছে লেসলি। এই বিশাল পৃথিবীর বুকে এখন একা একা ঘুরে বেড়াতে হবে ওকে।

একদম একা।

BanglaBook.org

*

লেসলিদের বাসা থেকে ঠিক কখন বের হয়েছিল ওরা সেটা পরিষ্কার করে বলতে পারবে না। শুধু এটুকু মনে আছে যে কাঁদতে কাঁদতে টিলার পাশ দিয়ে ওদের বাসার উদ্দেশ্যে দৌড়াচ্ছিল ও। দরজা ধাক্কিয়ে ভেতরে ঢুকেই মেরি বেলের মুখোমুখি হয়। "দেখেছ লেসলি কে?" আগ্রহের সাথে জিজ্ঞেস করে সে। "কবর দিতে দেখেছ?"

তাকে গালে আঘাত করে ও। এতটা জোরে আগে কখনও কাউকে আঘাত করেনি। অস্ফুট একটা শব্দ কওে উল্টিয়ে পড়ে যায় মেরি। সরাসরি নিজের রুমে চলে আসে জেস। বিছানার নিচ থেকে বের করে লেসলির উপহার দেওয়া রঙ আর তুলি।

এলি দরজায় দাঁড়িয়ে কিছু একটা বলছিল ওর উদ্দেশ্যে। কিন্তু তার কথা আমলে না নিয়ে পাশ কাটিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে আসে ও। ব্রেন্ডাও কিছু একটা অভিযোগ করছিল। এসব ছাপিয়ে কেবল মেরির ফোঁপানোর আওয়াজই কানে আসল ওর।

দৌড়ে রান্নাঘরের দরজা দিয়ে বাইরে বের হয়ে এসে পুরনো হ্রদটার দিকে ছুট দিল জেস। গতবারের তুলনায় পানি একটু কম এখন। আপেল গাছটা থেকে ছেড়া দড়িটা ঝুলছে। *আমিই এখন পঞ্চম শ্রেণীর সবচেয়ে দ্রুততম বালক।*

কিছু একটা বলে চিৎকার করে উঠে তুলি আর রঙগুলো পানিতে ফেলে দিল ও। পানিতে ভেসে গেল ওগুলো। নোটবুকটাও ফেলে দিল এরপর। কাদাপানিতে ডুবে গেল ওটা। ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে আসল ওর শ্বাস প্রশ্বাস। মাটি এখনও কাদা কাদা হয়ে আছে, তবুও সেখানেই বসে পড়ল ও। কোথাও আজ যাবার নেই ওর। কোথাও না।

হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসে রইলো।

"বোকার মত একটা কাজ করলে," ওর পাশে বসতে বসতে বললেন বাবা।

BanglaBook.org

"তাতে কি? এসবের কোন মানে নেই এখন," কাঁদছে জেস, এত জোরে কাঁদছে যে শ্বাস নিতে সমস্যা হচ্ছে।

জয়েস অ্যানকে যেভাবে কোলে নেন, ঠিক সেই ভঙ্গিতে ওকে কাছে টেনে নিলেন বাবা। "কাঁদে না," ওর মাথায় হাত বুলিয়ে কোমল স্বরে বললেন।

"ওকে ঘৃণা করি আমি," ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল জেস। "কখনও ওর সাথে পরিচয় না হলেই ভালো হত।"

কিছু না বলে ওর মাথায় হাত বোলাতে লাগলেন বাবা। কিছুক্ষণ পর শান্ত হল জেস। দু'জনেই তাকিয়ে থাকল হ্রদটার দিকে।

"স্বর্গ থেকে তোমার ওপর নজর রাখবে লেসলি," অবশেষে বললেন বাবা।

"স্বর্গ?"

"হ্যাঁ, ওখানেই এখন চলে গেছে ও। ঈশ্বরের কাছে।"

"কিন্তু মেরি বেল তো বলছিল...।"

"মেরি বেল কিছু জানে নাকি? ছোট্ট বাচ্চাদের স্থান স্বর্গে।"

লেসলিকে কখনও 'ছোট্ট বাচ্চা' হিসেবে চিন্তা করেনি জেস। কিন্তু ঈশ্বরের কাছে তো ওরা বাচ্চা ছাড়া কিছু নয়। তাছাড়া আগামী নভেম্বরে এগারো বছরে পা দিত লেসলি। উঠে দাঁড়িয়ে টিলার পাশ দিয়ে হাঁটতে শুরু করল ওরা। "ওকে আসলে ঘৃণা করি না আমি," বলল ও, "তখন রাগের বশে বলে ফেলেছিলাম কথাটা।"

জবাবে কেবল মাথা নাড়লেন বাবা।

বাসার সবাই খুব ভালো ব্যবহার করল ওর সাথে, এমনকি ব্রেন্ডাও। শুধুমাত্র মেরি বেল গাল ফুলিয়ে রেখেছে। ওকে দেখলেই দূরে সরে যাচ্ছে, যেন ভয় পাচ্ছে। খুব ক্লান্ত লাগছিল জেসের, কথা বলতে ইচ্ছে করছে না একদমই। পরে মেরি বেলের সাথে ভাব করতে হবে, এখন ওসব নিয়ে ভাবার মত মানসিক অবস্থা নেই।

BanglaBook.org

বিকেল বেলা লেসলির বাবা, বিল আসলেন ওদের বাসায়। পেনসিলভেনিয়ার উদ্দেশ্যে বের হবেন তারা, প্রিন্স টেরিয়েনকে ওর কাছে রাখতে এসেছেন কিছুদিনের জন্য।

"অবশ্যই খেয়াল রাখব," ওকে যে এত বড় একটা দায়িত্ব দিয়ে যাচ্ছেন তিনি, সেটা ভেবে খুশি হল মনে মনে। ওর অবশ্য একটা প্রশ্নের উত্তর জানোতে ইচ্ছে করছে বিলের কাছ থেকে। লেসলির মৃত্যুর জন্য কি ওকে কোন দোষ দেন তিনি? শত চেষ্টা করেও প্রশ্নটা করা সম্ভব হল না ওর পক্ষে।

প্রিন্স টেরিয়েনকে এক হাতে ধরে ইটালিয়ান গাড়িটার উদ্দেশ্যে হাত নাড়ল ও। তারাও হয়ত হাত নাড়ছে ওর উদ্দেশ্যে, কিন্তু এত দূর থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না কিছু।

এর আগে কখনই ওকে কুকুর পুষতে দিতে রাজি হননি ওর মা। কিন্তু প্রিন্স টেরিয়েনকে নিয়ে কোন অভিযোগ করলেন না তিনি। রাতের বেলা বিছানায় উঠে ওর বুকের ওপর মাথা দিয়ে শুয়ে পড়ল প্রিন্স টেরিয়েন।

লেসলির অনুপস্থিতি পীড়া দিচ্ছে ওদের দু'জনকেই।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

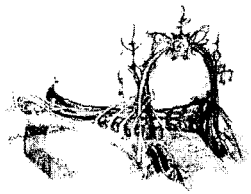

তেরো
ব্রিজ টু টেরাবিথিয়া

শনিবার সকালবেলা ঘুম ভাঙতেই মাথা ব্যথা অনুভূত হল জেসের। অন্যান্য দিনের চেয়ে তাড়াতাড়িই উঠে পড়ল বিছানা থেকে। আজ আবার নিজেই দুধ দোয়াতে চায় ও। বৃহস্পতিবার রাত থেকে বাবাই করেছেন কাজটা, কিন্তু নিজের কাজ নিজেই করতে চায় সে। এতে কিছুটা হলেও স্বাভাবিক হবে জীবন। প্রিন্স টেরিয়েনকে মিস বেসির গোয়ালঘরের বাইরেই রেখে দিল ও। কুই-কুই কওে প্রতিবাদ জানাল কুকুরছানাটা। কিন্তু উপায় নেই, মিস বেসি টেরিয়েনের উপস্থিতি সহ্য করতে পারে না। মাথা ব্যথার প্রকোপ বাড়ছে ধীরে ধীরে।

দুধ নিয়ে যখন ফিরল তখনও ঘুম ভাঙেনি কারও। তাই ফ্রিজ থেকে দুধ করে কিছুটা গরম করে নিয়ে পাউরুটি দিয়ে খেয়ে ফেলল। রঙগুলো দরকার ওর। সিদ্ধান্ত নিল হ্রদটার কাছে গিয়ে খুঁজে দেখবে যে কোনটা পায় কিনা। প্রিন্স টেরিয়েনকে একটা পাউরুটি খেতে দিয়ে জ্যাকেট পরে নিল দ্রুত।

বসন্তের খুব সুন্দর একটা সকাল। যেদিকে চোখ যায় খালি সবুজ আর সবুজ। আকাশও আজ গাঢ় নীল, মেঘের ছিটেফোটাও নেই। হ্রদের পানি নেমে গেছে অনেকখানি। এখন আর দেখলে ভয় লাগে না। একটা বিশাল ডাল পানিতে ভেসে এসে পড়ে আছে তীরে। সেটা তুলে নিয়ে আড়াআড়ি

BanglaBook.org

ভাবে হ্রদের ওপর রাখল জেস। এরপর খুব সাবধানে এক পা এক পা করে এগোতে লাগল অন্য পাড়ের উদ্দেশ্যে, বেশ শক্ত ডালটা, ওর ভার সামলাতে পারবে। ওর রঙগুলোর একটাও চোখে পড়ল না।

টেরাবিথিয়া থেকে একটু দূরে নামল ও। লেসলির অনুপস্থিতিতে জায়গাটাকে কি এখনও টেরাবিথিয়া বলা যায়? তাছাড়া দড়িতে ঝুলে না, একটা ডালের সাহায্যে এপাশে এসেছে ও। প্রিন্স টেরিয়েন বেচারা অন্য পাশে অস্থির ভঙ্গিতে ছোটাছুটি করছে। অবশেষে আর থাকতে না পেরে হ্রদের পানিতে ডুব দিয়ে সাঁতরে এপাশে আসল কুকুরছানাটা। জেসের কাছে এসে গায়ের পানি ঝারল।

টেরাবিথিয়া দুর্গে চলে আসল ওরা। স্যাঁতসেঁতে হয়ে আছে জায়গাটা। তবে বনের পরিবেশ দেখে কেউ বলবে না যে এখানকার রাণী মারা গেছেন একদিন আগে। তার সম্মানার্থে কিছু একটা করার তাগাদা অনুভব করল ও। কিন্তু কি করবে বুঝে উঠতে পারল না। লেসলিও নেই যে তার কাছ থেকে উপদেশ নেবে। কালকের রাগটা আবারও ফিরে আসল ওর মধ্যে। *লেসলি, আমি একটা বোকা! আমাকে এসবের ভার দিয়ে কীভাবে চলে গেলে তুমি?* মনে হচ্ছে গলার কাছটায় কিছু একটা আটকে আছে। কয়েকবার ঢোঁক গিলেও কোন লাভ হল না। ক্যান্সার হয়নি তো? ঘামতে শুরু করল জেস। মরতে চায় না ও। মাত্র দশ বছর বয়স তার।

লেসলি, তোমারও কি ভয় লাগছিল? তুমি কি বুঝতে পারছিলে যে কিছুক্ষণের মধ্যেই মৃত্যু হবে তোমার? আমার মতন তুমিও কি ভয় পাচ্ছিলে? লেসলির পানিতে ডুবে যাবার একটা দৃশ্য ফুটে উঠল মানসপটে।

"আয়, টেরিয়েন," জোরে ঘোষণা করার সুরে বলল জেস। "রাণীর জন্য একটা পুষ্পস্তবক বানাতে হবে আমাদের।"

পাইন গাছের একটা কাঁটাকে সুঁই হিসেবে ব্যবহার করে দুর্গ থেকে সুতো নিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা পুষ্পস্তবক বানিয়ে ফেলল ও। বানানো শেষ করে সন্তুষ্ট চিত্তে তাকাল সেটার দিকে। "চলবে, কি বলিস?" টেরিয়েনকে জিজ্ঞেস করল। জবাবে ওর গাল চেটে দিল কুকুরছানাটা।

BanglaBook.org

পাইন বনে চলে আসল ওরা। একদম মাঝখানের গাছটার গোঁড়ায় অর্পণ করল পুষ্পস্তবক। একটা পাখি ডেকে উঠল এ সময়।

"আমাদের সম্মান প্রদর্শন পছন্দ হয়েছে প্রাচীন সত্ত্বাদের," টেরিয়েনকে বলল ও। "আপনাদের হাতে দিয়ে গেলাম মহারাণী লেসলিকে," গম্ভীর কণ্ঠে বলল কিছুক্ষণ পর বলল জেস। "এই টেরাবিথিয়া রাজ্যের রক্ষাকর্তাদের একজন এখন ও।"

লেসলি নিশ্চয়ই ওর কথাগুলো শুনলে খুশি হত খুব। হঠাৎই ভীষণ কান্না পেতে লাগল ওর, কিন্তু এবার সামলালো নিজেকে, একজন রাজার এরকম ব্যবহার করলে চলবে না।

"জেস! বাঁচাও! জেস!" একটা চিৎকার ভেসে এলো নীরবতার বুক চিরে। দ্রুত মেরি বেলের কণ্ঠস্বর যেদিক থেকে ভেসে এসেছে সেদিকে ছুটে গেল জেস। ডাল দিয়ে তৈরি করা ব্রিজটার অর্ধেক মতন এসে আটকে গেছে মেয়েটা। বসে আছে ছোট একটা ডাল আঁকড়ে। ভয়ে সামনেও আসতে পারছেনা, পেছনেও যেতে পারছে না।

"মেরি বেল," একদম শান্তস্বরে বলল জেস, "নড়াচড়া না করে একদম চুপচাপ বসে থাক," ডালটা ওদের দু'জনের ভার নিতে পারবে কিনা সে ব্যাপারে নিশ্চিত না জেস। নিচের পানির দিকে তাকাল। হেঁটে পার হওয়া যাবে হয়ত, কিন্তু স্রোত আগের মতই আছে, পা পিছলে যেতে পারে। ডাল ধরেই এগোনোর সিদ্ধান্ত নিল।সাবধানে এক পা এক পা করে এগোতে লাগল মেরি বেলের দিকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছে গেল তার কাছে। "উঠে দাঁড়াও," মেরির উদ্দেশ্যে বলল ও।

BanglaBook.org

"ভয় লাগছে!"

"আমি আছি তো এখানে, মেরি বেল। তোমাকে পড়তে দিব না কিছুতেই। আমার হাত ধর," ডানহাত বাড়িয়ে দিল ও। "শক্ত করে আমার হাত ধরে পার হও ডালটা।"

বাম হাত দিয়ে একবার ওর হাত ধরে সাথে সাথে ছুটিয়ে নিল মেরি বেল।

"বেশি ভয় লাগছে জেস!"

"ভয় তো লাগবেই। সবারই ভয় লাগে। আমার ওপর ভরসা রাখ, ঠিক আছে? তোমাকে পড়তে দিব না, মেরি বেল। কথা দিচ্ছি।"

মাথা নাড়ল ছোট্ট মেয়েটা, এখনও ভয় খেলা করছে দু চোখে। কিন্তু ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। শক্ত করে আঁকড়ে ধরল ওর হাত।

"বেশ, খুব বেশি দূরে নেই আমরা। সাবধানে পা ফেল। একবার বাম পা, এরপর ডান পা।"

"কোনটা ডান পা? ভুলে গেছি"

"সামনেরটা," ধৈর্য্য সহকারে জবাব দিল জেস।

কথামত কাজ করল মেরি বেল। আস্তে আস্তে পারের কাছে পৌঁছে গেল ওরা। একদম শেষে গিয়ে জোরে লাফ দিয়ে ডালটা থেকে নেমে গেল

BanglaBook.org

মেরি, কিন্তু এতক্ষন জেসকে ধরে থাকায় সামনের দিকে একটা হেঁচকা টান পড়ল ওর বাম হাতে। তাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেল ও। হ্রদটায় না, একদম হ্রদটার কিনারে। পা'দুটো শূন্যে ঝুলছে।

"দেখ মেরি বেল! আরেকটু হলে তো ফেলেই দিয়েছিলে," স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল জেস।

"আমি জানি যে তোমাকে কথা দিয়েছিলাম আর তোমার পিছু নেব না ভাইয়া। কিন্তু সকালে ঘুম ভেঙে দেখি তোমার বিছানাটা খালি।"

"কিছু কাজ ছিল আমার।"

মাটির দিকে তাকিয়ে আছে মেরি। "তোমার জন্য চিন্তা হচ্ছিল। কিন্তু ডালটা পার হতে গিয়ে ভয় পেয়ে যাই।"

তার পাশে হাঁটু গেঁড়ে বসে পড়ল জেস। প্রিন্স টেরিয়েন আবারও আগের মত সাঁতরে পার হচ্ছে হ্রদটা। কুকুরছানাটার দিকে তাকিয়ে থাকল ওরা দু'জন। স্রোতের কারণে একটু দূরে ভেসে গেল টেরিয়েন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত উঠে পড়ল এ পাড়ে। ওদের কাছে দৌড়ে ছুটে এলো সে।

"সবাই-ই কোন না কোন কিছুতে ভয় পায়, মেরি বেল। এতে লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই।" যেদিন মেয়েদের বাথরুমে জেমিসের সাথে কথা বলতে যাচ্ছিল লেসলি, সেদিন তার চোখেও ভয়ের ছাপ দেখেছিলো জেস। "সবাই ভয় পায়।"

"প্রিন্স টেরিয়েন তো ভয় পায় না। ও এমনকি লেসলিকে..."

"কুকুর আর মানুষ তো এক নয়। তোমার বুদ্ধি যত বেশি হবে, তত বেশি জিনিসকে ভয় লাগবে।"

চোখে অবিশ্বাস নিয়ে ওর দিকে তাকাল মেরি। "তুমি তো ভয় পাওনি।"

"কে বলেছে? আমারও ভীষণ ভয় লাগছিল।"

"এমনি বলছ তুমি!"

হেসে ফেলল জেস। কখনই ওর কথা বিশ্বাস করবে না মেয়েটা। "চলে খেতে যাই," বলে উঠে দাঁড়িয়ে মেরি বেলকেও টেনে দাঁড় করালো ও।

BanglaBook.org

বাসায় যাবার পথে দৌড় প্রতিযোগিতায় ইচ্ছে করেই মেরিকে প্রথম হতে দিল।

*

ক্লাসরুমে ঢুকেই খেয়াল করল যে সামনে থেকে লেসলির ডেস্কটা সরিয়ে ফেলার ব্যবস্থা করেছেন মিসেস মেয়ার। আজ বাসে ওঠার সময় আপনা আপনিই চোখ চলে গিয়েছিল পার্কিন্সদের পুরনো বাসাটার দিকে। ভেবেছিল লেসলি হয়ত দৌড়ে আসবে, অন্যান্য দিনের মতই। কিন্তু আসেনি সে, আসার কথাও না। এত দ্রুত তার স্মৃতিচিহ্ন মুছে ফেলার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে কেন সবাই। নিজের ডেস্কে এসে মাথা নিচু করে বসে থাকল জেস।

আশপাশ থেকে ফিসফিস শুনতে পারছে, কিন্তু অর্থ বুঝতে পারছে না। অবশ্য অর্থ বুঝতেও চায় না। লেসলির মারা যাওয়াতে সবাই অন্য চোখে দেখবে ওকে- এমনটা ভাবার কারণে এখন মনে মনে লজ্জা লাগছে বরং। *পঞ্চম শ্রেণীর সবচেয়ে দ্রুততম বালক এখন আমি।* ঈশ্বর! এমন একটা জিনিস কীভাবে মাথায় আসল ওর? অন্যরা কি বলাবলি করছে সেটায় কিছু যায় আসে না ওর, ওকে একা থাকতে দিলেই হল। জেনিস বাদে অন্য কেউই লেসলিকে তেমন পছন্দ করত না। মেয়েটাকে জ্বালান বন্ধ করলেও, অপছন্দ করা বন্ধ করেনি কেউই। তবে লেসলির আঙুলের নখেরও যোগ্য না এদের কেউ।

মিসেস মেয়ার ক্লাসরুমে ঢুকলে সবাই উঠে দাঁড়াল। কিন্তু নিজের ডেস্কে ঠায় বসে রইলো জেস।

"জেস অ্যারন্স। তুমি বাইরে গিয়ে আমার জন্য অপেক্ষা কর।"

আস্তে করে ডেস্ক থেকে উঠে দরজার উদ্দেশ্যে হাঁটতে লাগল ও। গ্যারি ফালকারের হাসির শব্দ কানে আসল। ধমক দিয়ে তাকে চুপ করলেন মিসেস মেয়ার। এরপর সবাইকে অঙ্ক করতে দিয়ে তিনিও বেরিয়ে এলেন ক্লাস থেকে, দরজা ভিজিয়ে দিলেন।

যা ইচ্ছে বলুক।

BanglaBook.org

ওর একদম কাছে এসে দাঁড়ালেন তিনি।

"জেস," কোমল স্বরে ডাক দিলেন। এভাবে কখনও তাকে কথা বলতে শোনেনি ও। জবাব দিল না ইচ্ছে করে। ও চাইছে যে ওকে যাতে ধমক দেন তিনি, সেটাই স্বাভাবিক ঠেকবে।

"জেস," আবারও ডাকলেন তিনি, "আমি শুধু তোমাকে বলতে চাই যে আমি নিজেও অনেক কষ্ট পেয়েছি ব্যাপারটায়," হলমার্কের কার্ডের পেছনে এসব লেখা থাকে।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও তার চেহারার দিকে মুখ তুলে তাকাল ও। চশমার আড়ালে ছলছল করছে মিসেস মেয়ারের চোখজোড়া। এক মুহূর্তের জন্য মনে হল ও নিজেও কেঁদে দিবে বুঝি। এই হলওয়েতে দাঁড়িয়ে মিসেস মেয়ারের সাথে লেসলির জন্য কাঁদছে ও। চিন্তাটা এতটাই অবাস্তব যে প্রায় হেসেই ফেলল জেস।

"আমার স্বামী যখন মারা যান,"- তাঁর স্বামী যে মারা গেছেন এটা জানা ছিল না জেসের, " সবাই আমাকে মানা করছিল কাঁদতে। চাইছিলো যাতে দ্রুত ভুলে যাই।" *মমতাময়ী মিসেস মেয়ার, এও সম্ভব!* "কিন্তু ভোলার কোন ইচ্ছে ছিল না আমার।" পকেট থেকে রুমাল বের করে চোখ মুছলেন তিনি। "যাই হোক, আজ সকালে এসে দেখি কেউ একজন আগেই ওর ডেস্কটা বের করে নিয়েছে," আবারও চোখের পানি মুছলেন রুমালে। "লেসলির মত ভালো ছাত্রী এর আগে একটাও পাইনি আমি।"

তাকে স্বান্তনা দিতে চাইল জেস। মিসেস মেয়ার সম্পর্কে এতদিন অনেক উল্টাপাল্টা কথা বলেছে দেখে খারাপই লাগল। লেসলিও উল্টাপাল্টা কথা বলত, ভাগ্যিস সেটা জানেন না তিনি।

"আমার জন্যই যদি ব্যাপারটা এত কঠিন হয়, তাহলে তোমার জন্য আরও অনেক বেশি কঠিন। আমরা একে অপরকে সাহায্য করব এই দুঃখটা কাটিয়ে উঠতে, ঠিক আছে?"

"জ্বি, ম্যাম," বলার মত আর কিছু খুঁজে পেল না জেস। বড় হবার পর একদিন হয়ত চিঠি লেখে জানাবে যে লেসলি খুব শ্রদ্ধা করত তাঁকে।

BanglaBook.org

কাউকে খুশি করার জন্য এটুকু মিথ্যে বলাই যায়। তাছাড়া মিসেস মেয়ারের কথা শুনে আরেকটা উপলব্ধি হয়েছে ওর এখন। লেসলিকে কখনই ভুলবে না সে।

সারাদিন এসব নিয়েই ভাবল জেস, লেসলি আসার আগে একটা আস্ত গাধা ছিল ও, যে কিনা অদ্ভুত অদ্ভুত ছবি আঁকতো একটু অবসর পেলেই। গরু চরানোর মাঠে দৌড়ে বেড়াতো, মেকি শ্রেষ্ঠত্ব লাভের আশায়।

লেসলিই ওকে টেরাবিথিয়ায় নিয়ে রাজার উপাধিতে ভূষিত করে। এই বয়সে এর চেয়ে বেশি সম্মানের আর কি-ই বা হতে পারে? লেসলিই ওকে এই পৃথিবীর আড়ালে জাদুর এক মায়ানগরের সন্ধান দিয়েছে। টেরাবিথিয়া! যেখানে প্রবেশাধিকার ছিল শুধুমাত্র ওর আর লেসলির। অবশ্য খুব বেশি সময় থাকা যায় না টেরাবিথিয়ায়। দ্রুত ছেড়ে দিতে হয় শাসনভার, যেমনটা লেসলি দিয়েছে। বাস্তব পৃথিবীটাকে অন্যভাবে দেখতেও ওকে বাধ্য করেছিল মেয়েটা। তার অবর্তমানে সেই জ্ঞান কাজে লাগাতে হবে।

সামনের দিনগুলোতে আরও ভয়ঙ্কর সব অভিজ্ঞতা হয়ত অপেক্ষা করছে ওর জন্য। সেগুলোর মোকাবেলা করতে হবে আত্মবিশ্বাসের সাথে।

পেনসিলভেনিয়া থেকে বুধবারে একটা বিশাল ট্রাক সাথে নিয়ে ফিরে আসল জুডি আর বিল। পার্কিন্সদের পুরনো বাসাটায় কেউই বেশিদিন থাকে না। "এখানে ওর জন্যই এসেছিলাম আমরা। এখন যেহেতু লেসলিই নেই..." জেসকে লেসলির সব বই আর রঙ করার সরঞ্জামাদি দিয়ে দিলেন তারা। "এগুলো তুমি নিলেই সবচেয়ে বেশি খুশি হত ও," বিল বললেন।

জেস আর ওর বাবা তাদের সবকিছু ট্রাকে তুলতে সাহায্য করল। দুপুরবেলা বাসা থেকে স্যান্ডউইচ আর কফি বানিয়ে নিয়ে আসল মা। অবশেষে সবকিছু তোলা হয়ে গেল ট্রাকে। কীভাবে একে অপরকে বিদায় জানাতে হবে সেটা বুঝে উঠতে পারল না কেউই।

"বেশ," বিল বললেন, "আমাদের রেখে যাওয়া জিনিসগুলো থেকে যদি কিছু নিতে চান আপনারা, যে কোন সময় এসে নিয়ে যাবেন।"

"আমি কি উঠোনে রাখা কাঠগুলো নিতে পারি?" জিজ্ঞেস করল জেস।

BanglaBook.org

"হ্যাঁ, অবশ্যই। যা ইচ্ছে নাও," এটুকু বলে একটু দ্বিধা করতে লাগলেন বিল, "প্রিন্স টেরিয়েনকে তোমার কাছে রেখে যেতে চেয়েছিলাম," বললেন তিনি, "কিন্তু সেটা বোধহয় সম্ভব হবে না।"

"সমস্যা নেই। ও আপনাদের কাছেই থাক। লেসলিও সেটাই চাইত নিশ্চয়ই।"

*

এর পরদিন স্কুল শেষে পার্কিন্সদের উঠোন থেকে দরকার মত কাঠ নিয়ে হ্রদের তীরে জমা করল জেস। সবচেয়ে লম্বা দু'টো টুকরো আড়াআড়িভাবে ফেলল হ্রদের এপার থেকে ওপার পর্যন্ত। এরপর পেরেক দিয়ে ছোট ছোট কাঠের টুকরোগুলো জোড়া দিতে লাগল ওটার গায়ে।

"কি করছ জেস?" মেরি বেল আবারও ওকে অনুসরণ করে এসেছে।

"গোপন একটা কাজ।"

"বল আমাকে।"

"কাজ শেষ হলে বলব, ঠিক আছে?"

"না, এখনই বল। কাউকে কিছু জানাবো না আমি, সত্যিই। বিলি জিনকে না, জয়েস অ্যানকে না, মা-" মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলতে লাগল মেরি।

"জয়েস অ্যানকে বলতে পার।"

"তোমার আর আমার গোপনীয় বিষয় জয়েস অ্যানকে বলব?" অবিশ্বাসের সাথে জিজ্ঞেস করল সে।

"হ্যাঁ, বলতে পার।"

একটু মন খারাপ হয়ে গেল মেয়েটার। "জয়েস অ্যান তো বাচ্চা।"

"হ্যাঁ। কিন্তু এক সময় তো তাকে রাণী হতে হবে, সেটার নিয়ম কানুন জানাতে হবে না?"

"রাণী? কে রাণী হবে?"

"কাজ শেষ করে সব বলছি, দাঁড়াও।"

BanglaBook.org

কাজ শেষ হলে মেরির মাথায় ফুল গুঁজে দিয়ে তাকে নিয়ে ব্রিজটা পার হল জেস। টেরাবিথিয়া রাজ্যে যাবার ব্রিজ। অনেকের কাছে হয়ত একদম সাধারণ মনে হবে ব্রিজটা, কিন্তু ওর কাছে এর মূল্য অনেক বেশি।

"দেখ চারদিকে," মুগ্ধ কণ্ঠে বলল ও।

"কোথায়?"

"দেখতে পাচ্ছ না ওদের?" ফিসফিসিয়ে বলল জেস। "টেরাবিথিয়ার সবাই তোমাকে দেখার জন্য জড়ো হয়েছে।"

"আমাকে?"

"হ্যাঁ। গত কয়েকদিন ধরে এই গুজব ভেসে বেড়াচ্ছে যে আজকে খুব সুন্দর একটা মেয়ের আগমন ঘটবে টেরাবিথিয়ায়। আর সে-ই হবে এখানকার রাণী, যার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে আছে সবাই।"

***

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG